কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধীনে
এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

M‡elK

সঞ্জয় কবিরাজ

এম.ফিল

রেজি.নং: ৮২

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

ZËveavqK

অধ্যাপক ড.শাহনাজ নাসরীন ইলা

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সঞ্জয় কবিরাজকর্তৃক উপস্থাপিত **“কা**Rx bRiæj **ইসলামের দেশাত্মবোধক গ**vbÓশীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেনি।

অধ্যাপক W.kvnbvR bvmixb Bjv
তত্ত্বাবধায়ক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

A½xKvi bvgv

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এম.ফিল গবেষণায় "কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান"অভিসন্দর্ভটির আঙ্গিক ও বিন্যাস নতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড.শাহনাজ নাসরীন ইলাম্যাডামেরতত্ত্বাবধানে অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পূর্বে কোনো গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা কিংবা জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণই আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজ দায়িত্বে উপস্থাপন করেছি।

mÄq KweivR
গবেষক
এম. ফিল
রেজি.নং: ৮২
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

cm½K_v

ছাত্রজীবন থেকেই সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মেছিল তা পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণায় রূপান্তরিত হয়েছে। আর এই গবেষণার জন্য বেছেনিয়েছি নজরুলের দেশাত্মবোধক গানকে। "কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান"শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ঢাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে নাম নিবন্ধন করি। প্রথমেই বিনম্র শ্রদ্ধাজানাই সেই সকল শহীদদের প্রতি যাঁদের আত্মদানের জন্য আজকে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশকে পেয়েছি। এম.ফিল গবেষণায় নিবন্ধন দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা ম্যাডামের তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রা না করি। এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড.শাহনাজ নাসরীন ইলা ম্যাডামের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। সকল তং -উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ম্যাডামের সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও সমস্যা সমাধান আমার গবেষণা কর্মকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম। দেশাত্মবোধক গানের বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বই এবং তথ্যজ্ঞান দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন প্রানপ্রিয় মানুষ জাতীয় অধ্যাপক ড.রফিকুল ইসলাম স্যার। স্যারের প্রতি জানাই অসীম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জানাই সরকারী সংগীত কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক জনাব শাহজাদী হোসনে আরা ম্যাডামকে যিনি সবসময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আরও শ্রদ্ধা জানাতে চাই আমার সংগীত গুরুদের যাঁরা আমাকে সুরের পথ দেখিয়েছেন । শুদ্ধ সংগীতের পথে আমাকে যাঁরা হাঁটতে শিখিয়েছেন বিশেষ করে নজরুলের গান যাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন। শ্রী পূর্ণ চন্দ্র মং ,জনাব সোহরাব হোসে ,শ্রী সুধীন ঢ ,জনাব খালিদ হোসেন,জনাব সালাউদ্দি আহমেদ,জনাব ফেরদৌস আরা,জনাব শামীম আরা লুনা ও জনাব খায়রুল আনাম শাকিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, নজরুল ইন্সটিটিউটে লাইব্রেরী,সরকারী সংগীত কলেজের লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই তাঁদের নিরলস সহযোগিতার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার মমতাময়ী মা স্বর্গীয় ললিতা কবিরাজকে।আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা শ্রী আনন্দমোহন কবিরাজকে। যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমি পৃথিবীর আলো দেখেছি। মায়ের কঠিন মনোবল আমাকে আজ এখানে পৌঁছে দিয়েছে। ধন্যবাদ জানাই বড়ভাই প্রবীর কবিরাজ ও সেঝভাই প্রভাষ কবিরাজকে যাদের সহযোগিতা ছাড়া আজ এখানে পৌঁছানো সম্ভব হতো না। গবেষণাকর্ম রচনায় উৎসাহ,অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিণী স্বপ্না রায় এবং ছোট বোন শিখা রায়,তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার মুদ্রণে আমাকে সহযোগিতা করেছে রিয়াদ ও খালিদ ভাই। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই সৃষ্টিকর্তাকে যিনি আমাকে সুস্থভাবে গবেষণাকর্মটি শেষ করার জন্য কৃপা করেছেন। এই অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে একটা বিষয় আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি (শেখার বা জানার কোনো শেষ নেই। এই গবেষণা থেকে অনেক কিছু জানলাম ও শিখলাম।

(সঞ্জয় কবিরাজ)

১৫/১২/২০১৯ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

"কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান" শীর্ষক গবেষণাকার্যে যে বিষয়গুলোকে প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১.চর্যাগীতি থেকে শুরু করে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত সকল জনপ্রিয় লেখকের রচিত গানে যে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

২. দেশাত্মবোধক গানগুলোকে বাণীবিশ্লেষণ করে সাতটি ভাগে ভাগকরে সেভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া গান রচনার সময় কাল, স্থান, প্রেক্ষাপট, গ্রন্থ, সূত্র, রেকর্ড নং, স্বরলিপি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

৩. নজরুল অনেক ধারার দেশপ্রেমমূলক গান লিখেছেন এবং এই ভিন্নতা আনতে গিয়ে বাণীবৈচিত্র্য প্রয়োজন হয়েছিল। সেই বাণীবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. দেশাত্মবোধক গানে ব্যবহৃত তাল, রাগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাণী, সুর, তাল সব মিলিয়ে গানের যে নান্দনিক দিক ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

c_g Aa¨vq : বাংলা গানে দেশাত্মবোধের সূচনা ১১-৪৫

wØZxq Aa¨vq :কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের ধারা ৪৬-১২১

ZZxq Aa¨vq : বাণীবৈচিত্র্য

১২২-১৪২

PZ_ Aa¨vq : সুরবৈশিষ্ট্য ১৪৩-১৫৯

cÂgAa¨vq : দেশাত্মবোধক গানের নান্দনিকতা ১৬০-১৮৬

উপসংহার ১৮৭-১৮৯

mnvqK MšcwÄ ১৯০-১৯২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা সংগীত জগতে বহুমাত্রিক প্রতিভায় উদ্ভাসিত অবিস্মরণীয় একটি নাম কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯ - ১৯৭৬)।আমাদেরজাতীয় কবি কাজী নজরুল ইস বাংলা সাহিত্য তথা সংগীত জগতে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা।বাংলা সংগীত জগতে বহুমাত্রিক প্রতিভায় উজ্জ্বল অবিস্মরণীয় তিনি।সংগীত জগতে নজরুলের আবির্ভাব না হলে এই বৈচিত্র্য আসত না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অনির্বচনীয় সৃষ্টি ক্ষমতা।কাব গীতি,গজল,ভক্তিগীতিপ্রভৃতি গান যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন প্রচুর দেশাত্মবোধক গান দেশাত্মবোধক গান বলতে আমরা সেই গানকে বুঝি যে গান দেশের প্রকৃতি,ইতিহাস,ঐতিহ্য, স্বাধীনতাকে ফুটিয়ে তোলে।

অর্থাৎ যে গান মানুষের ভিতর দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি সৃষ্টি করে,দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়,দেশের এবং দেশের মানুষের মঙ্গল করার মানসিকতার সৃষ্টি করে তাকেই দেশাত্মবোধক গান বলে আর এই দেশাত্মবোধক গান সৃষ্টি করে নজরুল তাঁর সৃষ্টি- কর্মকে রেখেছেন অমরকে তাঁর অতুলনীয় ক্ষমতা নতুননতুনবৈভবে স ঋদ্ধকরেছে।সংগীতের গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে নজরুল ত র চিন্তাধারাকে শাণিত করে তৈরি করেছেন অতুলনীয় কিছু গান।তাঁর সংগীতের অনেক ধারার মে দেশাত্মবোধক গান নজরুলের সৃষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ ধারা।নজরুলের দেশাত্মবোধক গান তাঁর বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাণ্ডারের মধ্যে একটি প্রয়াস।বাংলা ভাষা ষি মানুষের ভিতর নজরুলের এই গানগুলো একটি নতুন উদ্দ্যমতা সৃষ্টি করেছিল।যা এখনও জাতির বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে নজরুলের এই দেশাত্মবোধক গানগুলোই সমস্যা সমাধানে ব খনো কখনো অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।কবি নজরুল ইসলা বাংলা সাহিত্য ও সংগীত জগতে একটি নবধারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন শুধুসাহিত্য ও □□□□ □□ □□□□□□□□□,□□□□□□,চলচ্চিত্র জগতে রেখেছেন অসামান্য নজরুল □□□□

অসাম্প্রদায়িক চেতনা□ □□□ □□□□বিদ্রোহী কবি □□□□□□ □□□□□□ বেশি □□□□□□ □□□□□□□□□ তাঁর যে সৃষ্টি সেটি এ□□□□ বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেমে জাগ্রত করে□□□□□□□ □□□□□□□,□□□□□□,শোষিত ও□□শোষিত মানুষের অধিকার রক্ষায় লড়ে□□□□□মানুষ,□□টিও□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ যুদ্ধবিদ্যা শিখতে করাচিতে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজে যুদ্ধবিদ্যা শিখে পরবর্তীতে যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরে দেশকে শত্রুমুক্ত করা ।সামগ্রিক দিক থেকে তিনি দেশ ও দশের কথা ভেবেছেন তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শুধু অস্ত্রদিয়ে সাময়িক কিছু পরিবর্তন আনা সম্ভব। কিন্তু মানু□□ □□□□□□□□ পরিবর্তন না ঘটলে,□□□□ ভেতরের দেশাত্মবোধ জাগ্রত না হলে কোনো লা□ □□□□□□ □□□ □□□তরে শত্রুমুক্ত করতে গেলে□□□□□ মানুষের মনে দেশ প্রেম জাগ্রত করতে হবে। আর দেশের প্রতি অকৃত্রি□ □□□□□□ একমাত্র □□□□□ই সৃষ্টি করতে পারবে।□□ই তিনি উদ্দীপনা □□ □□□ □□□□□□□,প্রকৃতিকে নিয়ে গান লিখেছেন যাতে করে মানুষের ভিতর দেশপ্রেম তৈরি হয়।এ□সুদূর প্রসারী চিন্তা করে,মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনাবোধ তৈরি করতেই নজরুলের এই দেশাত্মবোধক □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ দেশের মানুষকে জাগ্রত করেছিলেন। দেশাত্মবোধের স্ফূর□ □□□□□□ □□গ্র ভারতবাসীর মধ্যে।সকল জাতিকে একত্রিত করতে নজরুলের দেশাত্মবোধক গান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□দেশাত্মবোধের গতি সঞ্চার এবং সেই সাথে ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিলতাঁর □□ □□□□□শুধু অতীতে বা বর্তমানে নয় ভবিষ্যতেও নজরুলের দেশাত্মবোধক গান বাঙালিদের দেশপ্রেম সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিভিন্ন অধ্যায় ও পর্বে অভিসন্দর্ভটি যেভাবে বিন্যস্ত এবং সাজানো হয়েছে তা হলো-**প্রথম অধ্যায়** বাংলা গানে দেশাত্মবোধের সূচনা,চর্যাপদ,শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন,মঙ্গলগীত,শাক্তগীতি গানে দেশপ্রেমের যে উপাদান পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচ ,নজরুল পূর্ববর্তী গীতিকবিদের দেশাত্মবোধক গান এবং কাজী নজরুলের ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের উৎসসম্পর্কে □□□□□□□ □□□ □□□□□□**দ্বিতীয় অধ্যায়**নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের ধারার □□□□□ □□□ দেশবন্দনামূলক গা□,পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক □□□, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, নারী জাগরণমূলক গা□, মুসলিম জাগরণমূলক গা□, দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমুলক গানের রচনাকাল, উপলক্ষ্য, রচনাস্থান, সুরকারের নাম, তাল,□□□ ও

সংকলিত গ্রন্থ, পত্রিকার নাম, রেকর্ড□□□ সম্পর্কে □□□□□□ □□□ □□□□□ ।**তৃতীয় অধ য়**তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে নজরুলের গানের বাণী বৈচিত্র্য ও বাণীগুলোর সামগ্রিক একটি পর্যালোচনা এবং বাণীগুলোর মাধ্যমে তাঁর মনস্ততাত্ত্বিক চিন্তার প্রকাশ**চতুর্থ অধ্যায়** সুরবৈশিষ্ট্যনিয়ে পর্যালোচনা কর□ □□□□□ **পঞ্চম অধ্যায়**কাজী নজরুল ইসলামেরদেশাত্মবোধক গানের নান্দনিকতা নি□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ এবং সবশেষে রয়েছে সহায়ক গ্রন্থাবলী ।

আমার এই গবেষণাটি থে পাঠকগণ নজ লের গানের সৃষ্টিকাল সম্পবে □□□□ □□□□,নজরুলের দেশাত্মবোধক গান জনমনে ক দেশপ্রেম জাগ্রত করতে পেরেছিল,ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছিল সেটুকু উপলব্ধি কর যাবে ।সাথে সাথে আগামী প্রজন্মের □তর দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হবে□সংকটময় মুহূর্তে নজরুলের □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□নুষের ভিতর মূল্যবোধ সৃষ্টি □□□,দেশের ◌ তি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে ।মানুষ ত□□□ বেশি সামাজিক হবে,□মাজের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাবাড়বে ।শিল্পসংস্কৃতির চর্চা বৃদ্ধি করে তরুণদে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলব □□□□□ □□□□ □□□□□□ নিযুক্ত বরতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে যা বাঙালিজ□□ □□□ সামগ্রিক দেশের উন্নতি □□□□ □□□□□

c_g Aa¨vq

বাংলা গানে দেশাত্মবোধের সূচনা

প্রথম অধ্যায়

বাংলাগানেদেশাত্মবোধের সূচনা

চর্যাপদ বা চর্যাগীতির আগে থেকে বাংলা গান বা সাহিত্য প্রচলিত ছিল বলে ধারনা করা হয়ে □□□□আবেগ অনুভূতির দিক দিয়ে বাঙালী অন্য জাতির থেকে একটু আলাদা এবং আন্তরিকতার দিক দিয়ে অতুলনীয়। বহুবছর আগে থেকেই বাঙালি বারমাসে তেরো পার্বণ পালন করে আসছে □□□□□আর এই উৎসব উপলক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রকার সংগীত,সাহিত্য।গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন লোক উৎসবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ের গান সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন গ□□□□ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গান জনপ্রিয় হতে থাকে। □□□লীর মুখে মুখে তখন প্রচলিত ছি□ লোকসাহিত্য বা লোকগান।অ□□□ অনুভূ□কে কেন্দ্রকরে □□ ছেলে-ভোলানোছ□□,ঘুম□□□□□ □□□□,বৃষ্টি নামানো গান সৃষ্টি করা হয়।আ□ এই সাহিত্য ত□ □□গুলির মধ্যদিয়ে সে সময়কার □□□□-অভিজ্ঞতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, □□ □□□কার মানুষেরদেশাত্মবোধের পরিচায়ক।বাঙ□□ ভাবপ্রবণ গীতি প্রধানজা□, এই গীতির মধ্য দিয়ে বাঙালির যে সত্তাতা ফুটে ওঠে। অনেক লেখক তাঁদের লেখনির পূর্ণতা পেয়েছেন সংগীতের মধ্যদিয়ে। সেই প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্য তথা গীত চর্চা হয়ে আসছে তা অনেক গবেষকের লেখাতেও পাওয়া যায়। "□□□□ □ষা ও সাহিত্য তথা সঙ্গীতের স্বরূপ যে চর্যাগীতির সন্ধান পাওয়া যায় তা-ও কয়েকটি গীতি তবে চর্যার পুর্বেও সঙ্গীতের চর্চা ছিল এবং উৎকর্ষও লাভ করেছিল। এ□□ অনুমান করা যায় সেই স□ □□□□ খোদাইচিত্রে অঙ্কিত নৃত্যভঙ্গি এবং বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন দেখে।"[১]

মুলত পাল ও সেন আমলে,অষ্টম নবম শতকে বাংলা ভাষার জন্ম শুরুতেই রচিত হয়েছিল বাং□ □□□খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটে।পরবর্তী একহাজার বছরে □□□□□□□□□□ অঞ্চলে তাদের সা□□□, □□□□□□ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে।আর্যরা খুব রুচিশীল ছিল।আর্যরা এদেশে এসেছিল ব্যবসার □ দীর্ঘদিন এখানে থাকার ফলে □□□□বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়।ফলে তৈরি হয় শংকর □□□ □□□মিশ্রণ ঘটে ভাষা সংস্কৃতির□ □

সময় সংস্কৃত □□□ ছিল বিদ্যা শিক্ষা ও সাহিত্যের একমাত্র ভাষা।আর মানুষের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত।ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ম□□ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রাকৃত ভাষা বাংলা ভাষায় রূপ নেয়।

□□□□ □□□ ও সাহিত্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।চর্যাপদটা মূলত □□□ □□□ □ যেহেতু এর প্রতিটি পদের □□□□ □□□□□ উল্লেখ ছিল।□ □□□ □□ অভিসন্দ□- □□□ নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান'নিয়ে আলোচনা করতে হাজার বছরের ঐতিহ্যে বাংলা গানের মধ্যে দেশাত্মবোধ □ প্রেরণা অনুসন্ধা□ দৃষ্টি দিয়েবিশ্লেষণ করতে □□□□□□ন্য চর্যাপদ থেকে শুরু করেছি কারণচর্যাপদ যেহেতু বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন।

চর্যাপদঃ-

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী(□□□□-□□□□)নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে চর্যাগীতিকার পুঁথি উদ্ধার করে ১৯১□ □□□□ -হাজার বছরের পুর ন বাংলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন □পরবর্তীতে প্রবোধ চন্দ্র বাগচী নেপালেই এই 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র যে তিব্বতী অনুবাদ পান সেখানে একান্নটি গান পাওয়া যায়। বিবর্তনের মাধ্যমে ভাষা পরিবর্তন হয়, □□□ চর্যাপদের ভাষা আধুনিক বাংলা ভাষ থেকে অনেক আলাদা ছিল।কিন্তু তবুও এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গান চর্যাগীতিকা মূলত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের গ□□ □কিন্তু এ গানে তখনকার □□□□□□□□ প্রাত্যহিক জীবন ও পারিপার্শ্বিক বিষয় বেশ পরিমাণে ফুটে উঠেছে।

–বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখা প্রভাবিত গূঢ় লৌকিক সাধনতত্ত্ব অবলম্বনে চর্যাগীতি □□□□□□□□□□ সাংকেতিক ভাষায় উপেক্ষিত দরিদ্র জনসমাজের ছবিও অঙ্কিত রয়ে গেছে।"[২]

তখন পদকর্তাগণ তাঁদের লেখার মধ্যে যে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন তা তাদের লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছে।'-□□ নং চর্যাতে গঙ্গা-যমুনা□ শাশ্বত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

গঙ্গা জাউনা,মাঝেঁ রে বহই নাঈ।

তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।।

□□ নং পদে আমরা পাই এ দেশ লুট করে য়ে গেল ভুসুক বাঙালি হলো আর তার গৃহিনীকে চন্ডাল কেড়ে নিল।অদঅ দঙ্গালে বেশ লুড়িউ।

আজি ভুসুক বাঙ্গালী ভইল

নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী।।

তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক,□□□□□□□,চিত্রের গ□□□□□□ □□□□□ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি অঙ্কন করেছেন পদকর্তাগণ তা তাদের দেশপ্রেমেরই পরোক্ষ পরিচয়বাহী।

□□

□□ □□ □□□ আমরা পাই তেমনি একটি চিত্র।

টালতমোর ঘর নাহি প্রতিবেশী।

□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□

অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর আমার ঘর কোনো প্রতিবেশী নেই।হাড়িতে ভাত নেই উপশ করে থাকি □□□□"[□]

চর্যাপদ থেকে দেশাত্মবোধ আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। গানেপ্রতিবেশীর কথা ভাবা বা অভাব বোধ করা এভাবেই চর্যাপদ থেকে দেশাত্মবোধের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন:-

–চর্যাগীতির পর বাংলা সাহিত্য ও □□□□□ নিয়ে বড়ুচন্ডী □□□ শ্রীকৃ কীর্তনের উদ্ভব □□□□□রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে রচিত এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।(ধারনা করা হয় গ্রন্থটি (-□□□□ □□□□ □□□□)□"[□]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিধর্মী আখ্যানকাব্য।এর প্রত্যেক গীতের উপর সুর ও তাল ইত্যাদি নির্দেশ দেয়া □□□□এই গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের জাগতিক প্রণয়-লীলার বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও এর নেপথ্যে রচয়িতার এক গভীর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।অত্যাচারী রাজা কংশ দমন করতে শ্রীকৃষ্ণমর্তে □□□□□□□□ □□□□□ □□□□কংশকে বধ করে রাজ্যের মানবকুলকের □□□ □□□ □□□□ মানবিক মাহাত্মে অভিসিক্ত করার দিয়ে কবি ব চন্ডীদাস তার দেশাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন।সেই সাথে সে সময়ের সাধারণ মানুষের মানবিক মুল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল এই আখ্যান গীত প্রকাশিত হওয়ার মধ্যদিয়ে –সাধারণ মানুষএই কাহিনী এবং গানের মধ্যে তাদের অন্তরের অনুভূতির অনুররণ খুঁজে □□□□□□□□"[□]

মঙ্গল গীত:-

–যে মঙ্গল হয়,যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম প্রচারিত,যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আটদিন চলে তাহাকেই মঙ্গল গান বলে।”[৬]

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেরপর প অর্থাৎ চৌদ্দ শতকের পর মঙ্গলগীতির এটি মূলত দেবদেবীর গুণকীর্তন নিয়ে রচিত হলেও এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মঙ্গল করার বাসনা।

–সঙ্গীত শাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব(১-)সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে মঙ্গলও মঙ্গলাচার প্রবন্ধগীতির উ করেছেন।মঙ্গল প্রবন্ধগীতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে,এই প্রবন্ধ কৌশিকী বা বোট্ট রাগে গেয়।মাঙ্গলিক পদে নিবন্ধ ও বিলম্বিত লয়ে গেয়।”[৭]

মানুষ বিপদের সম্মুখীন হলে তখন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন সে সময়ও এর ব্যতিক্রম কিছু ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ হয়।এর পর থেকে আঠারো পর্যন্ত শুধু গীতিমূলক কাব্য রচিত ,,খোল,বেহালা, ব্যবহা দোহারদের সহযোগীতায় গাওয়া হতো এই মঙ্গলগীত রা তুর্কিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে বিরত্বমূলক কাব্যের পরিবর্তে অসহায় মানুষ দেবতার কাছে প্রার্থনা সংগী আত্মশক্তি অনুসন্ধান করে।এ দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে তখনকার কবিগণ তাদের লেখনিতে দেশাত্মবোধ তথা মানবিকতাবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন।মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে তাই আমরা পাই যুদ্ধে পরাজয় এবং দেশ উদ্ধারের স্বপ্নের কথা।শেষ পর্যন্ত ব্যাধরাজ কালকেতু নিজ রাজ্যে ফিরে এসে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন।এখানে যেমন প্রজার প্রতি রাজার অত্যাচারের কথাআ যেমন -

প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ শরীফা।।

তেমনি সবলের কাছে দুর্বলের অসহায়ত্বের পরিচয় এবং আত্মর বা অপমান সহ্য করতে ন পেরে চন্ডীদেবীর কাছে প্রার্থনা যেন বিদেশীদের আক্রমনে বাঙালির অন্তরের কথা ফুটে উঠেছে।

কি করিব কোথা যাব কোথা গেল তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি
শূন্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন।।

(চন্ডীমঙ্গল কাব্য;কালকাতু ও ফুল্লরা উপখ্যান)

এরপর আমরা কবি ভারতচন্দ্রের গীত অন্নদামঙ্গলে দেখি সন্তানের মঙ্গল কামনায় মা দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন।

[illegible]

[illegible] চাচ্ছেন-

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।

[illegible] [illegible]গুলো দেখে বোঝা [illegible] ব্যক্তি,স[illegible],সর্বোপরি দেশমাতৃকাকে নিয়ে যে গীতিমূলক কাব্য লেখেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই[illegible]-আকাঙ্খার বাণী এখানে ধ্বনিত [illegible]

শাক্ত পদাবলি:-

বাংলায় শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর সৃষ্টি।এই গানের বাণীতে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কীর্তন প্রসার পেয়েছে।আধ্যাত্মিক বিষয়ক হলেও এখানে কখনো বিরহ কখনো রোমান্টিকতা রয়েছে।বৈষ্ণব পদাবলীর পরে যে ধারাটি সৃষ্টি হয় তা হলো শাক্ত পদাবলী শাক্তগীতি।এই শাক্তগীতিকে শ্যামা [illegible]ও বলে।শ্যামা বা কালী শক্তির দেবী।শ্যামা বা কাল[illegible] অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন এই বাসনা নিয়ে শাক্তরা প্রার্থনা করতেন।শাক্তদের কাছে যেহেতু দেবীই [illegible] আত্মা বিশ্বব্যাপিনীরূপ তাই কবি[illegible] শক্তি প্রার্থনা [illegible],আত্মসমর্পন করেছে[illegible]শ্যামা [illegible] প্রধানতম কবি রামপ্রসা[illegible] সেন([illegible]-[illegible])যে শ্যামা [illegible] লিখেছেন তাতে বাণীর অর্থ কিছুটা দেশ মাতৃকাকে নির্দেশ করে।যেমন-

[illegible]
[illegible],তারা বেয়ে পড়বে [illegible]
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে,মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়বো [illegible],[illegible]
ত্যাজব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ,[illegible]
[illegible]

কুপুত্র অনেক হয় মা,কুমাতা নয় কখনে

রাম প্র□□□□ □□ □□□ □□,অন্তে থাকি পদানত ।

কেন বাংলাদেশের শাক্তগীতির প্রচলন হলে তা লক্ষণীয় □তুর্কি-মোঘল শাসনের শেষে, আ□□□

□□

ইংরেজদের ক্ষমতা গ্রহণেরযুগসন্ধির যেকাল সেই □□□□□□□চারিদিকে একটি অরাজকতার সৃষ্টি□□□যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধানই জনগণকে নির্যাতন করছে তাই সে সময় সবাই এই বিশৃংখলা থেকে মুক্তির জন্য শ্যামা মায়ের নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া কিইবা করার ছিল।এ প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার গোস্বামী □□□□--□বনের সর্বক্ষেত্রে একটা অনিশ্চতার ভাব-অনিত্যতার ভাব।এই নিদারুণ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই শাক্তগীতির জন্ম হয়েছিল এই যুগে।নিদারুণ অত্যাচারের সম্মুখিন □□□□ সাহস যে মানুষ হারিয়েছে-চতুর্দিকব্যাপি সংকটের মোকাবেলা করার শক্তি যার মধ্যে নাই সে স্বভাবতই এই ধরনের পথ বেছে নেবে।এবার আর আখ্যায়িকা নয় ছোট ছোট গীতির মধ্যদিয়ে মানুষের ব্যাথা-বেদনা আকুতি প্রকাশ ে "□

□ □□□ □□□□ □□□করা ব্যক্তি শ্যামা □□□□□ তথা শাক্তগীতি রচনা করেন।যেমন-রামপ্রসাদ সেন(□□□□-□□□□)রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রা (□□□□-□□□□)রঘুনাথ রা (□□□□-□□□□) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য(□□□□-□□□□)□□□□□ □□□(□□□□-□□□□)□□□□ চন্দ্র (□□□□-□□□□)প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।তবে রামপ্রসাদ সেন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল শ্যামা সঙ্গীতে।তিনি একটি অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছিলেন।ভয়ঙ্করী কালিকে তিনি স্নেহময়ী মা হিসেবে তুলে ধরেছেন।" রাম প্রসাদ তাঁর গানে দেবতা ও মানুষের মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।পৌরাণিক ভয়ঙ্করী কালীকে তিনি রূ□□য়িত করেছিলেন স্নেহবৎসলা মাতৃরূপে।তাঁর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় গৃহস্থ ঘরের মা-ছেলের সম্পর্কের মতো।এই সংস্কারমুক্ত লোকায়ত ভক্তি প্রচারের সাহায্যে রামপ্রসাদ একদিকে যেমন উপাসনা সংগীতবে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ করে তুলেছিলেন।অন্যদিকে বাংলা কাব্যগীতিতে মানুষের অস্তিত্বকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন।"[৯]

মানুষপ্রাচীন ও মধ যুগে প্রকৃতি এবং দৈবনির্ভর ছিল ।ত□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□,জাতি এবং দেশ ভ□□□□□ থেকে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হতে থাকে ।এই কারণে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যমানুষ সংঘবদ্ধ হে □□□□□ □□□□ □□□□□এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশে ,□□

□□□□ □□□□ অন্য রাজার এমন কি এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করে□সেখানে বাদ যায়নি ব্যক্তি□ সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উন্নয়নের।

□□

সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ অধিকা□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ দেশাত্মবোধের উদ্ভব □□□□□□উনিশ শতকে জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটলেও গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ভুক্ত চেতনার উন্মেষ হয়েছে বেশ আগেই সেই মধ্য যুগেই তুর্কি-মোঘল আমলে দে□□ □□□ □□□□-□□□□□,□□□□□□□□ □□□□গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন তার মধ্যে □□□□□ □□□□□ ভূইয়ার কথা উল্লেখ যোগ্য।ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে এগুলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ □□□□ দেখা যায় ব্যক্তিসার্থের বাইরেও অনেক গোষ্ঠী,□□□□□ দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে □□□ □□□□□□তেমনি একটি ঘটনা, বৃটিশদের শাসন কালের শুরুতে আঠারো শতকের শেষে এ অঞ্চলে □□□□-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দেখা □□□□□□□□□□□ মজনু বুরহানা এবং সন্ন্যাসী □□□□□ □□□□□□ নেতৃত্বে তৎকালীন ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ করতে"মীর কাশেম ফকির সন্ন্যাসীদের আহবান □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□-সন্ন্যাসীরা তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মির কাশেম পলায়ন করেন কিন্তু ফকির সন্ন্যাসীরা তাহাদের বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। □□ □□□□,□□□□□ □□□□□ তাহাদের অবাধ গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টি □□□,ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহ বে-আইনি বলে ঘোষণা করে,ডাকাত দস্যু বলিয়া আখ্যায়িত করে।"[১৩]

দেশপ্রেম জাগ্রত হওয়ার বহুদিকের মধে একটি দিক হচ্ছে জাতীয়ত □□□□□□□ □□□□□□□□□□ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল বৃটিশ শাসিত তৎকালীন ভারত বর্ষের মানুষের জীবন □□□□ □ সংস্কৃতি।এর ফলে ভারতবর্ষের ম□নুষ আত্মসচেতন হয়ে যেমন নিজের দেশের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তেমনি একে মাধ্যম করে অনেক প্রতিবাদী সাহিত্য ও স□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ দর্পণ,বঙ্গের সুখবস ,পুরুষবিক্রম এর মতো নাটক তৈরি □□□□ বেশ কিছু দেশপ্রেমমূলক গানও তৈরী হয়েছিল□যেমন-

□.□□□ □□রে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার

□.□□□□ সবে ভারত সন্তান এক তাল মন প্রাণ

□.মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই

□.বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার জ -

□□ □□□□ বহু জনপ্রিয় গানের সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিভিন্ন কারণে বৃটিশদের

□□

বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।বৃটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য অশিক্ষিত আর □□ক্ষিত সমাজের কোনো ভেদাভেদ ছিলনা।''উনিশ শতকের শেষার্ধে □□□□বর্ষে বিশেষ কতকগুলি কারণে এই জাতীয়বোধের স্ফুরণ ও প্রসার ঘটতে থাকে।□□□□□ □□□□ ইংরেজি শিক্ষার প্রসার,রেলওয়ে,টেলিগ্রাফ,পোষ্ট অফিস প্রভৃতির সহায়তায় এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার প্রবর্তন এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক □□□□□□□□□□□□ ভারতবর্ষের বংশভিত্তিক বৃত্তিগত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থায় যে বিপর্যয় নিয়ে আসে তাতে জীবিকার নতুন শর্তেই জাতীয় চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।বিভিন্ন প্রজা বিদ্রোহ ও ইংরেজের নিপীড়ণ যেমন স্বাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে ওঠে,তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবদমনের বিরুদ্ধে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটতে থাকে।"□□

□□ □□□□ বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের আন্দোলন সংগ্রাম গঠিত হয়েছে। বিটন এর ব্লাক বিল □□□□□(□□□□)পশ্চিম বঙ্গে ওতাল বিদ্রে (□□□□)সিপাহী বিদ্রোহ (□□□□)□□□ বিদ্রোহ(□□□□)প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জাতীয়চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে।এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ স্বদেশচেতনা তথা দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে রেখেছে অগ্রণী ভূমিকা।তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য □□□□-রাজা রাম মোহন (□□□□-□□□□)ঈশ্বর চ বিদ্যাসাগ (□□□□-□□□□)□□□□□ মধুসূদন (□□□□-□□□□)রাজনারায়ণ (□□□□-□□□□)রঙ্গলাল বন্দোপ ধ্যায়(□□□□-□□□□)বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ (□□□□-□□□□)জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর(□□□□-□□□□)রবীন্দ্রনাথঠাকু (□□□□-□□□□)দ্বিজেন্দ্রলাল (□□□□-□□□□)কাজী □□□□□(□□□□-□□□□)প্রমূখ।এঁদের মতো শিক্ষিত স□□□ দেশপ্রেমিক□□□□□ □□ □□□□ আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হতে দেখা যায়।এর মুল লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে বৈদেশিক শাসন-শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করা। এ লক্ষ্য থেকেই □□□□ সালে দেবেন্দ্রনাথঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় '□ ন্যাশনাল এসোসিয়েশন বা দেশহিতার্থী সভা'।এ সময়কার কিছু সাহিত্য,সং□□

স্বদেশ তথা দেশাত্মবোধ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।যেমন-মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাবধ কাব্য’(□□□□)□ ‘কৃষ্ণকুমারী’□□□□ রঙ্গলাল তাঁর পদ্মিনী উপ □□□□□□(□□□□)-

□□

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

এর পর দ্বী মিত্রের ‘□□□ দর্পন’(□□□□)কিরণ চ বন্দ্যোপা ‘□□□□ □□□’(□□□□)□□□□ □□□□‘বঙ্গের সুখবসান’(□□□□)জ্যোতিরিন্দ্রনাথে ‘পুরুষ বিক্রম’(□□□□) প্রমূখ জনের নাটকে স্বদেশপ্রেম থা দেশাত্মবোধের উন্মেষ লক্ষ্যণীয়।সাহিত্য ও স□□□ □□□□□ □□□□□□ যারা স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তার মধ্যে রাজ নারায়ন বসু অন্যতম।তিনি ‘হিন্দুমেলা’প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।উনি□□ শতকে স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে নানা কারণ □□□□□□□□□□-□□□□ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা,নীল বিদ্রোহ,□□ওতাল বিদ্রোহ,□□□□ বিদ্রোহ প্রভৃতি।বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলন আরো জোরালো হয়।১৯০৫ স□□□ বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ হওয়ার মধ্যদিয়ে বঙ্গভঃ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ □□□□□□□□ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

□□□□-□ সাল থেকে বিদেশী দ্রব্য বয়কট করার আন্দোলন শুরু হয়। এর মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করে তোলে। জাতিকে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত করে এ কারণে বাংলার মানুষের □□ত শক্তি যেন সহস প্র□□ □□□□□□□ □□,বক্ত,চিত্রকর,□□□□ পত্র সে□□,□□□,যাত্রাওয়ালা,যিনি যেমন ভাবে পারলেন সেভাবেই তিনি মহাযজ্ঞে যোগদিলেন কেউ কোনো কিছুতেই আপত্তি করলেন না।সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক হয়ে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিে□□এর মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করে তোলে।১৯□□ সালে প্রেস আইন করে সংবাদ পত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা হরণ করা হয়।□□□□ □□□ □□ এপ্রিল জনগণে তীব্র আন্দোলনে ও প্রতিবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে বৃটিশ সরকার মার্শাল’ল জারি করে।এর ঠিক দুদিন □□ □□ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে পুলিশের গুলিতে ৩৭৯ জ□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

সে □□□ মানুষের মনে মারাত্মক ভাবে রেখাপাত করে।পরবর্তীতে ১□□□ সালে মহাত্মা গান্ধী কতৃক প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোল' 'এ পুরো ভারতবর্ষ একাত্মতা প্রকাশ করে

□□

যদিও এর কারণে আ তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি তবুওঅ মহামন্ত্রেভারতবাসীকে দিক্ষীত করেছিলেন গান্ধীজি। গান্ধীজির দেখানো সেই পথে পরবর্তীতে সবাই হেঁটেছিলেন □□□বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, □□□□□,সাংকৃতিবাণ মানু অর্থাৎ শিল্পী সাহিত্যিকদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল গান্ধীজির সেই নীরব প্রতিবাদের ভাষা □যার প্রতিবাদ সাহিত্যের মধ্যদিয়ে ক□□□□□ □□□□□ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর,জ্যোতিরিন্দ্র □□,বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ,রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলাম সহ কবি সাহিত্যিক দেশপ্রেমমূলক গান লিখেছেন। যে গানগুলি পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এমনই কয়েকজন গীতিকবির রচিত গান এখানে তুলে ধরছি।

১.১ নজরুল পূর্ববর্তী গীতিকবিদের দেশাত্মবোধক গান

□□□□ □□□□□□ ক্ষেত্রে হাজার বছরেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্যধারায় দেশাত্মবো□□ □□□□ স্থান উল্লেখ করার মতে□ বাংলা সাহিত্যে নজরুল সংগীতের স্বনামধন্য □□□□ □.করুণাম□ গোস্বামী দেশপ্রেমমূলক গানের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে বলেছেন:-

' '□□□□□□□ বেদনা,স্বাধীনতার আকাঙ্খা,ইংরেজদের শোষণ,দেশের আর্থিক দূরাবস্থা, স্বাবলম্বনের □□□□,বিদেশী পণ বর্জন,স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা,পূর্বগৌরবচৈতন্য, জন্মধন্যতাবাদ মাতৃভূমির নৈসর্গিক শোভাবর্ণনা,মাতৃভাষা প্রীতি,সাম্প্রদায়িক ঐক্য,স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের আহবান,শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকুতি-দেশপ্রেম সম্পৃক্ত ইত্যাদি □□□ বিষয় অবলম্বনে কালক্রমে এই সং ধারা পরিপুষ্টি লাভ করে।এর মূল প্রেরণা ছিল □□□□□□□ □□□□ □□□□□ সঙ্গে সংঘর্ষেএসে এই রাজনৈতিক প্রেরনার উৎপত্তি □□□□"□□

এর আগে দেশাত্মবোধক গানের সূচনা ঠিক কবে হয়েছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায়না। ত□ □□□□ করা হয়ে থাকে যে বাংলা ভাষায় প্রথম দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন রামনিধি গুপ্ত নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯)□সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় স্বদেশ শব্দটি ব্যবহার করে দেশপ্রেমমূলক গান হিসেবে নিধুবাবুর (১৭৪১-১৮৩৯) একটি মাতৃভাষার চেতনামূলক গান পাওয়া যায়:

□□□□□-খাম্বাজ/□□□- তেতালা

নানান দেশে নানা□ ভাষা

□□

বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা

কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর

ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

রামনিধিগুপ্তেরজন্মওগানেররচনাথেকেএটাস্পষ্টহওয়াযায়যেপ্রথমদেশাত্মবোধকগান □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.করুণাময়গোস্বামীবলেন-“রামনিধিগুপ্তবানিধুবাবু(১৭৪১-□□□□)-রএকটিমাতৃভাষাপ্রতিগীতিদৃষ্টেতাঁররচনায়ইবাংলাদেশাত্মবোধকসঙ্গীতেরসূচনাএমনঅভিমতব্যক্তকরে □□□□ কেউ।“[□□]গানটিতে মাতৃভাষার প্রতি যে ভালোবাসা তাই প্রকাশ পেয়েছে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাও দেশ প্রেম তথা দেশাত্মবোধের নামান্তর।গানটিতিনি কখন রচনা করেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে বাংলা ভাষার দেশাত্মবোধ সৃষ্টিকারী গানের আদি রচনারূপে এটি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।□□□□□□□□□□□□ স্বদেশী সংগীত প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই গানে স্বদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় বিলেতে প্রবাসকালে এই গানটি রচনা করেন। তিনিমূলতব্রাহ্ম সমাজেরপ্রতিষ্ঠাতাএবংব্রহ্মা □□□□□ছিলেন।পুজার্চনারজন্যইমূলততিনিধর্মীয়গানলিখতেন।তাঁররচিতস্বদেশশব্দব্যবহৃত গানটি হচ্ছে -

বাগেশ্রী / আড়া ঠেকা

‘‘কি বিদেশ কি স্বদেশে যথায় তথায় থাকি

তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি

দেশভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা

প্রতিক্ষণেসাক্ষ্যদেয়তোমারমহিমা

তোমারপ্রভাবেদেখিনাথাকিএকাকী।’’[১৪]

এই গানে দেশভক্তির গুঞ্জন শ্রুতিগোচর হয় বলে অরুণ কুমার বসু মন্তব্য করেন। □□ □□□□□□ সময় আরো বেশ কয়েকজন কর্া ’র লেখায় অর্থাৎবাংলা সাহিত্যে নতুন □□□□□□ □□□□□ □□

স্বদেশ কথাটির। কবিতাতেওস্বদেশপ্রেমতথাদেশাত্মবোধের গতি পেয়েছিল। যেমন: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) ‘স্বদেশ, ‘মাতৃভাষা’,মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) ‘ভারত ভূমি’ ‘বঙ্গভাষা’ইত্যাদি কবিতায়। এ সময় খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল ঈশ্বর

চন্দ্রের দেশাত্মবোধক রচনা। ‘স্বদেশ’ কবিতা:

জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলো
কে কোথায় এমন দেখেছে?

তাঁর মাতৃভাষার দৃষ্টান্ত:

মায়ের কোলেতে শুয়ে উরুরে মস্তক থুয়ে
খল খল সহাস্য বদন
অধরে অমৃতক্ষরে আধো আধো দুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শক্তিশালী কাব্য বাঙালির মর্মকে স্পর্শ করেছিল এবং দিয়েছিল প্রবলভাবেই। উদাহরণ-

হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি।
(বঙ্গভাষা)

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য তা সবে আমি অবহেলা করি।
(কবি-মাতৃভাষা)

এভাবে দেশভক্তি, মাতৃভক্তি এবং মাতৃভাষা প্রীতি দেশ চেতনা আবির্ভাব দৃশ্যমান হতে থাকে কবিতায়। পাশ্চাত্যের দেশাত্মবোধক সাহিত্য ও নানা চিন্তাশীল রচনা অন্তরে দেশাত্মবোধক প্রেরণা সঞ্চারে সাহায্য করে। সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশ প্রেম প্রচার এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অতন্দ্র অনুরাগঘোষণা,রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান,রাজেন্দ্র লাল

মিত্রেরবিবিধার্থ সংগ্রহ ও দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে দেশভক্তির উদ্দীপক রচনা প্রকাশ,বঙ্কিম চন্দ্রেরবঙ্গদর্শণ হিন্দুমেলা, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন, নীলদর্পনের অনুবাদ প্রকাশ ও অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ ঘটনায় আমাদের স্বদেশ চেতনার ইতিহাস উনিশ শতকের

□□

দ্বিতীয়ার্ধে স্পন্দিত হয়ে □□□□□□কবিতা,নাটক ও চিন্তামূলক রচনার এই আয়োজন থেকেই বেরিয়ে এসেছিল দেশাত্ববোধক সংগীতের প্রবাহ। এরপরএকটিদীর্ঘসময়ধরেব্যাপকআকারে স্বদেশী

□□দেশাত্মবোধকগানরচিতহয়রবীন্দ্রনাথঠাকুরেরবাড়িতেঅনুষ্ঠিতহিন্দুমেলাকে(১৮৬৭)কেন্দ্রকরে।র□ জ নারায়ণ ব্য ’র একটি ভাষণ পুস্তিকা আকারে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। বিষয় ছিল শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে □□□□ গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণ। তিনি এর মধ্যে এমন □□□□ শিক্ষার প্রস্তাবও □□□□ যাতে, মনে দেশহিতৈষণা ও সমরাগনুরাগেরসৃষ্টি হয়। □□□□□□□ বসুর এই প্রস্তাবের প্রেরণায়ই দেশব্রতী □□□□□□□ মিত্রের উদ্যোগে ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় এই বার্ষিক হিন্দুমেলার আয়োজন করা হয়।

জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এই মেলা সম্পর্কে জানিয়েছেন ,আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নব গোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত ‘মিলে সবে ভারত সন্তান’ রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত। দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।“□□

দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন এই মেলার একটি বিশেষ দিক ছিল। এব্যাপারেকরুণাময়গোস্বামীরএকটিলেখায়পাওয়াযা□-

“চতুর্দশবর্ষজী□□ মেলার প্রথম অধিবেশনে কোন সংগীত পরিবেশন হয়েছিল কিনা তা জানায়নি। দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, সুবিখ্যাত ধ্রুপদী, ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গীতাচার্য ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর গৃহের সংগীত শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী কৃর্তক সুরারোপিত ‘মিলে সবে

ভারতসন্তান' গানটি গাওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী অধিবেশনেও উদ্বোধনীসংগীতরূপে গাওয়া হয়েছিল□''□□

এই গানটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা দেশাত্মবোধক গান ১৯৬৮ সালের ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য। এ সময় যে সকল রচয়িতাগণ দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন□□□□□ মধ্যে রয়েছেন-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৪০-১৯২৬) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৪২-১৯২৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

□□

ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫),গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,গোবিন্দ চন্দ্র রায়(১৮৩৮-১৯১৭) মনোমোহন বসু (১৯৩১-১৯১২), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৯০৩),বিষ্ণুরাম চট্টপাধ্যায় (১৮৩২-১৯০১) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮২৭-১৮৮৭)□□ রচিত গানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীও হিন্দুমেলার আদর্শে গান রচনা করেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করাই ছিল এই মেলার উদ্দেশ্য। তখন যদি শোষিতের বিরুদ্ধে চৈতন্য জাগ্রত না হতো যদি মানুষ সচেতন না হতো তাহলে হয়তো ভারতবর্ষ স্বাধীনতার মুখ দেখতে পেতনা। অর্থাৎ ১৮৬৭-৬৮ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশাত্মবোধক গানের অব্যাহত বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ □□□ □□ বিরোধী আন্দোলনশুরু □□ ।অনিবার্যভাবেই এই দেশ সম্পর্কে ব্যাপকদেশাত্মবোধের ছাপ পড়তে থাকে। পরবর্তীতেএই ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের বিকাশের প্রথম পর্যায়টি গঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মুখ্যসংগীত রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর □মানুষেরভিতরদেশাত্মবোধসৃষ্টিরজন্যঠাকুরবাড়ীতেযেমেলাঅনুষ্ঠিতহয়েছিলতাতেকিশোররবীন্দ্রনাথ বেশপ্রভাবিতহয়েছিল ।তারপ্রমাণমেলেসেইসময়রচিতবেশকিছুস্বদেশীতথাদেশাত্মবোধকগানথেকে। কংগ্রেসেরদ্বিতীয়অধিবেশনে (□□□□) রবীন্দ্রনাথরামপ্রসাদীসুরেএকটিমিলনসংগী□□□□□□□□□□□□ন্দু-মুসলিমেরমধ্যেসাম্প্রদায়িকঐক্যেরআহবানজানানোহয়েছেএইগানে।

□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□'□□□□□□ ?

এছাড়াওবঙ্গভঙ্গেরসময়রবীন্দ্রনাথবেশকিছুগানরচনাকরেন।যদিওবঙ্গভঙ্গেরসময়টাখুববেশিস্থায়ীহয়নি

□কিন্তুতখনকারসময়রচিতস্বদেশীবাদেশাত্মবোধক গান সমান গুরুত্বে পরবর্তীতে গাওয়া

□□□□গুরুর রচিত আরো কিছু গান:-

□.স্বার্থক জনম আমার

□. □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

□. ও আমার দেশের মাটি

□□

□. আমার সোনার বাংলা

□. □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□

□. আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ□

□. এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে

□. □দি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

□. □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

□□.যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক

□□. মা কি তুই পরের দ্বারে

প্রভৃতি গান তখন রচিত হলেও এ গানগুলো পরবর্তীতে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে চিরকালীন দেশাত্মবোধক গান হিসে□□

কালী প্রসন্ন কাব্য(□□□□-□□□□) বিশারদ এর সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর কীর্তন সুরে রচিত:-

এক দেশে থাকি এক মাকে ডাকি

এক মুখে সুখি ছিলাম সবে

আজি অকস্মাৎ অশনি সম্মাত

সমাজ বিষাদে কাঁদিতে হবে।

মিলনগানের ধারায় তিনি আরও রচনা করেন:-

ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল

রাজবঙ্গে আশা ভঙ্গে কেন হব হীনবল।

এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তিনি একজন □□□□□□ □□□ সফল নাট্যকারও ছিলেন। নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল বিজয়,মেবার পতন নাটকের মধ্যে তিনি দেশাত্মবোধক ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। দেশমাতৃকার ক্রন্দসী রূপের একটি উল্লেখযোগ্য গান-

''বঙ্গ আমার। জননী আমার! আমার দেশ

কেন গো মা তোর শুস্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষকেশ!

□□

□□ আরেকটি □খ্যাত স্বদেশী গান–

ধনধান্য পুস্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা □

তিনি স্বয়ং স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ □□□□□''□□

□□ □□□ আরও কিছু গান সে সময়কার আন্দোলনে গভীর প্রেরণাতে□□□□ যেমন-

১. একবার গাল ভরা মা ডাকে

২.আনন্দময়ী বসুন্ধরা চির অভিরামা তরুণী শ্যামা

৩.জাগো জাগো পুরনারী, জিনিয়া সমর আসিছে অমর।

৪.কিসের শোক করিস রে ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'।

৫.ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাহ উচ্চে চরণজয় গাঁথা।

বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণের যে বাণী রামেন্দ্র সুন্দরের ব্রত কথায় ছিল, তারই প্রবল □□□□ রূপ দান করলেন রজনীকান্ত সেন। তাঁর বিখ্যাত গান–

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নেরে ভাই

দীনদুঃখিনী মা যে তোদের

তার বেশি আর সাধ্য নাই।

ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ

দেখতে পাই

আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে

ঐ পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

রজনীকান্ত গানটি খুব তাড়াহুড়ো করে লিখেছিলেন। সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার সরকারের কলকাতার মেসে বসে গানের অর্ধেক লিখেছিলেন বাকিটুকু পত্রিকা অফিসে কম্পোজ হতে হতে□□□□□□□□।

"আমার মনে পড়ে, যেদিন মায়ের দেওয়া কাপড়, গান লিখে ছিলাম আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে প্রসেশন করে এই গান গাইতে গাইতে গেল সেদিনের কথা মনে করে আজও আমার চক্ষে জল আসে।"□□

□□

বঙ্গভঙ্গের সময় রচিত ব্যাপকভাবে গীত রজনীকান্তের গানগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে।

১. আয়-ছুটে ভাই হিন্দু-মুসলমান ওই দেখ মা'র ঝরছে দু'নয়ান।

২. রে তাঁতী ভাই একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস

৩. আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
তবু আজি সাত-কোটি ভাই জেগে উঠো।

৪. আর কিসের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা প্রেমেরি গঙ্গা বোক।

৫.এবার সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই

৬.কল্লের দুখান ইত্যাদি ।

'বন্দে মাতরম' শব্দটির উচ্চারণে যে দিন আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল তার পরেও রজনীকান্ত 'ফুল্লার করলে হুকুমজারি' – গানটি রচনা করে ছিলেন। সমগ্র গানটিতেই তাঁর অন্তরের গভীর দেশানুরাগ ও বিদেশী শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে:-

বন্দেমাতরম' শুধু মায়ের বন্দনাই
এতে তো ভাই সিডিসনের নাম কি গন্ধ নাই!
তবে কেনাতা নিয়ে ভাই এতো মারামারি,
হাজার মার 'মা, বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি ?

বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে গান রচনা করেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ:-

স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়োনা ভাই দুপাই দিতে
হার হবে না যাবে জিতে দেশের টাকা যাবে রয়ে।

অতুল প্রসাদ সেন সেই সময় লক্ষ্ণৌতেআইন ব্যবসা করতেন। কিন্তু তিনিও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন ও স্বদেশী □□□□ রচনা করেন।

একপত্রেতিনিঙ□□□:-

"তখনস্বদেশীআন্দোলনখুবচলছে।আমিকলিকাতায়যাইববলিয়ারওনাহই হাওড়া স্টেশনে নেমে□□□□□□□□□ মিলে □□□ একখানি স্বদেশী সমবেতকণ্ঠে গাইতে গাইতে চলেছে। আমিঅল্পক্ষণদাঁড়িয়েভাবলাম আমার গান এত সমাদৃত হয়েছে।"□□

□□

তাঁর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

দেখ মা এবার দুয়ারে খুলে

গলে গলে এনু মা তোরহিন্দু-মুসলমান দু'ছেলে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আরো লেখেন-

১.পরের শিকল ভাঙ্গিস পরে

নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই।

২.হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর।

৩.এসো হে কৃষক কুটির নিবাসী

এসো অনার্য গিরি বনবাসী □

বাংলা ভাষাকে নিয়ে কবি লেখেন বাউল সুরে –

মোদের গরব মোদের আশা

আ-মরি !বাংলা ভাষা □

গানটি সম্পর্কে অরুণকুমার বসু বলেন:-

"এই গানের লোকায়ত সুরে ও বাণী বিগ্রহে বঙ্গভাষার প্রতি শাশ্বতবাঙালির উষ্ণ নিবিড় অনুরাগে একটি আশ্চর্য মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।"□□

এরপরদেশব্রতী আশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) সংগীত রচয়িতারূপে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, পরাধীনতার লজ্জা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে তিনি বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান রচনা করেছিলেন।

যেমন:-

১.আয় আয় ঘরে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে।

২.ওরে শশি কি দেখিস আর

প্রমথ রায় চৌধুরীর:

১.নম বঙ্গভূমি জননী লোকপালিনী

২.তুই মা মোদের জগৎ আলো

□□

বিজয়চন্দ্র মজুমদার রচিত:-

১.জাগো জাগো ভারতমাতা

২.হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা অগ্নিমন্ত্রে কিনা।

দেশব্রতী সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) রচিত কয়েকটি গান–

১.অতীত গৌরব কাহিনী মম বাণী

গাহ আজি হিন্দুস্থান □

□.রণাঙ্গিনী নাচে

৩.বালাই নিয়ে মরি তোদের আন ধরমের ভাই।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ এঁরা সবাই এই আন্দোলনের পরিপুষ্ট স্বাদেশিকতার মর্মবাণীকে স্মরণীয় □□□□মালায় প্রতিধ্বনিত করে তোলেন।এই সময়টাতেই চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) □□□ অগ্নিগর্ভ গান দ্বারা সারা বাংলারমানুষকেউজ্জীবিত করে তোলেন। □□□ কর্মস্থল রবিশাল □□□সত্বেও অতি □□ঘ্রই সীমা অতিক্রম করে দেশত্মবোধক গানের প্রতিনিধিস্থানীয় রূপকার হয়ে □□□□। □□□'মাতৃপূজ'□□□□একটিপালাগানরচনাকরেন।তারসুন্দরঅভিনয়েরজন্যমানুষসংগ্রামীহয়েওঠেব্রিটিশ দেরবিরুদ্ধে।

বাবুবুঝবেকিআরমনে

কাঁধেসাদাভূতচেপেছে,

□□□□□□□□□...

□□□□□□□□□□□□□

শ্বেতইঁদুরে□□□□□□

চোখেরওইচশমাজোড়া

দেখনাতোরাখুলে।

এইগানটিরজন্যব্রিটিশসরকারতাঁকেতিনবছরেরজন্যকারাদণ্ড□□□□এভাবেব্রিটিশদেরবিরুদ্ধেসরাসরিআক্রমণাত্ম গানলিখেকারাভোগেরপরখানিকটাভীতসন্ত্রস্তহয়েদেশাত্মবোধকগানরচনাবাদদিয়ে□□□□ □□□□লেখা শুরু করেন]

□□

কবি নজরুল পুরোপুরিভাবে □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□দ্বারাভারতবাসীকেদেশপ্রেমেজাগ্রতকরেরেখেছিলেন। চ□□□ কবি যে ধারার গান রচনা করতেন নজরুল তাঁরি পথ অনুসরণ করেন।

নজরুলের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল পাটনাতে। সম্রাট শাহ আলমের সময় তাঁর পূর্ব-পুরুষ পাটনার হাজীপুর থেকে বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখানে তৎকালীন এক মোঘল দরবারে তাঁর পূর্বপুরুষের কাজী (□□□□□)□□□□□ □□□ □□□ □□□ প্রচুর আয়েমা সম্পত্তির মালিক হন এবং এই পরিবারেই নজরুলের জন্ম। পিতামহ কা আমানউল্লাহ মাতামহ তোফায়েল আলী,□□□ □□□ □□□ □□□□,মাতা জাহেদা খাতুন। ফকির আহমদের দুই স্ত্রী,সাত পুত্র,দুই কন্যা। নজরুলের সহোদর জ্যেষ্ঠ সাহেবজান,কনিষ্ঠ আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম। তারা দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। জ্যেষ্ঠ সাহেবজানের পর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। এরপর নজরুলের জন্ম তাই তাকে দুখুমিয়া বলে ডাকা হতো। মাত্র ৯ বছ□ □□□□ নজরুলের বাবা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানোর দায়িত্ব পড়ে নজরুলের উপর। পিতার মৃত্যুর সময় নজরুল যে মক্তবের ছাত্র ছিলেন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রাথমিক পাশ করে সেই মক্তবের শিক্ষক হন। সাথে সাথে মসজিদের ইমামতি,মাজার শরিফের খিদমত ও গ্রামে মোল্লাগিরি করেই নজরুল সংসার চালাচ্ছিলেন। এরপর কিছুদিন লেটোগানের দলে গান করেছেন। ১৯১১ সালে মাখরুন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। আবার স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বাসুদেবের সখের কবি গানের দলে ঢোলক বাজালেন। এ সময় এক বাঙালি খ্রিস্টান গার্ড নজরুলকে তার নিজের বাবুর্চী নিয়োগ করেন প্রাসাদপুরে। এই কাজ ছেড়ে তিনি এম বক্সের চা-রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরী ে ,খোরাক ফ্রি। দোকানে তিনি গান গাইতেন এতে বেশি খদ্দের

জমতো। নজরুল দোকানে থাকতেন না দোকানের পাশে একটি বাড়ীতে থাকতেন। সেই বাড়ীতে থাকতেন সাব ইন্‌স্পেক্টর রফিজ উল্লাহ্‌। তিনি তাঁর ময়মনসিংহের বাড়ী শিমলায় নজরুলকে নিয়ে যান। সেখানে দরিরামপুর স্কুলে তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। এরপর আবার শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অভাব অনটনে খুব বেশিদূর পড়তে পারেননি নজরুল। নিজের জীবন যেমন নানা সংকটে চলছিল তেমনি দেশের অবস্থাও ছিল

□□

ভীষণ খারাপ। এভাবে খুব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটেছে নজরুলের শৈশব,কৈশোর।অতি কষ্টে □□□ □□□□ □□□□□□ ফলে বাস্তব অবিজ্ঞতা ছিল নজরুলের অ , □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। এদিকে নজরুলের জন্মের বছর এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৯০০ সালে ভয়াবহ দূর্ভিক্ষে প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই ধকল কেটে উঠতে না উঠতেই ব্রিটিশ □□□□□ □□□□ সালের বঙ্গভঙ্গ আদেশ জারি করে।এর প্রতিবাদের ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় নজরুলের বয়স মাত্র সাত বছর, এই শিশু বয়সেই নজরুলের ভিতর দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রভাব পড়ে। কোমল মনে মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বিশেষ রেখাপাত করে। আর তাই মানুষের মনে প্রেম তথা দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্য ছোটবেলা থেকেই সংগীত সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে নিজে□ □□□□ □□□□□□ সেই শিশুকাল থেকেই তাঁর সংগীতপ্রীতি গ্রাম্য পরিবেশে পুষ্ট। চাচা বজলে করিম ফার্সী ভাষায় গুনগুন করে গজল গান গাইতেন□□□ কাছে তিনি শিশু বয়সেই গানের দীক্ষা পেয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ী বর্ধমানের চুরুলিয়ার যে অঞ্চলে বড় হয়েছেন সেখানে সাধু-সন্তের এবং কবিয়ালদের □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□,বাউলদের গানই তাঁর শিশুম □□□□□□ অনুরাগকে পুষ্টকরেছিল। ছোটবেলায় নজরুল মাঝেমাঝেই সা -সন্তদের সাথে হারিয়ে যেতেন আবার ফিরে □□□□□□ □□□ □□□কার বিভিন্ন কবিয়া ,বাউলদের স □□□ □□□ □□□ □□□□ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। লেটো দলে গান করে পরবর্তীতে লেটো দলের প্রধান হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের সংগীত গুরু শ্রী জগদানন্দ বড়ু ‘সংগীত মুকু ’ বইটিতে বলেছেন।কবিগা ,□□□গানের প্রেমে প□□ নজরুল শিশু বয়সেই শেখ বা গোদার লেটোরদলে যোগ দিয়েছিলেন চুরুলিয়ায় শ্রেষ্ঠ □□□□□□□ ‘গোদা’ □□□ □□□□□নজরুলের সাংগীতিক প্রতিভা দেখে বাকর গোদা মন্তব্য □□□□□□□□:-

‘ ‘এই ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে

তিনি নজরুলকে আদর করে ব্যাঙাচি বলে ডাকতেন।মাত্র □□ বছর বয়সেই কানশোনা আর চোখ দেখা শিক্ষারমাধ্যমে লেটোদলের একজন খ্যাতিমান গায়ক, □□, □□□□□□□□ □□□□□ চুরুলিয়া,রাখাপুরিয়া,নিম্‌শাহ ইত্যাদি আশেপাশের গ্রামে পরিচিত হন এবং ১৪ □□□ □□□□ □□□ নিম্‌শাহ লেটোর দলে ওস্তাদ পদে নিযুক্ত হন।”[৩১]

□□

ছোটবেলার যে মন্তব্য কবিকে নিয়ে করেছিলেন তা তিনি প্রমাণ করে □□□ছেন।কারণ তাঁর যে □□□□□ রচনা সেটাই তাঁর পরিচয় বহন করে □গান রচনার নেশা তাঁর এখান থেকেই এবং নজরুল লেটো গান রচনা করার মধ্য □□□□□ □□ৎক্ষনিক ভাবে গান তৈরি করার ক্ষমতা তাঁর ভিতরে সৃষ্টি □□□ কবি নজরুল যে অঞ্চলে বড় হয়েছেন সেখানে গানের চর্চা হতো। খুব দ্রুত গান তৈরি করার যে ক্ষমতা সেটি কবি গানের মাধ্যমেই তাঁর সৃষ্টি হয়ে□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ খুব গুরুত্বপূর্ন তা হলো হল কবি□□(□□□□□□□□ □□□□) □□□□□ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের মাধ্যম হল কবির □ড়াই। যেখানে একজন কবিয়াল আরেকজন কবিয়ালকে গানের মধ্যেই বিভিন্ন প্রশ্ন করেন যা অন্য □□য়াল কে তাৎক্ষনিক তৈরি করে □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □য়।ফলে নজরুল এই ভাবে প্রচুর গান □□□□□□□□□□ □□ □□□গুলো বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী,সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছিল। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র, এক কন্যা তিনব , অন্ধরাজা, □□□□ রাজকুমার,□□জা হরিশচন্দ্র , সিন্ধুবধ, মেঘনাদব□□, কুশ ও লব , কলঙ্কভঞ্জন □□□□□, রাজা যুধিষ্ঠির, কর্ণব□,কুলসুম,নীলকুঠি প্রভৃতি বিষয় □□□□ লেটো গান রচনা করে ছিলেন নজরুল এবং এই নীলচাষকে কেন্দ্র করে তিনি যে লেটো গান লিখেছিলেন তার ভিতরেই দেশপ্রেমের ছোঁয়া পাওয়া গিয়েছিল। □□□□□□□□ কেন্দ্র করে এই লেটো □□□ ‘নীলকুঠি’ যা নজরুলের সেই কাঁচা বয়সেরই সৃষ্টি।গানটি ছিল এই রকম□:-

“□ □□□, নীলকুঠি,ঐ নীলবাদর ছিল বদের সর্দার।

বাংলা মায়ের শ্যামল প্রান্তর করছিল ছারখার।।

নীল চাষেরই জন্যে রে ভাই,মারলে শিশু ইংরেজ কসাই,

মা বোনদের উপরে ভাই,হচ্ছি ল অত্যাচার।।

নীল চাষেতে পেট ভরেনা,এ □□□□ □□□ □□□ □□□□□,

□□□□□ □□□,ফলবে সোনা,এ মাটি যে হয় সোনার।

(□□)নীলকুঠি তে পড়ল তালা,

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□,

এখানে হবে রে ভাই পাঠশালা,

পড়বে ছেলে সবাকার।।

নজরুল এসলামে ভনে,আসরেতে লেটোর গানে,

□□

দেখলাম আজ এখা□□,নীলকরদের অত্যাচার।"□□

নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখা এই গান প্রমাণ করে নজরুল সেই ১১/□□ বছরে দেশের স্বার্থে কতটা সচেতন ছিলেন। চারিদিকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলছে অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন , খিলাফত আন্দোলন,স্বরাজ প্রভৃতি আন্দোলনতো এর সঙ্গে রয়েছেই। এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে নজরুলের বেড়ে ওঠা এবং মা □□/□□ বছর বয়সেই লেটোর দলে গান করেন। আর এ আন্দোলন-সংগ্রাম দেখে মানুষের কষ্ট দেখে নজরুল অধিকার আদায়ের জন্য সচেতনামূলক গানরচনা শুরু করেন। গানটি দেখে অন্তত এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে নজরুল মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ ক□ □□□□ সাহিত্য,স□□□□ মানুষের অ□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মানুষের □□□□□ □□□□,দুঃখ বেদনা নিয়ে ত□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততা এব□ □□□□ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবও পড়ে ভারতবর্ষে। এই কারণে সামাজিক অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে ছিল ধর্মীয় বিরোধও যার মধ্যদিয়ে নজরুল বেড়ে উঠেছিল। ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিজ চোখে দেখে মর্মাহত হতেন। মানুষের দূর্দশা দেখে নজরুল মনে কষ্ট পেতেন। এই কষ্ট থেকেই মানুষের জন্য কিছু করার বাসনা মনে বাসা বেঁধেছিল সেই স্কুলজীবন থেকেই। নজরুলের শিয়ারশোল স্কুলের শিক্ষক শ্রী নিবারণ ঘটক নজরুলকে দেশ থেকে শত্রুমুক্ত করবার অগ্নিমন্ত্রে দিক্ষীত করেছিলেন। যার ফলাফল আমরা দেখতে পাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯১৭ সালে করাচীতে সৈনিক পদে যোগদান এবং □□□□ □□□□ সৈনিকজীবন শেষে কোলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ান। বিশেষ করে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী গান গেয়ে বেড়ান।এ সময় ভারতবর্ষে হরতাল

অবরোধ লেগেই ছিল। কুমিল্লা থেকে ১৯২১ সালে কলকাতায় ফিরে দেশপ্রেমমুলক গান ও কবিতা রচনা শুরু করেন ।তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখে নিজ হাতে শত্রুর মোকাবেলা না করলেও জ্ঞানবিদ্যা তথা সংগীতবিদ্যা দিয়ে তিনি ভারতবাসীকে শত্রুমুক্ত করার অনুপ্রেরণা যোগাতে পেরেছিলেন। তাঁর গানে জাগরণের ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ফেটে পড়েছিল ভারতবাসী।

□□

বাঙালির ঐক্য সৃষ্টি করেছিল। নজরুল বাঙ□□ □□□□□ □□□□□□ ক্ষেত্রে একটি পূর্ণতা □□□ করেগিয়েছেন।বাংলা সাহিত্য তথা □□□□□ □গতের মানুষের জন্য অহংকার করার ম □□□□ □□□□ নজরুলের জন্মের পূর্বে ১□□□ সালের দিকে হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বেশ কয়েকজন গীতিকার গান রচনা করেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীও হিন্দুমেলার আদর্শে গান রচনা করেন। পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গসহ নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, সরলাদেবীসহ চারণকবি মুকুন্দ দাস স্বদেশী গান রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথই মূখ্য সংগীত রচনা করেছিলেন। সর্বশেষ : □□□□ গান লেখেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস ।এঁদের স্বদেশী গানের প্রেরণায় নজরুল দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। তবে নজরুল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন চারণকবি মুকুন্দ দাসের লেখায়। তাঁর লেখার সঙ্গে নজরুলের লেখার মিল পাওয়া যায়। তবে পূর্বের যত কবি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন লেখা □□□ছেন সবার লেখাতে দেশপ্রেম যাও ছিল কিন্তু বিদ্রোহ ছিলনা। নজরুলের গানের সুরে বলিষ্ঠতা □□□, ছিল পৌরুষ গায়কী যা নজরুলের গানের আলাদা পরিচয় বহন করে। মুকুন্দ দাসের দেশপ্রেম গানগুলো অতি সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরেছিল। নজরুলের লেখায় মুকুন্দ দাসের লেখার কিছুটা সাদৃশ্য পাও□□ □□□□ ,মুকুন্দ দাস সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষা ও বিষয় এবং গ্রামীণ সুরে যে স্বদেশী রচনা করেন তাকে জাগরণী গানও বলা চলে। বলিশালের মুকুন্দ দাসের কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজ, মুকুন্দ দাসের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও কলকাতা নিবাসী নজরুলের ক্ষেত্র ছিল বহু সম্প্রসারিত। নজরুলের শ্রেণিসচেতন বিপ্লবী সংগ্রামী গানগুলি আধুনিক বাংলা গণসংগীতের পথিকৃত। তবুও গ্রামীণ মুকুন্দ দাস এবং নাগরিক নজরুলের চারণ ভূমিকার সাদৃশ্য লক্ষণীয় “□□ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অন্যান্য কবিগণ যখন বিভিন্ন কারণে তাঁদের

দেশপ্রেমমূলক গ□□ □□না থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলেন।বলা যায় অন্য কবিগণ ব্রিটিশদের □□□□□□□□□ □□□ □□□ হয়ে দেশাত্ববোধক গান রচনা থেকে বিরত থাকলেন। আর নজরুল সেখানে দেশাত্মবোধকগান রচনা শুরু করলেন□ মানুষের ভিতর একটি উদ্দ্যমতা তৈরি করা,দেশকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া জীবনকে দেশের জন ,উৎ□র্গ করার মানসিকতা একমাত্র

□□

নজরুলই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন□ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন বেশ ঘোরতর।চারিদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ □ ঘটনাটি □□□□ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে ও ডিসেম্বরে শুরুতে।ডিসেম্বর ১□ তারিখ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেপ্তার হলেন। এ সময় দেশবন্ধুর সাপ্তাহিক পত্রিকা ' □□□□□ □□□' পত্রিকার জন্য লেখা নিতে আসলে নজরুল '□□□□ □ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট' এই গানটি লিখে দেন এবং এই গানের মধ্যদিয়ে নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের সূচনা।

স্বদেশী আন্দোলনে : □□□□□□বড়ভূমিকারেখেছিলতাঁদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্য □□□□□১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে পরলোকগমন করেন□অতুল প্রসাদ সেন তখন দেশাত্মবো□ধক গানের ধারা থেকে বেরিয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনারবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে যেহেতু সমর্থন করেননি তাই তিনিও দেশাত্মবোধক গান রচনা থেকে বিরত থাকলেন।দেশাত্মবোধক গান রচনার এই ধারাতে রইলেন কেবলমাত্র চারণকবি মুকুন্দ দাস। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন শুরু হবে তার কিছু আগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছিল : -সশস্ত্র বিপ্লব'নামে পরিচিত ছিল। জোরজুলুম করে বাধ্য করা হচ্ছিল বলে একে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনও বলা হতো। ভারতবাসীর একটাই কথা তখন কে প্রকার আবেদন নিবেদন করা যাবে না। গান্ধীজী'র যে অহিংসা আন্দোলন সেটা মেনে চললে এই জাতি কখনই স্বাধীনতার মুখ দেখতে পাবে না এটা তাঁরা নিশ্চিত ছিল। তাই ইংরে□□□□ □ □□□□ দালালদের হত্যা করে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেশত্যাগে বাধ্য করবে এই লক্ষ্যে এ □□□□□ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাংলা ছিল এই সংগ্রামে অগ্রগন্য।প্রফুল্লচাকী ও ক্ষুদিরাম বসু এই শোষণের হাত থেকে ভারতবাসীর মুক্তির জন্য ১৯০৮ সালে জীবন দেন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যা করতে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম আক্রমণ করেন কিন্তু

তাঁরা ভুল করে মিসেস ও মিস কেনেডিকে আঘাত করলে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন এবং প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুকে ব্রিটিশ পুলিশ ধরার চেষ্টা করলে প্রফুল্ল চাকী কিছুতেই □□□ ১৯০৮□□□ □লা মে নিজের গুলিতে শহীদ হন। আর ক্ষুদিরাম বসু □□ আগস্ট ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদান করে শহীদ হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারত জুড়ে একটি বিরাট শোকের ছায়া নেমে

□□

আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার পীতাম্বর দাস রচনা করেন-একবার বিদায় দে মা ঘুরে □□ □□নটি। সারা ভারতের এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে আক্রমণ ও আত্মোৎসর্গের পর ক্রমে সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রসারিত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে ড করুণাময় গোস্বামী তাঁর নজরুল গীতি প্রসঙ্গ বইটিতে দেশাত্মবোধক গান'র বিষয় অ□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ "দেশাত্মবোধক গানের ধারা থেকে প্রধান বাঙালী □□□□ রচয়িতাদের প্রস্থানের ফলে যখন এক্ষেত্রে প্রগাঢ় শূন্যতা দেখা দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন একটা প্রচণ্ড উত্তেজনাময় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং যখন পূর্বরচিত গানসমূহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত বীর্যবত্তাকে প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হচ্ছিল না তখ□ই বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব।"□□

একজন শিক্ষক পারেন একজন শিক্ষার্থীর মনে দাগ কাটতে,পারেন আদর্শের বীজ বপন করতে। তেমনিভাবে নজরুলের মনে তাঁর শিক্ষকের আদর্শ এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, তা নজরুলকে অস্ত্রহাতে তুলে নেয়ার মতো করেছিল। নজরুল যে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে প্রমাণ মেলে তাঁর দেশাত্মবোধক গানের প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

''প্রথম মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪) নজরুল সৈন্য বিভাগে ভর্তি হন। তৎসময়ে করাচি সৈন্যনিবাসে থাকাকালীন একজন ফারসি পণ্ডিতের কাছে এই ভাষা শিক্ষা করেন। ফারসি ভাষায় ছন্দ বৈচিত্র এবং শায়ের □□□ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি বাংলা ভাষার গজল গানের জন্ম দেন। একথা বললে বোধহয় ভূল হবে না, পরবর্তীতে তিনি ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে দেশাত্মবোধক গানের পরিপুষ্টতা দেয়।"□□

কবি ছোট বেলা থেকে বেড়ে উঠেছেন বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম দেখে।ব্রিটিশদের শাষণ-শোষণ,রুশবিপ্লবের বিষয়টি আরো বেশি নজরুলকে আন্দোলিত করেছিল।রুশ বিপ্লবের রেশ

ভারতবর্ষেও পড়েছিল। এ সকল বিষয়গুলো নজরুলের মনে স্বাধীকার আদায়েরছাপফেলেছিল।এ ব্যাপারে নজরুলের স্কুলের শিক্ষকের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি।পরবর্তীতে মুজফ্ফর আহমদে জন্যও তিনি সংগ্রামী দেশাত্মবোধক গান লেখার অনুপ্রেরণা পান।

.করুণাময় গোস্বামী তাঁর লেখায় :-

''নজরুল যে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন তার পেছনে ছিল দেশাত্মবোধের প্রেরণা। বিপ্লবী গুপ্তদল যুগান্তরের কর্মী ও শিয়ারশোল রাজ স্কুলের শিক্ষক নিবারণ ঘটক তরু নজরুলকে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।" ভারতবর্ষের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল নজরুলের একমাত্র লক্ষ্য। রুশ বিপ্লব ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা জানার পরে এই আকাঙ্খা তাঁর মনে দানা বাঁধতে থাকে। আর তারই প্রমাণ দিয়েছেন একজন নির্ভী কর্মী হিসেবে। স্বপ্ন একটাই একটি সুন্দর জাতি বিদেশী শত্রুমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন। সৈনিক জীবন শেষে তিনি কোলকাতায় আসলে এখানে তিনি সাহচর্য পান কমিউনিস্ট পার্টির মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। মুজফ্ফর আহমদের সাহচর্যে বিদ্রোহ হয়ে উঠল তাঁর সকল প্রয়াসের মূল চেতনা। তিনি চান কুসংস্কারমুক্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমুক্ত, শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজ। চেতনাকে তিনি বুকে লালন করে তাঁর আবেগ থেকে বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করতে লাগলেন পত্রপত্রিকায় ও অজস্র গানে । চারিদিকে আন্দোলন যত ঘোরতর হচ্ছিল নজরুলের দায়িত্বও যেন বেড়ে চলেছিল। এ প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক .রফিকুল ইসলাম তাঁর -নজরুল-প্রসঙ্গে' বইটিতে ,কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবনের প্রথম বছর নজরুলের সংগীত চর্চা সৌখিন গীতিকার ও গায়ক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু অচিরেই অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে তিনি স্বদেশী সংগীত রচয়িতা ও শিল্পী হয়ে ওঠেন।" বাহিকতায় নজরুল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন ঘোরতর চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এই বিদ্রোহী কবিতা।

বিদ্রোহী রণক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত

উৎপীড়িতেরক্রন্দনরোল

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ

ভীম রণভূমে রণিবে □□□

এই বিদ্রোহী কবিতার রচনা করার সময় নজরুল একটি ভাঙার গান রচনা করেন। যাঁদের জেলে বন্দী করেন তাঁদের মুক্ত করার জন্য। যাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন অত্যাচারের কঠোর

□□

সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের জেলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এরই প্রতিবাদে এবং যুবকদের উজ্জীবিত করে কয়েদীদের মুক্ত করতে এই -□□□□ □□□' সৃষ্টি করেন নজরুল ১৯২১ সালে। ঠিক এ সময়টার পরপরই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ও শত্রুপক্ষে বিরুদ্ধে রচনা করেন এই গানটিই যা নজরুল রচিত প্রথম দেশাত্মবোধক গান। এই গানটি তখন সম □□□□- বাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষি □□□□□□□দেশের প্রকৃতি ও মানবের কল্যাণে তাঁর অকৃ□ □□□□□□□□ সাহিত্য এবং সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।আর তার জন্য কেবলমাত্রনজরুলই সর্বপ্রথম □□□□□,সাম্রাজ্যবাদী শাস , অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্যও অন অনুশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের আগ্নেয়মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন।ভারতবাসী শুধু সবই মুখ বুজে সারাজীবন সয়ে যাবে এটা হতে পারে না। সারা ভারত জুড়ে বিদ্রোহ শুরু হলো ''এমন সময় ব্রিটিশরা জোর জুলু□,ধর-পাকড় করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জেলে পুরে দেন এবং ১৯২১সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রক্রিয়া চরম আকার ধারণ করে। এ সময়ই দেশবন্ধুর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বাঙলার কথা'র জন্য লেখা নিতে এলে এই ভাঙ্গার গান নজরুল রচনা করেন এবং গোপাল হালদার এই গানটিকে জাতীয় আন্দোলনের মহান সংগীতরূ□ আখ্যায়িত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গান থেকেই কাজী নজরুল এর সংগ্রামী সংগীতকাররূপে প্রবল প্রতিষ্ঠা।''□□

প্রথম দেশাত্মবোধক ভাঙার গানটি লিখে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মহাজাগরণ ঘটাতে পেরেছিলেন নজরুল। সকল ভারতবাসী এক সাথে হয়ে ব্রিটিশদের বিপক্ষে ঝাপিয়ে পড়া □□□□কতা তৈরি হয়েছিল নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের জন্য। এই গান মানুষকে তার যে অধিকার তা বুঝে নেয়ার সেই সাহস যুগিয়েছিল। মানুষের যে মনের ভাব তাকে নজরুলই একমাত্র সেই বেগে গানের বাণীর মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। সবার মধ্যে প্রতিবাদের তেজস্বী ভাব থাকে না। এই বিদ্রোহী প্রতিবাদী ভাষা সবার মুখ দিয়ে বের হয় না। নজরুলই পেরেছিলেন ভারত।

সন্তানদের সংগ্রামী করে ব সমস্তআন্দোলনেতরুণদেরযুক্তনাকরলেসেআন্দোলন ফলপ্রসূহয়না।তাইনজরুলতরুণদেরপ্রলয়-□□□□□□□□□□□□□□□□□ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন একটু স্তিমিত হয়েছিল।কিন্তু অস□যোগ আন্দোলন খুবই ব্যাপক আকার ধারণ করে □আবার সশস্ত্র বিপ্লব ও অব্যাহত।এমন সময় এই ধরনের গান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছিল আন্দোলনকে আরো

অর্থাৎ□□’রএইভাঙারগানেরবিষয়টিইসবারনজরেআসেএবংসর্বাধিকআলোচিতহয়েছিল।নজরুলেরএ ইগানসবাইকেএকটিনতুনধারারসংগেপরিচয়করিয়েদিয়েছিল।সর্বস্তরেরমানুষেরভিতরসাহসিকতারযো গানদিয়েছিল।ভারতবাসীকেজাগ্রতকরারজন্যনজরুলেরএইএকটিগানইযথেষ্টছিল।সকলসাম্প্রদায়িক তারবিরুদ্ধেতিনিসোচ্চারছিলেন।নজরুলেরএসকলগানেরমধ্যদিয়েসমগ্রভারতবাসীকেএকত্রিতক’রেস্ব □□□□সংগ্রামেএগিয়েআসারপ্রত্যয়ব্যক্তকরেছি□□□

১.২কাজী নজরুলের ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের উৎস

একজন মানুষ □□□ □□□ □□□□□□□,□□□□শ্বিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকেকেন্দ্রকরে।মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বিধায় তার চৈতন্য গঠনে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ।আর □□□□ □□□□ □□□□ গিয়ে নানা সুবিধা-অসুবিধার কারণে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়েছে। একা□□এই দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হয়নি,তুর্কি-মুঘল আমলে এদেশে বিদেশী শা -শোষ□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ বিচক্ষণতা এবং সমাজধর্মীয় কারণে □□□-□□□□□□□ এদেশের মানুষের সঙ্গে□□□গিয়েছিলেন একাত্ম □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□ তা প্রকাশ পায়নি।এর শেষ কারণ হলো তখনকার কৃষিনির্ভর □□□□□□ □□□□□□-জলবায়ু ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা একদমই ভালো না থাকা। □□□□□□ □ক্ষা ও আত্মসচেতনতার আলো তখনও স্পর্শক □ব্যতিক্রম ঘটেছিল ব্রিটিশদের বেলায়।এদেরকে ভারতবাসী মেনে নিতে পারেনি।এছাড়া তাদের অত্যাচার ও বিভিন্ন সামাজিক

□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□মানুষকে পরাধী□□□□ □□□□ ছেড়ার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। □□□□ □□□□ □□□□□□□□ভাবে নানা আন্দো□□ □□□ □□□□ □□□□□

□□

সাথে সাথে শিল্প সাহিত্যে এর প্রভাবপড়ে।বহু কবি,সাহিত্যিকগণ এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখেন। এর প্রতিবাদে নজরুলও লিখেছেন তার প্রমাণ আমরা পাই সে সময়কার ভাঙার গান বিদ্রোহী কবিতার লেখনির মধ্যদিয়ে।আ□ □□ই বলা যায় নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের উৎস হলো প্রধানত □□□□□□□□নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের উৎসের কারণে দেশপ্রেম ছিল □□□□ শক্তিশালী□□□□□ □□ নজরুলের জন্ম হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৮৯□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ নজরুলের জন্মের আগের বছর বৃটিশ গভর্নর স্যার □□□□জান্ডার পদত্যাগ করেন এবং তার পরিবর্তে স্যার জন উডবার্ণ নিযুক্ত হন।১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতে দায়িত্ব নেন।এই বছরেই ভারতের গুজরাট,মধ্যপ্রদেশ,মহিশূরসহ বেশকিছু অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং ১৯□□ সালের এই দুর্ভিক্ষে প্রায় □□ লক্ষ মানুষ মারা যায় □□□□ □□□□ □□□□ □ঙ্গভঙ্গ আদেশ □□□ □□□□ বৃটিশ সরকার পশ্চিমবঙ্গ,পূর্ববঙ্গ এবং □□□□□□ □□□□ একটি নতুন প্রদেশ গঠ□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ হলো ঢাকায়। এর প্রতিবাদেভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হয়। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন,খিলাফত আন্দোলন,স্বরাজ প্রভৃতি আন্দোলনতো এর সঙ্গে রয়েছে□ □□□□ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততা।১৯১৭ সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এর প্রভাবও পড়ে ভারতবর্ষে। এই সকল ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে কেটেছে নজরুলের শৈশব,কৈশোর এবং যৌবন□নজরুলের জীবনের একটি বড় সময় কেটেছে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে। এই আন্দোলনের কারণে মানুষের কষ্টের শেষ ছিলনা ফলে নজরুলের কাঁচা মনে ক্ষতের □ষ্টি করেছিল। কিশোর নজরুল বুঝতে পেরেছিলেনইংরেজ□□□ আমাদের কোনোদিন বন্ধু হতে পারেনা। □□□□ এরা আমাদের মঙ্গলের জন্য কখনই এগিয়ে □□□□□□□ নজরুল যখন শিয়ারশোল রাজহাই স্কুলে পড়তেন তখন তাঁরই শিক্ষক নজরুলকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদে প্রভাবিত করেন। তা□□এই মন্ত্র নজরুল মনে পুষে ছিলেন যে ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে হবে এরা ভারতের শ□ ভারতবাসী বিপদগ্রস্থ হ□□ □□□□□□ শত্রুমু□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ লক্ষ্য। কোনোকিছু না ভেবেই যোগ f

সৈন্যবাহিনীতে। ' 'শিয়ারশোল স্কুলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংশ্লিষ্ট শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘটক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদে প্রভাবিত করেন। পরবর্তীজীবনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি

□□

নজরুলের যে আকর্ষণ দেখা যায় তার সূত্রপাত ঘটে এখানে। 'কুহেলিকা„ উপন্যাসের বিপ্লবী স্কুল শিক্ষক প্রমত্ত চরিত্রের কল্পনায় নিবারণচন্দ্র □□□□□ □□□ □□□□□□''[□□]

কবি চুরুলিয়ার যে অঞ্চলে বড় হয়েছে সেখানে বেশ অনুন্নত ছিল। বাড়ীর পাশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল। মানুষের কষ্ট তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দলি□ সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-কষ্টকে তিনি নিজের করে দেখেছেন। কোনো সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মধ্যে □□□□□ একজন অসাম্প্র য়িক কবি ছিলেন নজরুল। কখনই তিনি ধর্মকে বড় করে দেখেননি। মুসলিম সম্প্রদায়ের □□ও তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ঘোষনা করেছেন -মানব ধর্ম' □ □□□ ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। সকল ধর্মের অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ □□□□□□□ ছোট-বড় উঁচু-নিচু জাত ভেদাভেদ কখনই কবি'র □□□□ □□□□□ মানুষের দুঃখ কষ্টকে □□□ বুঝতেন,উপলব্ধি করতেন বিধায় প্রবল দেশপ্রেম থেকে তিনি ১৯□□ □□□ সৈন্যদলে যোগদান □□□□□নজরুল যখন করাচি ছিলেন,□□ তখনও সিদ্ধান্তে অবিচল যে তিনি দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু তিনি জানলেন রুশ বিপ্লব ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা। □□□ শোষণমুক্তি বা অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের আশায় করাচি থেকে ১□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ সাম্যবাদব্রতী মুজফ্ফর আহমদের সাহচর্যে স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। প্রাক্তক সৈনিক হিসেবে তিনি যে সুযোগ পেতেন তা তিনি ত্যাগ করলেন। ইংরেজদের শ□□□ □□□ শোষণে ভারতবাসী অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিং □গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন তখন তুঙ্গে।শুরুতে অ□□□ হলেও পরে সহিংস আন্দোলনে রূপ নেয়।এদিকে স্বশস্ত্রবিপ্লবীদের যেমনজোর□□□ সংগ্রাম তেমনি বৃটিশ সরকারও মারমুখো হয়ে উঠেছে। এর সূত্রধরেব্রিটিশ সরকার ' 'ব্যাপক ধরপাকড় ও জেলে পুরার অভিজান শুরু করেছে তারা। ১৯২১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই দমনপ্রক্রিয়া চরম আকার ধারণ করে। গণ্যমান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কেউ আর জেলের বাইরে নেই। ১০□ □সেম্বর গ্রেপ্তার হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এ সময়ই দেশবন্ধুর সাপ্তাহিক পত্রিকা-বাং□□□ □□□ এর জন্য লেখা নিতে এলে নজরুল ভাঙার গান রচনা করেন। সেই জেলজুলুমের কালে-লাথি মা□

□□□□ □□□/যত সব বন্দী শালা /আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ী’□ □□ □□ □□□ □□□ নজরুলের পক্ষেই সম্ভব ছিল।’’[৩৩]

□□

অর্থাৎ এই গান দিয়েই নজরুলের দেশাত্মবোধক গান লেখা শুরু। যার সূচনা হয়েছে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি অস্থিরতা না থাকতো তাহলে হয়তো এতো দেশপ্রেমমুলক গান □□□□ □□□□□□ ফুল হয়ে নজরুলের সুবাস ছড়ানো হতোনা হয়তো কুড়ি হিসেবেই রয়ে যেতেন □□□□□□ পরবর্তী অধ্যায়ে দেশাত্মবোধক গানগুলোকে আলোচনার সুবিধার জন্য সাতটি ভাগে ভাগ করেছি এবং এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তথ্যনির্দেশ

□. *বাংলা গানের ধারা* ;মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী,শিল্পকলা একাডেমী,ঢা□□,□□□□,পৃ;□□

□. *বাংলা গান;* করুনাময় গোস্বামী,বাং□□ □□□□□□,□□□□,পৃ;□-□□□

□. *নজরুল সঙ্গীতের স্বদেশ চেতনা;*রোকসানা হোসেন,অনুপম প্রকাশর্ন ,□□□ □□□□,পৃ;□□□

□. *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস* ;সুকুমার সেন,আনন্দ পাবলিশার্স,ক□□□□,□□□□,□ সংস্করণ

□. *হাজার বছরের বাংলা গান;*প্রভাত কুমার গোস্বামী,সম্পাদিত, ,স্বারসত লাইব্রেরী,ব□□□□,□□□□□

□.□.করুণ ময় গোস্বামী, *সঙ্গীত কোষ;*□□□□ □□□□□□,প্রথমপূনর্মুদ্রণ২□□□,পৃ;□□□□

□.□.করুণ ময় গোস্বামী, *সঙ্গীত কোষ;*□□□□ □□□□□□,প্রথমপূনর্মুদ্রণ২০□□,পৃ;□□□□

□.প্রভাতকুমার গোস্বামী,সম্পাদিত, *হাজার বছরের বাংলা গান;*স্বারসত লাইব্রেরী,ক□□□□,□□□□,পৃ;□□□

□.□.করুণ ময় গোস্বামী, *বাংলা গান,*□□□□□□□□□□,□□□□,পৃ;□□□

□□.মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য;১৯□□'পৃ;□□□□

□□.সীমা বন্দে পাধ্যায় ; *রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বদেশচেতনা;*গণমন প্রকাশর্ন ,□□□□□,□□□□,পৃ;□□

□□.□.করুণ ময়গোস্বামী- *বাংলাগান;* □□□□□□□□□□,□□□,□□□□,□□□

□□.□.করুণ ময়গোস্বামী-*নজরুলগীতিপ্রসঙ্গ;* □□□□□□□□□□,□□□,পুনর্মুদ্রণ□□□□,পৃঃ১□□□

□□.অরুণকুমারবসু-*বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বভারতী কলকাতা;* প্রথম সংস্করণ ,□□□□,পৃঃ১□□□

□□.রবীন্দ্রনাথ ঠাকু -*রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী;*□□□□□,সপ্তদশ খণ্ড,□□□□,পৃঃ৩□□□

□□.□.করুণ ময়গোস্বামী-*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ;*ব□□□ □□□□□□,□□□,পুনর্মুদ্রণ ১৯□□,পৃঃ১□□□

□□. দেব কুমার রায় চৌধুরী,*দ্বিজেন্দ্র লাল রায়;* পৃ;□□□

□□. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,*কান্তকবি, রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা;*ক□□□□,□□□□,পৃ;□□□

□□.সাবরিনা আক্তার টিনা-*স্বদেশী গানের পটভূমি ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান*
□□,□□□,□□□□, শিক্ষাবর্ষ-২০□□;-□□,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

□□.অরুণ কুমার ব□ -*অতুল প্রসাদ সেন;*তত্ত্ব কৌমুদী,১৩□□,আশ্বিন,পৃঃ৯□□

□□.জগদানন্দ বড়ুয়া- *সংগীত মুকুর;*চট্টগ্রাম ,□□□□,□ম সংস্করণ ,পৃঃ১□□□

□□.*নজরুল সঙ্গী সংগ্রহ*;সম্পাদন -রশিদুন নবী,নজরুল ইনস্টিটিউট,□□□
তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ,২০১□পৃ;□□□□
(□□:দ্র: মোহাম্মদ আয়ুব হোসেন-সংগ্রহ ও সম্পাদনা,দুখুমিয়ার লেটো গান
বিশ্বকোষ পরিষদ,কোলকাতা,□□□□ -এখানে গানটি ছেপেছিল)

□□.□.রফিকুল ইসলাম, *নজরুল প্রস ;*নজরুল ইনস্টিটিউ ,□□□,দ্বিতীয় মুদ্রণ□□□□,পৃ;□□□□

□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী –*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ;* ব□□□ □□□□□□,□□□,□□□□,পৃঃ১□□□

□□.দেবব্রত দত্ত -*সংগীত তত্ত্ব;*□□□□□,□□□□,ষষ্ঠ সংস্করণ ,পৃঃ৪□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী-*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ;*বাং□□ □□□□□□,□□□,□□□□,পৃঃ১□□,□□□,□□□□

□□.□.রফিকুল ইসলাম,*নজরুল প্রসঙ্গে;* নজরুল ইনস্টিটিউট,□□□,দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৮,পৃ;□□□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী –*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ;* বাং□□ □□□□□□,□□□,প্রথম পুনর্মুদ্রণ১৯□□,পৃঃ১□□□

□□.□.রফিকুল ইসলাম,*কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা;*মল্লিক ব্রাদার্স;১৯□□,পৃ;□□□

□□.□.করুণ □□ গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ;*বাংল□ □□□□□□,প্রথম পুনঃ প্রকাশ১৯□□,পৃ;□□□□

□□

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের ধারা

বাংলা সাহিত্যে তথাসংগীতজগতে কাজী নজরুলে যে অসামান্য অবদান তা আমাদের সকলেরই □□□।□□'র জন্ম না হ □□□□□ □□□□□□□ অনেক ক্ষেত্র অপূর্ণ রয়ে যেত এতো বৈচিত্র্য □□□□□□□ □□□□ নতুন কিছু □□□□□□।কাজীনজরুলইসলামদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধহয়েপ্রচুরদেশাত্মবোধক □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□গবেষকের ধারণা কবি নজরু □র চেয়েও,গীতিকার ও সুরকার নজরুল অনেক বড়।নজরুল প্রতিভাসংগীতের ক্ষেত্রে যতটা অবদান রেখেছেন আর কোনো □□□□□ □□□□ □□□□ প্রসঙ্গে শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া তাঁর 'সংগীত মুকুল' □□□□ □□□□□ □□গীতে রবীন্দ্র নজরুলের অবদান অংশে লিখেছেন যে □□□□□ □□□□□□□□□□ তিনি নিজেই বলে গেছেন-''সাহিত্যেদা□ □□□□ কতটুকু জানা নেই,□□□ এটুকু মনে আছে □□□□□□ আমি কিছু দিতে পেরেছি।□□□□□□ □□ □□□□□□ সে সম্বন্ধে আজ কোনো □□□□□□□□ না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা ,ইতিহাস লেখা □□□,□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□-এ বিশ্বাস আমার আছে।"□

□□□□□ □□□□□□□□ ধারায় দেশাত্মবোধক গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুমুখী বাংলা □□□□□ প্রতিভা নজরুল□□□ দেশাত্মবোধক গানেরধারায় রেখেছেন অবিস্মরণীয় অবদান। দেশাত্মবো□□ নানা উপধারায় তিনি যেমন অসংখ্য গান লিখেছেন তেমনি বৈচিত্র্যলক্ষ্য করা যায় □□□এই গানগুলোর বাণী ও সুরের ক্ষেত্রে। নজরুল □□□□□□□ নানা দিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন কেউ কেউ □□□□ নান্দনিকতা, সুরেরবৈচিত্র্য, বাণীবৈচিত্র্য নিয়ে লেখা খুব কম পাওয়া যায়।মূলত নজরুলের দেশাত্মবোধক □□□ □□□□- প্রকৃতিমূলক আর উদ্দীপনামূলক গানকে বুঝায়। কিন্তু এর মধ্যে আর কিছু ধারার গান রয়েছে যা দেশাত্মবোধ গানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও সেখানে সরাসরি দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু বাণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি দেশাত্মবোধ প্রকাশ ক'রে। কিন্তু যাইহোক না কেন নজরুলের দেশপ্রেমমূলক □□□গুলোর যে প্রকারভেদ কবি নজরুল দেখিয়েছেন যা অন্য কোনো কবি এত ভাগে বিভক্ত করে দেশপ্রেমমূলক গান লিখতে পারেননি। বরং তাঁর লেখাকে কেন্দ্রকরে পরবর্তীতে অনেক কবি দেশাত্মবোধক গ রচনাকরেছেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল গবে .করুণাময় গোস্বামী তাঁর নজরুল গীতি প্রসঙ্গ বইতে

□□□□□□-'□□□□□ দেশাত্মবোধক গানের ধারায় স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের জন্য কাজী নজরুল ইসলামস্মরণীয় হয়ে আছে । তাঁর গান বিপুলতা, বৈচিত্র্য ও □□□□□□□ জন্য সমসাময়িককালে যেমন অভিনন্দিত হয়েছে, পরবর্তী কালেও তা বাঙালি দেশাত্মবোধকগীত রচয়িতাদের অনুপ্রাণীত করেছে। ভাষায় সুরে ও ছন্দে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দেশাত্মবোধ□ গীতমালাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে,□□□ শুধু সমকালীন আকাঙ্খাকেই পরিতৃপ্ত করেনি,দেশচেতনার স্থায়ী অনুভবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে□"□

পরাধীন ভারতবাসীর প্রতিরোধ অতি উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে যাঁরগানের মধ্যে তিনি আর কেউ নন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অন্য সকল গীতিকারের গানের (নজরুলের গানের প্রকৃতি একটু আলাদা। হাজারও তাঁর অনুভূতির দুয়ার তানা হলে একজ মানুষের পক্ষে এতটা গানের বাণীর ভিন্নতা কীভাবে সম্ভব হলো তাঁর অনুভূতির পরিমণ্ডল অনেক ব্যাপক। জাতী□ জীবনের নানা স্তরে পুঞ্জীভূত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলেছে সে পরিমণ্ডলে। ভারত মনের ব্যাথ-বেদনা তারই চিত্র ফুটে উঠেছে নজর দেশাত্মবোধক □□□□□ফলে মানুষের মনে খুব সহজেই রেখাপাত করেছিল। অল্প সময়েই সবার গ্রহণ যোগ্যতা পায় □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ প্রভাবিত হয় যে নজরুলের গানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে সময় লাগেনি। পুরো ভারত জাগ্রত হয়েছিল তখনকার এই নিপীড়ণের বিরুদ্ধে।তাঁর দেশাত্ববোধক কবিতা,বিশেষ করে গানগুলি সেদিন তরুণ রক্তে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছিল □তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে শোষকের পতন ডেকে এনেছিলেন যা আর কেউ □□□□□□□□□ □□□ শোষিতের বেদনাকে ঢাকতে এমন বাণী কেউ ব্যবহার করেনি। নজরুল বাংলা সাহিত্যে নিপীড়িত মানবাত্মার প্রথম সার্থক কবি। তিনি যেমন এব (সোলো)ভাবে গাওয়ার উপযোগী গান লিখেছেন সম্মেলব (কোরাস)□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□তিনি যেমন বিদ্রোহের কবি তেমনি প্রেমের কবি। বিদ্রোহের গানের মধ্যদিয়ে ভাঙার আবেগ,বাঁধন ছেড়ার প্রবণতা আবা প্রকৃতি প্রেমের গ□□□ মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির প্রেমের রূপ।নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি আবার সুরেরও কবি। সুরের কবি সৃষ্টিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে সৌন্দর্যময় পৃথিবী ও ঐক্যের পৃথিবীর আর একটি চিত্র।দারিদ্র্যের কবি নজরুলের বিদ্রোহমূলক গানের পশ্চাতে ছিল তাঁর

সাম্যের বাণী, ঐক্যের ধ্যান, শোষণমুক্ত সমাজ গঠ । তাই তাঁর বিদ্রোহমূলক গানগুলিতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের সুর এবং পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গার হুংকার□নজরুলের যত বিদ্রোহী বা উদ্দীপনামূলক গান রয়েছে সে গুলো শুনলে শরীরের রক্ত টকবগ করে ওঠে □□ □□□ □□□□□ দেশবাসীর নির্জীবতাকে উজ্জীবীত করে□□□ দেশপ্রেমমূলক গানগুলো □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অনেক স্পষ্ট হওয়া গেল এবং বোঝা গেল কবি'র লেখনিতে উদ্দীপনার □□ আছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে চারটি বিষয় অন্তত স্পষ্টআর তা হে -

১ ।নজরুল বৈচিত্র্যধর্মী অনেক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন।

২ ।তাঁর দেশাত্মবোধক গান পরাধীন ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছে স্বাধীনতার স্বপ্নে।

৩ ।বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় নজরুল প্রতিভা অনন্য সাধারণ।

□□ ভাষারবলিষ্ঠতাওবীররসাত্মক বৈতিত্র্যময়প্রবলসুরপ্রয়োগবাংলাদেশাত্মবোধকগানেরধারায়নতুনঅধ্যায়েরসূচনাকরেছেন

কবি নজরু যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজ করতেন তখন থেকেই তিনি সুরকার নজরুল রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। □□ □□□□□□ □□□□য়ে বেশি গান রচনা করেন। এর কার □□ সময়টাকে নজরুলের গানের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে।নজরুল বিশ শতকে দেশপ্রেমের জোয়ারে □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ ।তিনি শুধু দেশচেতনামূলকসংগীতরচনা করেননি,অনুপ্রাণিত করেছেন অন্যদের । নজরুল ১৯২০ সাল থেকে ১৯□□ সাল পর্যন্ত রচনা করেন দেশাত্মবোধক গান□লেখক, কবিগণ একটু উদাসীন প্রকৃতির হন। □□□ নজরুল ইসলাম তার ব্যতিক্রম ছিলেন □□বহু কবিতা গান তিনি বিভিন্ন সময় তিনি রচনা করতেন ঠিকই কিন্তু সেগুলো ঠিক মতো কবি কখনো গুছিয়ে রাখতেন না। ফলে অনেক কবিতা গান তাঁর পাওয়া যায়নি। দেশাত্মবোধক গ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □.করুণাময় গোস্বামী তাঁর নজরুল গীতি প্রসঙ্গ বইটিতে ১২□ পৃষ্ঠায় বলেছেন নজরুল গীতি অখণ্ড বইয়ের □য় সংস্করে দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যা মোট □□□□ আর শেষ গানটি ছিল 'চীন □ □□□□□ □□□□□ □ □□□' গানটি। □□□□সালেরফেব্রুয়ারিমাসে

□□

চীনেরনেতাচিয়াংকাউশেককলকাতাসফরেএলেগ্রামোফোনকোম্পানিরঅনুরোধে'চীনওভারত□□□□□□ □□□'গানটিরচনাকরেন।এটিইতাঁ□রচিতসর্বশেষউদ্দী□□□□□□□নজরুলের দেশাত্মবোধক □□□□□ বিশেষত দুই ভাগে ভাগ করা যায় দেশবন্দনামূলক গান ও জাগরণমূলক গা এখানে নজরুল □□□□□□ দেশ চেতনার স্বরূপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাঁর এই ধারায় গানগুলোকে বিষয় ভিত্তিক শ্রেণিকরণ করতে আগ্রহী □ এতে করে নজরুলের সব দেশপ্রেমমূলক গানের পা□□□□□ সঠিকভাবে ফুটে ওঠে। ধারাগুলো নিন্মরূপঃ-

১.□দেশবন্দনামূলক গান।

১.□পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান।

১.৩শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান□

১.৪নারী জাগরণমূলক গান

১.৫ মুসলিম জাগরণমূলক গান।

১.৬দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি।

□.□ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান।

কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের সাতটি ধারাকে বিস্তারিত আলোকপাত □□□ □□□□□ সাতটি ধারাতেই নজরুলের দেশপ্রেমের সকল বিষয় গুলো পরিস্কার ভাবে ফুটে ওঠে।

১.১দেশবন্দনা মূলকগান

যেগানের মাধ্যমে দেশের বন্দনা করা হয় বা দেশের প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করা হয় তাকেই দেশবন্দনামূলক গান বলা হয়। দেশের প্রতি মমত্ববোধ,একটা তীক্ষ্ণ মনের টান থেকে রচিত গানই দেশপ্রেমমূলক তথাদেশাত্মবোধক গান। নজরুল যে তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন এর প্রমাণ তাঁর এই ধারার গানগুলোতে□□□।কবি নজরুল □□□□□ দেশাত্মবোধক গান রচনার পূর্বে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, স্বদেশী তথা দেশাত্ম□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ঋণস্বীকার করে গান

□□□□□□□,□□□□□□□ □□□□□□□প্রাক বঙ্গভঙ্গ যুগে ‘বন্দে মাতরম্’ দেশবন্দনামূলক গান রচনা করেন কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্য □পরবর্তীতে অনেক কবি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে লিখেছেন অনেক গান ও কবিতা। পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করে,পূর্ব গৌরব বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে দেশবন্দনামূলক গানে

’মাতৃজ্ঞানে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন,জন্মভূমিরঋণ স্বীকার দেশের নিসর্গে□ভার বর্ণনা, দেশ গৌরব প্রচার, পূর্ব গৌরব বোধ, জন্মধন্যতাজ্ঞান দেশের বর্তমান দূরবস্থায় খেদ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত গানসমূহকে দেশবন্দনামূলক গান বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যদিওদেশাত্মবোধক সংগীত রচয়িতা রূপে নজরুলের প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে সংগ্রামী গানে, দেশভক্তির মাধুর্যমণ্ডিতসংগীত রচনায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছিলেন।“□

এই ধারার বেশকিছু গান মানুষের মুখে মুখে এখন সমানভাবে ঘুরে ফেরে। যা কালোত্তীর্ণ গৌরব অর্জন □□□□□□ □□□□□□□□সরূপ□□□□□□পুরপুরিফুটিয়েতুলেছেন □প্রকৃতিরযেঅপূর্বরূপতারইএকটিচিত্রকল্পএঁকেছেনকবি এই □□□□□ মধ্যদিয়ে □

□□□-খাম্বাজ মিশ্র/তাল-দাদরা

শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপদেখে যা □□□□আয়

□□□-□□□-□□□- □□□□-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।

□□□□□-ক্ষেতে বনের ফাঁকে দেখে যা মোর কালো মাকে-

ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়।

গ্রন্থ ঃ সুরসাকী

খাম্বাজ মিশ্র-দাদরা

রেকর্ড ঃ এইচ. এম. ভি সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

শিল্পী ঃ ধীরেন দাস।

স্বরলিপি ঃ নজরুল □□□□□ স্বরলিপি, তৃতীয় খণ্ড,ঢাকা।

মাতৃরূপা জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা হচ্ছে এই শ্রেণির গানের মূল প্রেরণা। মাতৃজ্ঞানে দেশের নিসর্গশোভার বর্ণনা এ গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।শ্যামলাবরণমায়েররূপবর্ণনাকরাহয়েছেএইগানে।জন্ম ভূমিকে□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ কখনো শ্যামলা মেয়ে

,রাঙাধূলিরপ,,খড়মাটিরফলেপ্রকৃতিরযেঅপূর্বরূপধারণকরেতা পদ্মফুলেরমধেইতারপদ্মমুখদেখতেপায় ।এভাবেচমৎকারভাবেপ্রকৃতিরঅপূর্ব রুপচিত্রায়নকরেছেন ।গানটিতেশ্যামাবাকালীএবং প্রকৃতি তথাদেশমাতৃকাএকাকারহয়েগিয়েছে।

তাল- কাহারবা

নমঃ নমঃ নমো বাঙ

-মনোরম চির মধুর

বুকে নিরবধি বহে শত নদী

নূপুর।

গ্রন্থ ঃ বনগীতি

পর্যায় ঃ স্বদেশী গান

রেকর্ড ঃ টুইন, ডিসেম্বর, ১৯৩২

শিল্পী- আব্বাস উদ্দিন।

স্বরলিপি ঃ নজরুল স্বরলিপি, সপ্তদশ খণ্ড,ঢাকা।

"নজরুলের এ গানটিতে দেশগৌরব প্রকাশ পেয়েছে। এটি দেশবন্দনামূলক গানের মধ্যেই একটি স্বদেশী গ। পশ্চিমবঙ্গে সুর ও তাল পরিবর্তন করে গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন কাজী অনিরুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে এই বিকৃত সুরটিই প্রচলিত"

গানটি সালের আগে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে এই গানের সৃষ্টি। গান রচিত হয়েছে এবং রেকর্ড করা হয়ে সালে ডিসেম্বরে টুইন কোম্পানি ,চিরমধুর,

সবুজেরদেশ ।হেমন্ত,,শিউলীফুলেরসমারোহহয়শরতে ।স দেশেরমাটিজলওফুলেফলেযেরসসুধারয়েছেতাপৃথিবীরঅন্যকো মাতৃরূপীপ্র কৃতিরহেসেখেলেঘুমাতেচাই ।গানটিকেধর্মীয়ঘটনারসাথেমিলিয়েপ্রকৃতিরবর্ণনাকরেছেন ।গ্রীষ্মেনা আবারবরষাতেআবারকেঁদেভেঙেপড়ে ।এইদেশেরমাটিতেযেরসযেসুধাতাএইপৃ থিবীরঅন্যথাওনাইএইজন্যবাংলাদেশেরবুকে

□□□-বেহাগ মিশ্র/তাল -দাদরা

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী

ফুলে ও ফসলে কাঁদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনী

রৌদ্র তপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল

আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জৈষ্ঠে মাতাও তরুতল

গ্রন্থ ঃ গানের মালা

বেহাগ মিশ্র-কাও□□□

রেকর্ড ঃ টুইন, জুলাই, ১৯৩৩

শিল্পী-মাস্টার কমল

শ্রেণি- আগমনী

স্বরলিপি ঃ সুরলিপি, ডি.এম.লাইব্রেরী।

নজরুলের এ গানটি ১৯৩৪ সালে গানের মালা গ্রন্থে অন্তর্ভু হয়। এই গানের বাণী যেমন অসাধারণ সুর ও তেমনি গানের কথায় প্রিয় মাতৃভূমি মাটি □□□-জল-ফসলের লাবন্যে সে অপরূপ শোভা লাভ করেছে তা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন মাসে এ দেশের ভূমি ও প্রকৃতি যে সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে সে প্রসঙ্গও এসেছে। এভাবে কবি অসাধারণ মমতায় ও ভালোবাসায় প্রিয় বাংলা মায়ের বন্দনা করেছেন।গানটিতেবাণীরসাথেসুরেরএতসুন্দরএকটিমেলবন্ধনআছেযেতাতেসুরেরআবহটাইপ্রকৃতিররূ □□□□ফুটিয়েতোলে।

মার্চের সুর/তাল-□□□□

কল- কল্লোল ত্রিশ কোটি কণ্ঠে উঠেছে গান

জয় আর্যাবর্ত, □□ □□□□, জয় হিন্দুস্থান।

শিরে হিমালয় প্রহরী, পদ বন্দে সাগর সাগর যাঁ

শ্যাম বনানী কুন্তলা রানী জন্মভূমি আমার।

গ্রন্থ ঃ ১. নজরুল□□□□□ সম্ভার, ঢাকা

২. নজরুল রচনাবলী, ৩য় খন্ড, ঢাকা।

□□

৩. নজরুল গীতি , অখন্ড , হরফ

রেকর্ড ঃ এইচ.এম.ভি. এপ্রিল, ১৯৩৬

শিল্পী- গোপাল সেন

সুর- মার্চের সুর।

স্বরলিপি ঃ নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খণ্ড, হরফ□

এ গানটিতে কবি ভারত-হিন্দুস্থানের যে একটি জয়ধ্বনি করেছেন তারই বহি:প্রকাশ। কবি মাতৃরূপা দেশকে রাণী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কবি আরো প্রকাশ করেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মায়ের কোলে ঠাঁই পেয়েছেন। কিন্তু এই মাতৃকোল নিয়ে আবার কাড়াকাড়ি □তবে মায়ের মমতায় সব ভূলে গিয়ে সবাই একত্রিত হয়েছে আমার স্বদেশ বলে এবং অর্ঘ্যদান ক□ছে।রাগ- পাহাড়ী মিশ্র/তাল-কাহারবা

আমার সোনার হিন্দুস্থান!

দেশ-দেশ নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ।

ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা

তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গা□□

তব কোলে বারে বারে এলো ভগবান।।

গ্রন্থ ঃ সুরসাকী

রাগ- পাহাড়ী মিশ্র

রেকর্ড ঃ মেগাফোন, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

শিল্পী ঃ জ্ঞানেন্দনাথ ঘোষ।

We: ' : রেকর্ড বুলেটিন গীতিকার হিসাবে তুলসী লাহিড়ির নাম উল্লেখিত।

১৯৩২ সালে সুরসাকী গীত □□□□□□ এ গানটি পাওয়া যায়। এ গানের মূল বি□য় দেশবন্দনা মূলক হলেও এর মধ্যে দেশের প্রতি কবি গৌরববোধ, দেশের নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছে। পৃথিবীর মধ্যে বড় কন্যা ও আদিমাতা রূপে আখ্যায়িত করেছেন। মাতার, আলোকে □□□ ভোর এবং মায়ের এই সৌন্দর্যে হিংসা-দ্বেশ, ভোগভুলে গিয়ে সবাইকে ত্যাগের মাধ্যমে বাঁচাবে এটা কবি প্রকাশ করেছেন।

□□

□□□-কানাড়া মিশ্র/তাল-একতাল

□□□□ ভারত! সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান

পার্সি-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রিস্টান-শি□-মুসলমান।

তুমি পারাবার,তোমাতে আসিয়া মিলেছে সকল জাতি

আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা সকল দেশের করেছ জ্ঞাতি।

গ্রন্থ ঃ সুরসাকী

রেকর্ড ঃ মেগাফোন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

স্বরলিপি ঃ নজরুল স্বরলিপি, দশম খণ্ড, হরফ□

মাতৃজ্ঞানে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই গানটিতে এবং ভারতমাতা কতটা উদার তা বোঝানো হয়েছে ত্রিশ কোটি সন্তানকে তার কোলে রেখেছে এবং নিজে অনেক বেদনা সহ্য করে, নিজের সন্তানকে নিরন্ন রেখে সবারে সে অন্ন দিয়েছে। মাতার বক্ষে সে স্বর্ণ রৌপ্য মানিক রয়েছে তা দিয়ে বিশ্বের ভাণ্ডার□□□□ দিয়েছে। ভারত মাতা কত স্মৃতি বক্ষে নিয়েদুখের কৃষ্ণা তিথি যাপিছে তারই বাণী দিয়েছেন কবি এখানে।

এই ভারতে নাই □□□□ভূ-ভারতে নাই।

মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে,আমরা হেথায় পাই

মেঘমুক্ত এমন আকাশ চন্দনিত এমন বাতাস

ফুল-ফসলের ছড়াছড়ি কোথায় এত পাই।

গ্রন্থ ঃ ১.নজরুলগীতি অখণ্ড , হরফ

২. নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ঢাকা।

পত্রিকা ঃ মোয়াজ্জিন, আষাঢ় ১৩৪২ (অষ্টম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

নজরুল রচনাবলী অগ্রনায়ক খণ্ডেরই অন্তর্গত গীতি সংকল□ গীতি বিচিত্রায় এ গানটি পাওয়া যায়। কবি এখানে ভারতমাতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন মানুষ যাহা স্বর্গে পায় তা আমাদের মাতৃভূমিতেই খোলা আকাশ, নির্মল বাতাস, নদীর জল, মাটির সোনার ফসল,পশুপাখি, তরু-লতা যখনই মন চায় দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ না থাকলে এদেশে

□□

দেশমাতা কেঁদে ঘোরে তাই কবি বুঝিয়েছেন।

মিশ্র সুর/তাল- একতাল

জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা

স্বর্গাদিপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা

তোমার স্নেহ যায় 'য়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে

□□□ ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল 'তে।

গ্রন্থ ঃ গানের মালা

রেকর্ড ঃ এইচ.এম.ভি, জুন, ১৯৩৫

শিল্পী ঃ দেববালা দাসী

(বি:দ্রঃ পাণ্ডুলিপিতে নজরুল সংগীত সম্ভার, ঢাকা)

সুরনির্দেশ- ওয়াল্‌টজ্‌

কবি দেশের প্রতি মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও জন্মভূমির প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেনএই গানের বাণীতে। এই জন্মভূমি ভারতমাতা □□□ বুকে শীতল পাঁটি পাতা রয়েছে এবং □□□ বুকে যে স্নেহাশীষ রয়েছে তা অন্য কোথাও নেই। নিজের ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে যাদের খাওয়ালো তারাই মায়ের কপালে চিরদাসীর তিলকএঁকে দিল এবং এদের বিচার নেই কবি □□ কথাই প্রকাশ করেছেন এই গানের পংক্তিগুলোতে।

□□□-খাম্বাজ/তাল-দাদরা

গঙ্গা, সিন্ধু, নর্মদা, কাবেরী, যমুনা ঐ

বহিয়া চলেছে আগের মত কইরে আগের মানুষ কই

মৌনি স্তব্ধ সে হিমালয় তেমনি অটল মহিমময়

নাই তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি আমরাও আর সে জাতি নই।

গ্রন্থ ঃ গুলবাগিচা

রেকর্ড ঃ এইচ,এম, ভি, এপ্রিল, ১৯৩৩

শিল্পী ঃ গোপাল সেন

□□

স্বরলিপি ঃ সুরলিপি , ডি,এম, লাইব্রেরী

বি:দ্রঃ রেকর্ড লেবেলে পাঠ 'কই সে আগের মানুষ কই'

এই গানটিতে পূর্বগৌরব উল্লিখিত হয়েছে। হিন্দুমেলার যুগ থেকেই দেশাত্মবোধক সঞ্চারের একটি উপায় হিসেবে বাংলা দেশাত্মবোধক গানে পূর্ব গৌরববোধ; জন্মধন্যতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হয়েছে। কিন্তু পূর্বগৌরবাত্মক গানে নজরুল পূর্ব বাংলা দেশাত্মবোধক গান যা কিছু পূর্বোল্লেখ ব্যবহৃত হয়েছে, তা বলতে গেলে সর্বাংশেই হিন্দু ঐতিহ্য থেকে আহরণ করা হয়েছে। পূর্বগৌরবোল্লেখের বিন্যাস □□□□□ক্ষেত্রেও নজরুল সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যই ছিল □□□ লক্ষ্য। এই গানটিতে একদিকে যেমন হিন্দু পূর্বগৌরবের উল্লেখ আছে, তেমনি মুসলিম মোগলগৌরবের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। দেশে যখন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চলছে তখন শাসকগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। সে সময় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক কবি সাহিত্যিক কবিত ,□□□ রচনা করেছেন। সেই সময়ের গানের যে বৈশি হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতির বন্ধন বৃদ্ধি বা ভারতবর্ষের পুরাতন ঐতিহ্যকে ধারণকরে দেশপ্রেমকে সকলের মধ্যে জাগ্রত করা

প্রতিচ্ছায়া নজরুলের □□ □□□ □□□□ □□□

□□□-গৌড় সারং/□□□-একতাল

দুঃখ সাগর মন্থন শেষভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়

কবে সে ডুবিলি অতল পাথারে উঠিলি না আর হায় মা হায়

মন্থনে শুধু উঠে হলাহল

শিব নাই পান কে করে গরল।

গ্রন্থ ঃ সুরসাকী

রেকর্ড ঃ এইচ, এম, ভি, অক্টোবর, ১৯৩২

এই গানটি তৎকালীন 'সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে উদীপ্ত করে তুলেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বাস্তবভাবে এই গানের সুরের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে শোষ□মুক্তির সার্বজনীন সুর। দেশ শোষণমুক্ত হওয়ায় কবি দেশকে অমৃতভাণ্ডলয়ে এসে তার বিষের জ্বালা

□□

নেভানোর কথা বলেছেন।কোনো মোক্ষ এবং অক্ষয় বায়ু লয়ে ধরণীতে □□□□ চায়নি, চেয়েছে প্রাণ, ক্ষুধায় অন্ন ও মুক্ত আলোর বিচরণ।

□□-সুঘরাই কানাড়/□□-ত্রিতাল

ভারত লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে
ব্যাথায় মোদের চরণ ফেলে অরুণ আশার সোনার রথে
অশ্রু গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধনগীতি।

গ্রন্থ ঃ ১.নজরুলগীতি-অখণ্ড, হরফ□
২. নজরুল রচনাবলী, ৩য় খন্ড, ঢাকা।

রেকর্ড ঃ এইচ, এম.ভি, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

বিষয় ঃ আগমনী

সুর ঃ নজরুল

পত্রিকা ঃ □□□□ বিজ্ঞান প্রবেশিকা, আশ্বিন, ১৩৪০(স্বরলিপিসহ)

গানটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, কবি তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে প্রচণ্ডভালোবাসতেন দেশের প্রতি □□□ ভালোবাসা আবেগ উৎকণ্ঠা আভাসিত হয়েছে এই আগামনী গান ভারত লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে এর মধ্য দিয়ে। চোখের জলে বাংলা মায়ের চরণ ধৌত করা এবং ত্রিশ কোটি মানুষের কণ্ঠেবাজে বাংলা মায়ের বোধনগীতি সেই মমতা ও □□□□□□□□□ প্রিয় বাংলা মাকে আগমনের বার্তা প্রকাশ পেয়েছে এই গানটিতে। গানটি নজরুলের সুস্থ অবস্থায় কোনো গীতিগ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি।

□□-মাঢ়/□□-কার্ফা

লক্ষ্মী মা তুই ও□ গো আবার সাগর জলে সিনান করি
□□□ □'য়ে সোনার ঝাঁপি,সুধার পাত্রে সুধা ভরি
আন্ মা আবার আঁচলে তোর নবীন ধানের মঞ্জরি সে
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে,খ□□ □□□ □□ □□□

গ্রন্থ ঃ সুরসাকী

মাঢ়-কার্ফা

রেকর্ড ঃ মেগাফোন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

বিষয় ঃ লক্ষী বন্দনা।

এই গানটিতে কবি বাংলার মাতৃভূমিকে রূপক অর্থে লক্ষী মা হিসেবে বন্দনা করেছেন, এখানে মাতৃভূমিকে জাগ্রত করার জন্য বলছেন হাতে সোনার ঝাঁপি নিয়ে,এবং সুধার পাত্রে সুধা ভরে মাতৃভূমিকে জেগে উঠতে বলছেন। নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে সোনার ধান ফলিয়ে দেশকে ফসলে সম্পূর্ণ করার □□□ □□□□□□ নতুন ধানের গন্ধে মায়ের আঁচল ভরা, নতুন ধানের ক্ষীর তার সন্তানদের খেতে দেওয়া□□□ সে সব না পেয়ে সন্তানরা কান্না করে ঘুমিয়ে যাচ্ছে এবংদুঃখ করে মা পড়ে রইল অতল দেশে। বাঁচার জন্য সেই মায়ের পায়ে ধরছে সন্তানরা কবি তারই চিত্র প্রকাশ করেছে এই গানে।

□□-কেদারা/□□-একতাল

স্বদেশ আমার! জানিনা তোমার শুধিব মা কবে ঋণ
দিনের পরে মা দিন চলে যায় এলো না সে শুভ দিন
খাই দাই আর আরামে ঘুমাই
পাগলের যেন ব্যাথা বোধ নাই।

গ্রন্থ ঃ গুলবাগি□

□□ ঃকেদারা

□□ ঃএকতালা

রেকর্ড ঃ এইচ, এম, ভি , জুলাই, ১৯৩৩

এ গানটির মাধ্যমে কবি প্রকাশ করে, তৎকালীন ভারতীয়, বাংলার মাটি পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি তার বহিঃপ্রকাশ এবং এ সময়ে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠক অধিবেশন করা হয়ে থাকে সেখানে কতিপয় প্রস্তাব শ্বেতপত্র আকারে নির্বাচনী কমিটির□□□পেশ করা হয়। কবি বলেছেন, রেখেছি যাদেরে চরণে দাবিয়া, তাদের চরণ ধূলি মাখিও যদি আনিবে সে শুভদিন। অবশ্য নজরুল গোলটেবিল বৈঠক বিরোধীদের দলে ছিলেন।তবে এই গানে স্বদেশী গানের প্রভাব রয়েছে। দেশপ্রেম জাগ্রত করাই স্বদেশী গানের বিশেষ দিক আর এই গানে সেটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

□□

তোমার কোলে জন্মেছি মাগো কিন্তু জানিনা মা তোমার ঋণ কবে শোধ করব। তুমি মা অত্যাচারিত হচ্ছ বৈশ্যদের দ্বারা কিন্তু আমরা তোমার সন্তান হয়েও পাগ□□□ মতোঅনুভূতিহীন□ □□□ □□□ □□□□ তোমার প্রতি যেন কোনো দায়িত্ব বা দায় ভার নেই□ তাই এত দিন যাদের ক্ষুদ্র এবং কাঙাল ভেবে □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ ধরে যদি এ জাতি মুক্তিপায় ।তোমার ব্যাথা কিছুটা লাঘব করতে পারে এমনই আশা রেখে গানের বাণী লিখেছেন নজরুল যাতে স্বদেশী গানের ছায়া পাওয়া যায়।

□□-দ্রুতদাদর

এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ

যেদিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ|

চন্দনিত শীতল বাতাস বয় এ দেশে নিরন্তর

জ্যোৎস্না সম কোমল হয়ে আসে হেথায় রবির কর

জীবন হেথায় স্নেহ সরস সরল হৃদয় সহজ বেশ।

গ্রন্থ ঃ বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। কলিকাতা

রেকর্ড ঃ নাটিকা- প্রতাপাদিত্য

নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী

এইচ.এম.ভি সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

চরিত্র ঃ একদল তরুণ।

সূত্র ঃরেকর্ড কোম্পানীর সংগে কবির সম্পাদিত২৪.১.১৯৩৫ তারিখের চুক্তিপত্র।

এই গানে বাংলার প্রকৃতির খুবই সুন্দর একটি বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতির যে চোখ জুড়ানো রূপ তারই রূপছায়া এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চন্দনের গন্ধযুক্ত শীতল বাতাস, জ্যোৎস্নার মতো কোমল হয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে যা আমাদের শরীরও মনকে স্বস্তি দেয়। এমনি সৌন্দর্যপূর্ণ প্রকৃতি সহজ,সরল হৃদয়ের সমারোহ এখানে। এই দেশে প্রকৃতির যে বৃষ্টি তাকে স্বর্গের শান্তি জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের ছেলেরা এক সময় দেশ-□□□□ □□ □□□□□ এভাবে বিশেষ সৌন্দর্যের বর্ণনা কবি তুলে ধরেছেন।

□□

□□-জিলফ্/□□-ত্রিতাল

ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্মতোলে কে ভ্রমর কুন্তলা কিশোরী

ফুল দেখে বেভুল সিনান বিসা

একি নূতন লীলা আঁখিতে দেখি ভুল

কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল

গ্রন্থ ঃ বুলবুল ২য় খণ্ড

□□□ ঃভোরে ঝি□□□□ □□□

রেকর্ড ঃএই□□,□□,ভি অক্টোবর-১৯□□□

সুর ও শিল্পীঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

□□□ ঃ জিল্‌ফ

□.স্বরলিপি ঃসর্বপ্রথম হরফ প্রকাশনী।

□.নজরুল স্বরলিপি প্রথম খণ্ড,নজরুল ইনস্টিটিউট,ঢাব□□□

গানটিতে বাংলার বর্ষাকালের যে পরিবেশ চারিদিক ফুটে ওঠে তারি একটি পরিপূর্ণ চিত্র এই গানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।মাতৃজ্ঞানে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, জন্মভূমির ঋণস্বীকার, দেশের নিসর্গশোভার বর্ণনা, দেশগৌরববোধ প্রচার প্রভৃতি এই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

□□□-জয়জয়ন্তী/□□□-□□□□

দেশপ্রিয় নাই শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□

বহুদিন পরে আপনার ঘরে ম'র কোলে মাথা রাখি

ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী,জাগায়ো □□ □□□□ □□□□

সূত্র ঃ□. পাণ্ডুলিপি(নজরুল সংগীত সম্ভার,□□□)

□.পত্রিকা

রেকর্ডঃটুইন, আগস্ট,□□□□

□□-□□.টি.□□□□

শিল্পী ঃ মাস্টার কমল

□□

□□□ ঃজয়জয়ন্তী

পত্রিকাঃ মোহাম্মদী,ভাদ্র,□□□□

গ্রন্থ ঃ□.নজরুল গীতি-অখণ্ড,□□□

□.নজরুল রচনাবলী ,□য় খণ্ড,□□□□

উপলক্ষ্য ঃদেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অকালমৃত্যু□ □□ □□□

বিঃদ্রঃ-□□/□□/□□□□ তারিখের চুক্তিপত্রে গানটি 'দেশপ্রিয়-□□□□□□' এই টাইটেলে উল্লিখিত।

ভারত মাতাকে শত্রুমুক্ত করতে সেনাদল যে ত্যাগ পরিশ্রম করেন তা কল্পনাতীত। দেশের জন্য জীবন বাজী রেখে লড়েছেন দায়িত্বে অবহেলা করেননি,কোনোফাঁকি দেননি। এখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত □□□ □□□□ কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে এসেছেন তাঁকে জাগানো যাবেনা। মায়ের চরণে নিজের স্বার্থ অর্থ যশ সম্মান সবই বিসর্জন দিয়েছেন বিনিময়ে কিছুই পাওয়ার আশা করেননি। এভাবে এই গানে সৈনিকের জীবন সংগ্রামের কথা নিয়ে গানটির বাণীর গঠন হয়েছে।

প্রভৃতি গানগুলো মাতৃরূপা দেশকে শ্রদ্ধা জানাতে □□'রঅন্তরস্থল থেকে এই নিবেদন। মাতৃভূমির এমন রূপ কবি আর দেখেননি। দেশের মাটিকে তিনি সোনার চেয়ে খাঁটি হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। জননী জন্মভূমিকে সম্মান জানিয়ে মাথানত করছেন কবি□কারণ জন্মভূমিতে জন্মে প্রকৃতির দান থেকেই জীবনধারণ করছেন।

বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে নজরুলের অকুতোভয় ভূমিকার পরিমাপ করা যায়।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ম্রিয়মান দিনগুলোয় নজরুলের এই রাজনৈতিক ভূমিকা ও তার প্রের□□দায়ক রচনাবলী স্বাধীনতার সংগ্রামীদের গভীর প্রেরণা যোগায় কারণ এই মাতৃভূমির রূপের বর্ণনা এবং এই ভারত লক্ষী ভারতবর্ষকে মানবের জীবন সুন্দর করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন যে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তার পিছনে নজরুলে□ ভূমিকা এই দে□বন্দনামূলক দেশাত্মবোধক গান।

,সকল মানবে,গঙ্গাসিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ প্রভৃতি গান বানী ও সুরের ঐশ্বর্যে এবং দুয়ের সম্মিলনে দেশবন্দনামূলক বাংলা গানের ধারায় দৃষ্টান্ত স্থানীয় মর্যাদা লাভ করেছে। চিরকাল

□□

ধ্বনিত হবার □□□□ যে কতিপয় বাংলা গান আমরা পাই এগুলো তাদের পুংক্তিভুক্ত।"[৫]বাং□□□অপরূপসৌন্দর্যেরবর্ণনাদেশপ্রেমেআবদ্ধকরেছেভারতবাসীকে। উদার প্রেমে

আবদ্ধ হয়ে কবি তাঁর মনের ভালোবাসা এভাবে গানের বাণীতে তুলে ধরেছেন। অন্তরে □□□□□□ ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়েছে এই কালজয়ী হৃদয়ছোঁয়া গান থেকে।

□□

১.২ পরাধীনতারবিরুদ্ধেসংগ্রামমূলকগান

জাতবিদ্রোহী কবি বলতে নজরুলকেই একবাক্যে সমর্থন করবে অধিকাংশ মানুষ। বিদ্রোহী কবিতা □গানে নজরুলের জুড়ি মেলা ভার।প্রতিবাদের ভাষা একেক জনের একেক রকম।কাজী নজরুল সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন□ □□কবিতা ও গানের মাধ্যমেতাসর্বজনবিদিত। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান রচনা করে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা □□□□ জগতে একটি স্বর্ণোজ্জল স্থানে আসীন হয়ে আছেন।ব্রিটিশ শা□ন হতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হবে এই মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়ে ছিলেন।তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নজরুলকে যে আদর্শের পথ দেখিয়েছিলেন তিনি একটুও তার বিপরীতে চলেননি।নজরুল নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছিলেন যেভাবে তাঁর শিক্ষক চেয়েছিলেন। একজন শিক্ষকের সেখানেই সার্থকতা যেখানে তাঁর শিষ্য শিক্ষকের চাওয়াকে প্রাধান্য □নজরুলপ্রথমবিশ্বযুদ্ধে□□□□□□□করাচিতে সেনাবাহিনীতে যোগ □□□□□□□□□নজরুলের মনের ইচ্ছা যা ছিল তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ না করতে □□□□□ □□□ পরোক্ষভাবে তার প্রয়োগ করেছিলেন গান ও কবিতার মধ্যদিয়ে। তিনি ১৯২০সালে □□□□□থেকে ফিরে স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে প্রতিষ্ঠিত □□□□□ নিজেকে□সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামেসশস্ত্রবিপ্লবে অংশগ্রহণ □□□□□ না কিন্তু কবিতা ওগানের মধ্য □□□ পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হয়ে রইলেন। লেখনির মাধ্যমে জাগ্রত করলেন পরাধীন ভারতবাসীকে।শুধু লেখনিই নয় তিনি বিভিন্ন □□□□□□□□ যোগদান করতেন।বিদ্রোহী □□□□ □ □□□ □□□ তিনি কারাবরণ করেছেন। অনশনও করেছেন পরাধীনতার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।তিনি উদার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি যতটা সাহসিকতার সাথে প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার করেছেন এতটা সরাসরি খু□ □□ □□-ই ব্যবহ □ নজরুল ধূমকে □ পত্রিকায় লেখা লিখতেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় বেশকিছু লেখা তিনি লিখেছিলেন যা অত্যন্ত সম□ □□□□□□□ ভারতের একটুও মাটি বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবেনা। স্বরাজ টরাজ কথাটির মানে একেকজ□ □□□□ □□□ বলবে কিন্তু মূল কথা ভারতবর্ষ ভারত সন্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।এই দেশ থেকে তাদের এ□□□ বিতাড়িত করা হবে তখন কোনো রকম অজুহাত অনু□□□ কিছুই রাখা হবেনা। এমন কথা একটি প্রচারমাধ্যমে বলতে □□□□□ □□ কথা নয়। সেটি নজরুলই একমাত্র

□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ তিনি হুমকিও দিয়ে ছিলেন ব্রিটিশ দালালদের বিরুদ্ধে। জোর দিয়ে □□□□□□□□□,ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শা□ণভার সমস্ত থাকবে ভারতীদের হাতে।তাতে কোনোবিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন।তাঁদের পাততাড়ি, গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে।"□নজরুলেরএই □□□□একটিনতুনমাত্রাপায়।সারাভারতযখনউত্তালতখননজরুলেরএইদাবিও□□□ নেসাহসজুগিয়েছে দেশের প্রতি অন্তরের মানুষের।দেশমাতৃকাকেশত্রুমুক্তকরারপ্রেরণাপেয়েছিলএরমাধ্যমে।বাংলাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ১৯□□ □□□□ □□□লানা হযরত মোহানী আহমেদাবাদে দাবি উত্থাপন □□□□ □□□ তাঁর যাবত জীবন কারাদ হয়। এরপর নজরুল বাংলা বাদ পত্রিকাতে তাঁর বলিষ্ঠ এই লেখা □থাপন করেন।এ সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলাম তাঁ□ ‰কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা'গ্রন্থে জানিয়েছেনধূমকেতুপত্রিকায় নজরুলের ঐ বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।বাংলাদেশে ১৯২২ খৃঃ পূর্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল।এর কয়েকমাস পূর্বে ১৯২১ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে মাওলানা হযরত মোহানী কংগ্রেসের আহমেদা□□ অধিবেশনে দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উস্থাপন করে বিরোধীতার সম্মুখীন হন এবং ঐ প্রস্তাবে উত্থাপনের দায়ে আদালতে অভিযুক্ত ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।ঐ ঘটনার কয়েকমাস পরে খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার □□□ উত্থাপন করে নজরুল তার বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দান করেন।"□নজরুল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সরাসরি সংগ্রামী দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তাই বলা যায় জাগরণে যার সূচনা সংগ্রামে তার পরিণতি।কথার মাধ্যমে গানের মাধ্যমে কবি সংগ্রামী ভাবটাকে ধরে রেখেছিলেন। বেশকিছু সগ্রামমূলক গান তখন মানুষের রক্তে □□□ □□□□□ □তেমনি কিছু সংগ্রামী গান□

□□-দ্রুতদাদর

কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙেফেলকররেলোপাট

ভেঙে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত-□□□

□□

□□□□-পূজার পাষাণ-বেদী□

ওরে ও তরুণ ঈশান ! বাজা তোর প্রলয়-□□□□! ধ্বংস-নিশান উঠুক প্রাচী-র ভেদী ।

গ্রন্থ ঃ ভাঙার গান

শিরোনাম ঃ ভাঙার গান

রেকর্ড ঃ কলম্বিয়া জুন, ১৯৪৯

সিনেমা ঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, লুণ্ঠন

স্বরলিপি ঃ নজরুল স্বরলিপি তৃতীয় খণ্ড, হরফ□

পত্রিকা ঃ বাঙলার কথা, ২০শে জানুয়ারি, ১৯২২

,ভাঙ্গার গানে'র প্রথম সংস্করণ [শ্রাবণ , ১৩৩১ সাল (১৯২৪)] সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এর দ্বিতীয় মুদ্রণকাল ১৯৪৯ 'ভাঙার গানের মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহ রূপই পরিস্ফুট। গ্রন্থটি মেদিনীপুরবাসীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়।অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'ভাঙার গান' রচিত হয়।সেই সময় নজরুল মুজফ্ফর □□□□□□ সংগে ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়িতে থাকতেন।দাশ পরিবারের সুকুমাররঞ্জন দাস দেশবন্ধুর কাগজ 'বা□লার কথার' জন্যে নজরুলের কাছে চাইলে তিনি □□□□ 'ভাঙ্গার গানটি' লিখে দেন।চিত্তরঞ্জন এই সময় জেলে বন্দি ।বাসন্তী দেবী সুকুমার রঞ্জন কে নজরুলের কাছে পাঠান।সুকুমার রঞ্জন ও মুজফ্ফর আহমদ যখন কথাবার্তা বলেছিলেন তখন তাঁদের কাছে বসেই নজরুল এটি লিখে সুকমার রঞ্জনের হাতে দেন এবং ১৯২১খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রচিত হয়। গানটিতে যে উদাত্ত ও স্পর্ধিত কবিকণ্ঠের আহবান শোনা যায় তার তুলনা বাঙলা গান বা সাহিত্যে বিরল।একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে গানটি অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের আবহাওয়ায় এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতার কাগজের জন্য লিখিত হলেও সক্রিয় বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা গানটির ছত্রে ছত্রে জ্বলে উঠেছে। বস্তুতঃwbiæc'e Av‡›'vj‡bi PvB‡Z mk¯ wecø‡ei *পথকেই* bRiæj mg_b Ki‡*তন* †ewk | তাই নজরুলকে বলা যায়, 'চলতি হাওয়ার পন্থী ইংরেজীতে এই ধরণের কবিকে Topical Poet বলে অভিহিত করা হয়।"□

□□□□□কবিকণ্ঠেরযেউদাত্তআহবানধ্বনিতআজওতাবাংলাসাহিত্যেবিরল।সক্রিয়বিপ্লবের

পথেস্বাধীনতারআকাঙ্ক্ষাগানেবাণীতেরূপায়িত।সত্যওস্বাধীনতাকেপ্রতিরোধেরমতো

যারাআজপরাধীনতায়বন্দিতাদেরঅর্থাৎপরাধীনদেশবাসীকেলাথিমেরেবন্ধতালাভেঙ্গেবেরিয়েআসার আহবানজানিয়েছেন।গানটিসমসাময়িকপ্রেক্ষাপটেলি অন্যায়-অবিচারেরবিরুদ্ধেবিপ্লবত্বরান্বিতকরারক্ষেত্রেসবারকণ্ঠেধ্বনিতহয়।

‘লাথিমারভাঙরেতালাযতসববন্দি-

আগুনজ্বালা,আগুনজ্বালাফেলউপাড়ি।’

গানটিরসাদৃশ্যরয়েছে ’ গানটিসম্পর্কেসুভাষচন্দ্রবসুবলেছেন-

’ ,কিন্তুসাহিত্যেরমধ্যেসেইজেলজীবনেরপ্রভাবকমইদেখতেপাই।তারকার অনুভূতিকমকিন্তুনজরুলযেজেলেগিয়েছিলেনতারপ্রমাণতাঁরলেখারমধ্যেঅনেকস্থানেপাওয়াযায়।এতে বোঝাযায়,তিনিএকজনজ্যান্তমানুষ।”[৯]

তাল-তেওড়া/রাগ-মল্লার

আজি রক্ত নিশি ভোরে একি এ শুনি ওরে

মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃংখলে

ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি-হাসি

টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-ত

গ্রন্থ ঃ বাঁশী

সুর- গান

শিরোনাম ঃ বন্দী বন্দনা।

পত্রিকা ঃ ১. , মাঘ, ১৩২৮

২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, মাঘ ১৩২৮

শিরোনাম-বন্দী বন্দনা।

রচনাস্থান ঃ কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

স্বাধীনতার জয় এবং কারাবন্দিদেরকে দেশচেতনা উদ্দীপ্ত করার একটি অপূর্ব গান। নজরুল স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন বলেই প্রিয় মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করারপ্রয়াসে এ গান রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তথা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত

সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হলেও নজরুল ইসলামের এই সংগ্রামী□□□□□□□□□ আবেদন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কালাতিক্রমী প্রেরণার রূপায়ণ ঘটেছে এই গানে।বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল স্তরে নজরুলের এ সব গান মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে□বন্দী-বন্দনাগানেবন্দিজীবনে: বন্দন □□□ উচ্চারিত।যাঁরাকারারুদ্ধ □□□দেশাত্মবোধেউদ্বুদ্ধ□□'□□□□□□□□□□□□□চিত্তেঅভিষিক্ত।বন্দিদেরমাঝেকবিসবারচিত্তেসমশ্রেণিরচেতনারজ□থেকেস্বাধীনতারমর্ম□□□□□□□□□□□□□□□□□

জয়হেবন্ধন-মৃত্যু-□□-□□!মুক্তি-□□□□□!

স্বাধীন-চিত্তজয়,□□□□

□□□□,□□□□,□□□□□

বন্দন -গানেকবিবীরদেরলক্ষ্যেবন্দনাগীতিগেয়েছেন।যাঁরাপরাধীনতারনাগ-পাশছিন্নকরারজন্যমুক্তিরঅস্ত্রহাতেনিয়েছেন,তাঁদেরপ্রতিকবিশ্রদ্ধানিবেদনকরেছেন।তাঁদেরবলিষ্ঠচিত্তের প্রকাশযেনসবমুক্তিকামীমানুষেরভিতরপ্রকাশপায়এইঅভিপ্রায়ব্যক্তকরেছেন।

□□□-বৃহন্নট কেদার/তাল-□□□□□

দুর্গম গিরি,কান্তার মরুদুস্তর পারাবার হে!
   লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে,যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরী,ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত।

গ্রন্থ ঃ ১. সর্বহারা

শিরোনাম- কাণ্ডারী হুশিয়ার

২. নজরুল গীতিকা

৩. সঞ্চিতা

পত্রিকা ঃ ১. ভারতী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

২. বঙ্গবাণী, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩৩

৩. কালিকলম, আশ্বিন, ১৩৩৩ (স্বরলিপিসহ)

স্বরলিপি-নজরুল।

রেকর্ড ঃ এইচ,এম, ভি; এপ্রিল, ১৯৪৭

শিল্পী- সত্য চৌধুরী।

সুর- নিতাই ঘটক।

স্বরলিপি ঃ ১.সুরমুকুল ডি.এম লাইব্রেরী

২. নজরুল সুরলিপি , দশম খণ্ড, ঢাকা।

,১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়।একারণেনজরুলএকটুচিন্তিতহয়েপড়েন।নজরুলবিভিন্ন অধিবেশন যোগদ জন বিভিন্নজ অবস্থান করে ।সালেতিনিকৃষ্ণনগরথাকতেন।এসময়তিনি কৃষ্ণনগরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনঅনুষ্ঠানঅংশগ্রহণ । সেগুলো হচ্ছেঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অর্থাৎ প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন ও যুব সম্মেলন।প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল ইসলাম এই তিনটি সম্মেলনের আয়োজনের ব্যাপারেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন।হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির তাৎপর্যকে বিষয়বস্তু করে নজরুল কংগ্রেস সম্মেলনের উদ্বোধনী সং রচনা করেনঃ-দুর্গম গিরি কান্তারমরু দুস্তর পারবারগানটিনিজেই তিনি সভায় উদ্ভোধনী সংগীত গেয়েছিলেন।“ মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা ,আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান অংশ দুটিতে ক্ষুদিরামের ফাঁসির বিষয়টিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। দেশের জন্য ক্ষুদিরাম বড়লাটকে মারতে গিয়ে তিনি ডে সাহেবকে মেরে ফেলেছিলেন তারই ঘটনা এখানে বিশেষভাবে তু ডে সাহেবকে রার দায়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির রায় দিল। ফাঁসি যে দিন কার্যকর হবে সেদিন চুল ছাঁ,কোর্তায় সাবান দিল,পেটপুরে খেল ফাঁসির মৃত্যুর তোয়াক্কা সে করলনা। বরং সে দেশমুক্তির যজ্ঞে ইন্ধন যোগাতে পেরেছে এটাই তার আনন্দ। সে মঞ্চে হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে বলছে মা আমাকে ডেকেছে মায়ের কোলে আমি মাথা রেখে ঘুমাব। এই নির্ভীক যোদ্ধার কথাই এই গানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে

মার্চের সুর/তাল-ত্রিমাত্রিক ছন্দ

চল্ চল্ চল্ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণী-তল অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌ চল্‌ চল্‌ চল্‌□

□ষার দুয়ারে হানি' ত□□□

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটাব তিমির রাত বাধার বিন্ধ্যাচল।

গ্রন্থ ঃ ১. সন্ধ্যা

নজরুল গীতিকা (মার্চের সুর)

সঞ্চিতা

পত্রিকা ঃ ১.শিখা, বৈশাখ, ১৩৩৫ (দ্বিতীয় বর্ষ)

শিরোনাম-নতুনের গান

২.মোয়াজ্জিন,বৈশাখ, ১৩৩৫

(১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

শিরোনাম- □র্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

৩.সওগাত- নতুনের গান

নিখিলবঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মিলনীতে এই গানটি গীত হইয়াছিল।

রেকর্ড ঃ ১.মেগাফোন, অক্টোবর, ১৯৩৩

২.এইচ.এম.ভি, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

৩.এইচ.এম.ভি, জানুয়ারী, ১৯৫০

বেতার ঃ নাটিকা জাগো সুন্দর চির-কিশোর

তারিখ ঃ ২৪.৫.১৯৪০

□□□ ঃ কঙ্কনের গান।

অরুণ প্রাতের তরুণদের আহ্বান করা হয়েছে যে ঊষার দুয়ারে আঘাত হেনে রাঙা সকাল আনার □□□ □□□ □□□□□ □ই গানে। অন্ধকারকে দূর করে নূতনের গান গেয়ে আলোর পথ দেখানোর কথা বলাহয়েছে। শ্মশানকে সজীব করার কথা বলা হয়েছে। নওজোয়ানদের কান পেতে শুনতে □□□□□ যে মৃত্যুর ভয় নয় বরং মৃত্যুর বিপরীতে রয়েছে নতুন জীবন। এই গানটি রচনা প্রসঙ্গ

□□

নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। কেউবলেকৃষ্ণনগর যুব সম্মেলনে ১৯২৬ সালে নজরুল ইসলামের
চলচলচল্ঊর্ধ্বগ□□□□□□□□□□□□
নিম্নেউ□□□□□□□□□□...
সংগীতটি এই যুব সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীতরূপে রচিত হয়েছিল। □□□□□□□□□□□□□□□□□□পূর্বেবাংলা□□□□□□□□□□ দাবি □□□ যে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। সেই উপলক্ষ্যেই চল্ চল্ চল্ গানটিরচনা করেন। □□গানটিকে ১৯২৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বর্ধমানে ডাকা অল বেঙ্গল ইয়ংমেনস মুসলিম কনফারেন্স এর উদ্বোধন সংগীত রূপে □□ওয়া হয়েছিল□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□।
,১৯২৭ সা□ ১৯২৮ সালের আগে এসেছিল।গানটি কৃষ্ণনগরের জন্যে রচিত হয়েছিল বর্ধমানের জন্যে অনেক সময় একই গান নজরুল একাধিক সম্মেলনে উদ্বোধন সংগীতরূপে গেয়েছে□ । স্থান-মাহাত্ম বুঝে হয়তো তাতে কিছু কিছু অদল-বদলও করেছে।“□□

শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া □□রের মুক্তি তরবারী
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই গাহি বন্দনা-গীতি □□’□□
তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে
□□□□রি সত্য-□□□ –ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে □□ □□□□□

গ্রন্থ	ঃ	বিষের বাঁশী
		শিরোনাম-বন্দনা গান
		শিরোভাগে গান নির্দেশিত
রচনাস্থান	ঃ	কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
পত্রিকা	ঃ	সাধনা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮
		শিরোনাম-বিজয়গান।

এ গানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে, শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণীত করেছেন স্বদেশবাসীকে এবং হিন্দু-মুসলিম কোনো ভেদাভেদ না করে ত্রিশ কোটি মানুষকে একত্রিত করেছেন □□□ এই গানের □□□□□ মধ্য দিয়ে।

ও ভাই মুক্তি সেবক দল

তোদের কোন ভায়ের আজ বিদায়-ব্যাথায় নয়ন ছল-□□

□ কারা ঘর্ তো নয় হারা ঘর

হোথাই মেলে মা'□-দেওয়া বর রে।

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশী

শিরোনাম-মুক্তি সেবকের গান।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে □□□□□ পড়ার কালাতিক্রমী প্রেরণার রূপায়ন ঘটেছে এই গানটিতে এবং সে মুক্তিসেবক দলকে বলেছে এই মাতৃভূমি বাংলাকে ভালোবেসে যত আঘাত পাওয়া হোক না কেন তা আনন্দের।

□□-দ্রুত-□□□□

□□□□□□□□□□□□□□নব যুগ ঐ এলো ঐ

এলো ঐ রক্ত যুগান্তর রে।

বল জয় সত্যের জয় আসে ভৈরব বরাভয়

শোন অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে।

শিরোনাম ঃযুগান্তরের গান

শিরোভাগে 'গান' নির্দেশিত

রেকর্ড ঃ কলম্বিয়া, নভেম্বর, ১৯৪৭

সুর- নজরুল

পরিচালনা- নিতাই ঘটক

স্বরলিপি ঃ ১.নজরুল সুরলিপি, প্রথম খণ্ড,ঢাকা।

২.নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খণ্ড,হরফ।

নজরুল স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন বলেই প্রিয় মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রয়াসে এ গান রচনা করেন এবং এই গানে স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উঠে স্বাধীনতার ও মানবতার মুক্তির জয়ধ্বনি শুনিয়েছেন

ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজ □□□□ □ □□□-□□□

□□□□,তোমার রথ আনা ঐ রক্ত-সোনার রথে।

ললাট ভরা জয়ের টীকা

অঙ্গে নাচে অগ্নি-শি□□□

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশী

শিরোনাম-বিজয়গান

পত্রিকা ঃ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৮

রচনাস্থান ও কাল ঃ কুমিল্লা, জুন-জুলাই, ১৯২১

এ গানটিতে কবি মাতৃভূমিকে যতটা ভালোবাসেন ঠিক ততটাই মনের উল্লাস নি□ মুক্তির করিডোরে বলেছেন মুক্ত এ ভারতে এবং এতো সংগ্রামের পটভূমিতে এই মুক্তির বাণী কতো যে মধুর কবি সে বাণীই প্রয়োগ করেছেন এ গানটিতে এবং এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কুমিল্লা ছিল মুখর সভা, শোভাযাত্রা ও মিছিলে□

রাগ-মেঘ-ছায়ানট

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র অঙিনায়

ত্রিশ কোটি মরণ-হরণ গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়।

অধীন দেশের বাঁধন বেদন

কে এলো করতে ছেদন?

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশী

শিরোনাম- পাগল পথিক

পত্রিকা ঃ মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮

রাগ-মেঘ-ছায়ানট

রচনাস্থান ও কাল ঃ কুমিল্লা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩২৮

এ গানটিতে নজরুলের সংগ্রামী প্রেরণার উৎস।

এ গানের মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

নজরুল কুমিল্লার রাস্তায় মিছিলে যোগদান করে এ গানটি গাইলেন। সময়টা ছিল অসহযোগ

আন্দোলনের যুগ যখন নিজেই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে অধিকার আদায়ে ব

-খাম্বাজ/ -

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল

এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়

ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।

গ্রন্থ	ঃ	বিষের বাঁশী
		শিরোনাম- শিকল পরার গান
রেকর্ড	ঃ	কলম্বিয়া, জুন, ১৯৪৯
		শিল্পী-গিরীন চক্রবর্তী।
পত্রিকা	ঃ	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ (স্বরলিপি)
স্বরলিপি	ঃ	নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
সম্পাদনা	ঃ	ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

গানটিনজরুলজেলেথাকাঅবস্থায়লিখেছিলেন।মিছেএই লপরিয়েতাদেররাখাযাবেনা।এইশৃংখলভেঙেতাকেএকদিনস্বাধীনতাকামীরাইস্বসম্মানেনিয়েযা

এই গানটি কবি লিখেছিলেন হুগলি জেলে বসে।এ সময় তিনি অনশন ধর্মঘটও করেছিলেন। জেলে বসেও পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের সংগ্রামী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে এই গানে। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক দৃপ্ত প্রতিবাদ এই গা

বন্দি তোমায় ফন্দি কারার গণ্ডী মুক্ত বন্দী-বীর

লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয় প্রাচীন

বন্দী তোমায় বন্দী বীর! জয় জয়ন্ত বন্দী বীর !!

গ্রন্থ	ঃ	বিষের বাঁশী
		শিরোনাম-মুক্তবন্দী

জনৈক অগ্নি সৈনিকের ছয় বছর কারা ভোগের পর মুক্তি উপলক্ষ্যে নজরুলের

এই অভিনন্দনগীতি।

□□-□□□□

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়!

বল মাভৈঃ মাভৈ জয় সত্যের জয়

তুই নির্ভর কর আপনার পর আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর

ওরে যে যায় যাক সে তুই শুধু বল আমার হয়নি লয়।

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশি

শিরোনাম-অভয়মন্ত্র

রচনাস্থান ও কাল ঃ জুন-জুলাই, ১৯২২

রেকর্ড ঃ এইচ.এম.ভি, আগস , ১৯৪৮

শিল্পী-সত্য চৌধুরী

সুর-নজরুল

পরিচালনা- নিতাই ঘটক

স্বরলিপি ঃ সঙ্গীতাঞ্জলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা।

এ গানটিতে নজরুলের সংগ্রামী চেতনা দিয়ে সর্ব □□□□□□ সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন তারই বহি;প্রকাশ□মহাত্মাগান্ধী১ঃ□□□সালেকারাবরণকরেছিলেন।তাঁরকারাবরণউপলক্ষ্যে□□□-মন্ত্ররচিত।বন্দিদের□□□□□□□□ক্ষুণ্ণনাহয়এইআহবানজানিয়েছেন।সত্যেরজয়অবশ্যম্ভাবী।কারণস ত্যেরমৃত্যুবাক্ষয়নেই।মহাত্মাগান্ধীরচেতনাওবিপ্লব,চিত্তজাগরণেরবাণীগানটিতেপ্রকাশিত।আত্মশ তেবলীয়াননাহলেনির্ভীকভাবেবেঁচেথাকাযায়না।তাইগান্ধীরবন্দিতে□□□□□□□□সত্যযেনবন্দিহয়েনাপ ড়েকবিসবারমনেএচেতনাসঞ্চারণেরঅভিপ্রায়েএইগানটিরচনাকরেন।সত্য,সদামুক্তথাকারকথাগানেল ক্ষ্য□□□□□□

¼বলপরবিশ্বাসেপরমুখপানেচেয়েকিস্বাধীনহয়

তুইআত্মাকেচিনবলআমিআছিসত্যআমারজয়

বলমাভৈঃমাভৈজয়সত্যেরজয়

বল্,হউকগান্ধীবন্দীমোদেরসত্যবন্দীনয়'

□□

কবিআত্মশক্তিতেউদ্বুদ্ধবীরওস্বরাজকেআহবানজানিয়েছেন।

□□-□□□□□□-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রী -পঞ্চম -□□□□□□□/তাল দ্রুত দাদরা

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখির ঝড়

তোরা সব জয়ধ্বনি কর

আস্‌ল এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য-□□□

সিন্ধু-□□□□ □□□-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আ□□

গ্রন্থ ঃ ১.অগ্নি-□□□

শিরোনাম- প্রলয়োল্লাস

২. নজরুলগীতিকা

রাগমালা (মাল কৌষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রী-পঞ্চম-নটনারায়ন)

পত্রিকা ঃ১.প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

রেকর্ড ঃ কলম্বিয়া, আগস , ১৯৪৯

শিল্পী-বাংলার সন্তান দল

(বি:দ্রঃ মূল সুর এই রেকর্ডে পরিবর্তিত হয়েছে)

এই গানটি কবি নজরুল কুমিল্লায় বসে ১৯২২ □□□ এপ্রিলে রচনা করেন। এ সময়টি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের পর পর□তাই কবি সব □□□□□□ মাতৃভূমির জন্যএ গানটিতে জয়ধ্বনির প্রলয়োল্লাস করতে বলেন ।গানটিররচনাকালথেকেএটুকুউপলব্ধিকরাযায়যেসবাইকেজয়ধ্বনিকরতেবলছেন,বলছেনযেনূত নেরকেতনউড়ছেএকটাআশারবাণীশোনাযাচ্ছেসবাইজয়ধ্বনিদাও অনেকদিনেরপরসেইঅনাগতপ্রল নেশায়নিত্যপাগলএসেছেযেসকলঅশুভকেধ্বংসকরেসুন্দরেরসুচনাকরবেন ।বজ্রশিখারমশালজ্বেলেভার □□□□□□

আলোকিতকরবেনএইবিষয়টিইফুটেউঠেছেএইবাণীরমধ্যে ।যুদ্ধেযাওয়ারআগেমাভৈঃমাভৈঃবলেধ্বনি তোলেপ্রলয়যুদ্ধেরসময়ঘ□□□ □ □□□কিন্তুএতদিনযারাজরাজীর্ণহয়েপড়েছিলতারাএইবিনাশেরমধ্যদিয়ে আলোরমুখদেখবে ।তাইজয়নিশ্চিতহবেইজেনে □□□□□□□□□□-

□□□□□□□□ □ □□□□□□অরুণহেসে □ □ □□□□□□□□□□□□□

□□-বসন্ত সোহিনী/□□-□□□□

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাওভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব

□□□! অগ্নি তূর্য কাঁপাক সূর্য বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব।

দুর্জয় মহা-□□□□ □□,□□□□! □□-মল্লার দীপক রাগে

জ্বলুক তড়িৎ-বহ্নি আগে ভেরির রন্ধ্রে মে -মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশি

শিরোনাম- উদ্বোধন

পত্রিকা ঃ সওগাত, বৈশাখ, ১৩২৭

রাগ- বসন্ত সোহিনী

এ গানটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গান এবং কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন এই গানে সেটা শুধু তার নিজের স্বপ্ন নয় সমগ্র □□□□ জাতির স্বপ্ন। তাই তিনি সংগ্রামী হয়ে এই উদ্বোধনী সংগীত রচনা করেছেন।

এস বিদ্রোহী মিথ্যাসূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধবীর!

আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ বিজলি ঝলক ন্যায়-□□□□

তুরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ,আমি □□-□□□ বিশ্ব-□□□,

পুরু-□□! সেই স্বরাজ!

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশী

শিরোনাম- আত্মশক্তি

পরাধীনতারবিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বিদ্রোহী তরুণ তাপস □□□□ মনে আত্মশক্তি বাড়াবার জন্য কবি এই বাণী প্রকাশ করেছেন এবং এই □□□□ তরুণ বিদ্রোহীদের আহবান করেছেন।

□□-মিশ্র বি□□□/□□-তেওড়া

এস, এস ওগো মরণ!

□□ □□□-ভীতু মানু -মেঘের ভয় কর গো হরণ।

না বেরিয়েই পথে যা'□ □□□□ □□□ □□□

বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে

তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের পরে

ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভ□□ □□□□

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশী

শিরোনাম- মরণ বরণ

পত্রিকা ঃ ১. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৮

মিশ্র- বেলাবল-তেওড়া

২. প্রবর্তক , আষাঢ়, ১৩৩১ (স্বরলিপিসহ)

স্বরলিপিকার- নলিনীকান্ত সরকার।

রচনা স্থান ও সময় ঃ কুমিল্লা, জুন-জুলাই, ১৯২১

সে সময়টা ছিল অস□যোগ আন্দোলনের যুগ।কুমিল্লাতেও তার ঢেউ এসে লেগেছে, সভা, শোভাযাত্রা আর আন্দোলনে কুমিল্লা তখন মুখর।এ সময় তিনি মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে সমগ্র □□□□□□ মরণ বরণে উদ্বুদ্ধ করে □□ এই রচনা বা বাণী এবং এখানে জাগরণের বাণীও ধ্বনিত হয়েছে।

ঘোর ঘোররে ঘোর ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর।

ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর

তোর ঘোরার শব্দে ভাই সদাই শুনতে যেন পাই

ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার,আর বিলম্ব নাই।

গ্রন্থ ঃ বিষের বাঁশী

শিরোনাম- চরকার গান।

পত্রিকা ঃ ভারতী, বৈশাখ, ১৩৩১ (স্বরলিপিসহ)

মানুষকে কোনো চেতনায় উদ্দীপ্ত করাও যে মহান গুণ তা নজরুলের এই গানের মধ্যেই আভাসিত হয়েছে।১৯২৪ সালে মে মাসে মহাত্মা গান্ধী হুগ□□ এলে একটি সভায় কবি গানটি গেয়ে শোনান।যদি□ এটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও এর মধ্যে পরাধীনতার শেকল ছেড়ার আহবান আছে।

ব্যান্ডের সুর/ত□□-দ্রুত দাদর

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোর ঝর্ণার মত চঞ্চল

মোরা বিধাতার মত নির্ভয় মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল

আকাশের মত বাধাহীন মোরা মরু সঞ্চর বেদুঈন

মোরা বন্ধনহীন জন্ম-স্বাধীন চিত্ত মুক্ত শতদল।

গ্রন্থ ঃ ১. ছায়ানট

শিরোনাম- পাহাড়ী গান

রচনাস্থান ও কাল- হুগলী, □□□, ১৩৩১

২. নজরুল গীতিকা

ব্যান্ডের সুর

সুর- নজরুল

রেকর্ড ঃ কলম্বিয়া, আগস , ১৯৪৯

স্বরলিপি ঃ নজরুল □□□□ স্বরলিপি, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা □

এই গানে কবি পাহাড়ীদের জীবনযাত্রা, চলমান জীবনের ও মনের গতি প্রকৃতি প্রকাশ করেছে।যদিও এ গানটি আবার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের স্থায়ী সংগীত□□□□□গৌরবলাভ করেছে।

মার্চের সুর

অগ্রপথিক হে সেনাদল জে কদম্ চল্‌রে চল্

রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর,

বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর

রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান হান্‌রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ।

গ্রন্থ□ ঃ ১.জিঞ্জীর (শিরোনাম-অগ্রপথিক)

২.নজরুল গীতিকা (মার্চ সং)

পত্রিকা ঃ সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

পাদটীকায় লেখা হুইটম্যানের অনুসরণে সে সময়ে ভারত মানসে বৃটিশবিরোধী তথা পরাধীনতা বিরোধী যে মানসিকতা দানা বেঁধে উঠেছিল তারই বাস্তব প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের এই

□□

গানেস্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে □□□□□ পড়ার কালাতিক্রমী প্রেরণার রূপায়ন ঘটে□ এই গানে এ□□ বীর সৈনিক ও বিদ্রোহী □□□□□ যাতে কোনভাবেই পশ্চাদমুখী না হ□ সে জন্য তাদের অনুপ্রাণীত করেছে।

মার্চের সুর/তাল-ফের্ত□

টলমল টলমল পদভরে □□□□ □□□ □□□□

খরধার তরবার কটিতে দোলে

□□□ □□□ □□-ডঙ্কা বোলে

ঘন তুর্য-রোলে শোক-মৃত্যু ভোলে দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে।

গ্রন্থ ঃ ১.প্রলয় শিখা

শিরোনাম-সমর □□□□

২. নজরুল গীতিকা

মার্চের সুর

রেকর্ড ঃ ১.মেগাফোন, অক্টোবর, ১৯৩৩

শিল্পী-মেগাফোন কোরাম পার্টি (জ্ঞান দত্ত ও অন্যান্য)

নাটক ঃ আলেয়া

নাট্যকার- নজরুল

বিদ্রোহী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নজরুল □□□ এই গানের মধ্যে যেমন বিদ্রোহের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন।তেমনি শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণীত করেছেন স্বদেশবাসীকে। □□□ মতো করে কোনো কবি-ই উদ্দীপ্ত করতে পারেনি □□□□□□এবং □□□□□ যে বিদ্রোহ চেতনায় সামনেই এগিয়ে যাচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ।

মার্চের সুর/তাল-দ্রুত দাদর

শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ

পূ° -চিত্ত মৃত্যু তীর্থ পথের যাত্রী কই

□□□ □□□□ □□□□ □ □□

ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয় জানি মোরা হবই হব জয়ী।

গ্রন্থ ঃ গানের মালা

মার্চ সং

রেকর্ড ঃ টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৪

শিল্পী ঃ কমল দগাশগুপ্ত

সুর ঃ London Philharmonic Orchestra (Record)

স্বরলিপি ঃ ১.নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খণ্ড, হরফ

২. নজরুল সংগীত , স্বরলিপি, দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা।

মার্চেরসুরঅবলম্বনেগানটিতৈরিকরাহয়েছে।গানটিরবাণীতেনবীনদেরপ্রতিউদাত্তআহবানজানিয়েছেনন তুনপথেরসন্ধাননিয়ে রাত্রীশেষেরউ[illegible]স্বর্গর[illegible],শুভ্রদিনজাগবেজননীশক্তিময়ীআমাদেরজেগেউঠবেই।

নজরুল ছিলেন এক অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী।ভারতবর্ষকে ইংরেজ [illegible] পাশমুক্ত করার সংগ্রামকে তিনি [illegible]পবিত্রকর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

তেমনি স্বদেশবাসীকেও অকুতোভয় সংগ্রামী করে তুলতে বলেছেন জানি মোরা হবই হব জয়ী এবং এগানে বিদ্রোহীদেরকে আরো মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়ে সামনে চলার গতিশীলতা তৈরি করিয়েছেন।

মার্চের সুর/তাল-[illegible]

চলরে চপল তরুণদল বাঁধন হারা

চল্ [illegible]

[illegible]

গ্রন্থ ঃ গানের মেলা

মার্চের সুর

রেকর্ড ঃ টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৪

পত্রিকা ঃ মোয়াজ্জিন আশ্বিন, ১৩৪০

নজরুল রচিত পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে জনগণকে □□□□□ অনুপ্রাণিত করেছিলেন তা অনুধাবন করা যায় এই সংগ্রামী গানে। এখানে কবি বলেছেন মরা নদীতে পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা, সুতরাং পিছনে কে ডাকে তা নয়, মনের মাঝে রণমাদল বাজিয়ে আধার ঘরে কে পড়ে আছে তাকে ডেকে নিয়ে আয় আমাদের সংগ্রামে।

মার্চের সুর/

বীর্‌দল আগে চল্

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

যৌবন-সুন্দর চি -চঞ্চল

□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

আশা জাগায়ে নিরাশায়।

গ্রন্থ ঃ গানের মালা

মার্চের সুর

রেকর্ড ঃ এইচ.এম.ভি, জুলাই, ১৯৩৩

এখানে কবি পরাধীনতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী দল তাদেরকে উদ্দেশ্য□□□বলেছেন বীরবল আগে চল।পৃথিবীকে কম্পিত করে মৃত্যুকে পিছনে ফেলে আপন ভোলা পাগলের ন্যায় তারা সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। যদিও রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়নি।

মার্চের সুর/তাল-ফেরতা(দ্রুত দাদরা ও কাহার□□)

□□-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ঘন-বজ্রে বিষাণ □□□□

জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে সাজো সাজো রণ-সা□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□□,□□□□□ □□□□□

আগুয়ান আগুয়ান হও ওরেআগু

ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফ□□□

গ্রন্থ ঃ গানের মালা

মার্চ সং

রেকর্ড ঃ টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৪

□□

শিল্পী-সন্তোষ কুমার দাস।

স্বরলিপি ঃ নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা□

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তথা, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের পটভূমি রচিত হলেও নজরুল ইসলামের এই সংগ্রামী □□□□ মালার আবেদন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কালাতিক্রমে প্রেরণার রূপায়ন ঘটেছিল এই গানে।

জাগোরেতরুণজাগোরেছাত্রদল

(স্বতঃ) উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায় জাগো প্রাণ-চঞ্চল

ভেদ বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর

ধূলিৎসাত করি জাগো উন্নত-শির]

সূত্র ঃ পাণ্ডুলিপি(নজরুল গীতি-অখণ্ড গ্রন্থে নির্দেশিত)

নাটক ঃ বুলবুল, পৌষ, ১৩৪৪

গ্রন্থ ঃ নজরুল গীতি,অখণ্ড, হরফ□

বি:দ্র:পাণ্ডুলিপিতে 'দেব সাহিত্য কুটির মধুমেলা' উল্লেখিত।

নজরুল□□□□ ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার আদি দাবি উত্থাপনকারীদের অন্যতম ছিলেন। তরুণ ছাত্রদলকে উপলক্ষ্য করে অবশ্য কবির এই বাণী এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনজাগরণের আহবান ধ্বনিত করা হচ্ছে এই বাণীতে।

জগতে আজিকে যারা

আগে চলে ভয়হারা

ডেকে যায় আজি তারা,

চল্ রে সুমুখে চল।

গ্রন্থ ঃ গুলবাগিচা

পেগ্যান সংগীত

রেকর্ড ঃ এইচ.এম.ভি জুন, ১৯৩৫

গুল বাগিচা গ্রন্থে ১৯৩৩ সালে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক এই গান অন্তর্ভূক্ত হয়। মুলত

কবি'র বাস্তব চেতনাগুলোতুলে ধরেছেন তার এই সংগ্রামী গানে□

মার্চের সুর/তাল-কাহার্‌ব□

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী

□□□□ □□□□!

ঐ পোহাল তিমির রাত্রি।

দ্রীম্ দ্রীম্ দ্রীম্ রণ-ডঙ্কা

শোন বোলে নাহি শঙ্কা।

গ্রন্থ ঃ গানের মালা

মার্চের সুর

রেকর্ড ঃ টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৪

নজরুল রচিত পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানের ভিতর ভয়-ভীতি নিগ্রহকে তুচ্ছ করে রক্তিম উল্লাসে ধাবমান করেছে সংগ্রামী মানুষকে তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এই বাণীতে।

কীর্তন-বাউলেরসুর/□□-লোফা

আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল

মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান

ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।

গ্রন্থ ঃ সর্বহারা

শিরোনাম –ছাত্রদলের গান]

নজরুলগীতিকা

সুর-কীর্তন বাউল।

রেকর্ড ঃ কলম্বিয়া, জানুয়ারি, ১৯৫১

শিল্পী- গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও পার্টি

রচনা ঃ ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩; কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালের মে মাসে ছাত্রযুবা সম্মেলনের উদ্বোধনী □□□□ হিসাবে রচিত ও কবি দ্বারা গীত। গানটি পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান হলেও এটিকে নজরুলের যুব

জাগরণমূলক গানের উদাহরণ রূপেও গণ্য করা যায়। ছাত্রসমাজকে জাগ্রত করতে পারলেই ব্য
রকমের একটা পরিবর্তন আসবে সব ক্ষেত্রেই এই আশা নজরুলের। তাই তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত
□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□

উপরোক্ত প্রভৃতি গান পরাধীনতার বিরুদ্ধে একটি জোরালো ভূমিকা রেখেছিল।তাঁর লেখা দেশাত্মবোধক গানগুলোর মধ্যে সংগ্রামী গানগুলো একটি বিশেষ জায়গা দখল ক
□□□□এরবিশিষ্টতার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারস্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ।নজরুল বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের নিরাপদ দূরত্বে থেকে সংগীত রচনা করেননি। □□□□ বিভিন্ন মিছিল মিটিং এ অংশগ্রহণ □□□□। জেলে গিয়ে,জেলের ভিতর অসহ্য অত্যাচার সহ্য করে, অনশন পালন করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে এসব গানে।তাঁর অন্তরের ভিতর থেকে এসব গান বেরিয়ে আসত এর পূর্বে এক মুকুন্দ দাস ছাড়া অপর কোনো প্রধান বাঙালি কবি এমন স্বতঃস্ফুর্ত একাত্মতা করে উদ্দ্য□□□ □□□,সংগ্রামী □□রচনা করেননি।

'□.করুণাময়গোস্বামীতাঁরনজরুলগীতিপ্রসঙ্গবইটিতেলিখেছেনযেদিলীপকুমারতাঁরএকটিলেখায়বলেছে □:- একটা টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেল: সুভাষ একবার আমাকে বলেছিলেন, 'ভাই' জেলে যখন ওয়ার্ডার লোহার দরজা বন্ধ □□□,তখন মন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব।

তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান:-

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার □□□□ বেদী।

মান্দালয় থেকে একটি পত্রে সে কতকটা আভাষ দিয়েছিল একবার।লিখেছিল (মে, ১৯২৫)

I do not think that I could have looked upon a convict with the authentic eye of sympathy had I not lived personally as prisner. And I have not the least doubt that the production of our artists and litteraturers, generally, would stand to gain in ever so many

ways could they win to some new experience of prison life . We do not perhpaps realise the magnitude of the debt owed by kazi Nazrul Islam's verse to the living experience he had of Jails.

একথা সত্য যে, জেলেনা গেলে কাজী কখনই এমন প্রাণ জাগানিয়া চরণ লিখতে পারত না□"□□

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়

সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে, কবর তারে লয়

মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরভয়।

মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুঞ্জয়ের ফল।

নজরুল রচিত পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে □□□□□□ কী গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা অনুধাবন করা যায়, ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার এ্যালবার্ট হলে আয়োজিত নজরুল সংবর্ধনায় প্রদত্ত নেতাজী সুভাষ বসু'□ □□□□□□□□-

,তার লেখার প্রভাব অসাধারণ, তার গান পড়ে আমার □□□□ বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা □□□□।আমাদের প্রাণ নেই তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে বিদ্রোহী বলা হয় একথা সত্য।তার অন্তরটা যে বিদ্রোহী তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র □□□□ প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।কবিনজরুলযেস্বপ্নদেখেছেন,সেটাশুধুতাঁরনিজেরস্বপ্ননয়,সমগ্রবাঙালিজা□□□□"□□

এইগানেইনজরুলেরদেশপ্রেমেরসত্যতাফুটেউঠেছিল।স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কালাতিক্রমী প্রেরণার রূপায়ন ঘটেছিল এসব গানে।বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল স্তরে নজরুলের এসব সংগ্রামী সংগীত মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে ভবিষ্যতেও নজরুলের এসব গান সংগ্রামী মানুষের জন্য প্রেরণাদায়ক হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

□□

১.৩ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

কবি সাহিত্যিক মানেই মানুষকে ঘিরে প্রকৃতিকে নিয়েই সকল লেখা।কবি নজরুল তার ব্যতিক্রম □□।তবে তিনি অন্যদের তুলনায় একটু আলাদা।□□□□□□□□□ সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনিগানের মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।শোষণের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন।কবি'র বেশ কিছু উদ্দিপনামূলক গানকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান হিসেবে ধরা যায়।এই সকল গানের মধ্য দিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তার প্রচণ্ড ইচ্ছা রূপলাভ করে।

কাজী নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।আর তাঁর রাজনীতি ভাবনা ছিল সমাজভাবনার সঙ্গে একীভূত।আজ যদি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাঁর রাজনীতি ভাবনার স্তম্ভ ছিল পাঁচটি□যথা:-

(১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা

(২) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তথা শোষণমুক্ত সমাজ সংগঠন।

(৩) সাম্প্রদায়িক প্রীতি সংস্থাপন ও

(৪) মুসলিম জাগরণ।

(□)সর্বহারাদেরজা□□□□

শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে প্রকাশ পেয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাসনা।রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি বিষয় দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত বলে কখনো কখনো একই গানে দুইভাবনার মেশামেশি ঘটতে দেখা যায়।অর্থনৈতিক মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের প্রেরণার বিষয় □□ সাম্যবাদ।

শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে নজরুল ইসলাম এই সর্বহারা শ্রেণির মানুষেরই উত্থান ও বিজয় কামনা করেছেন।সর্বহারা শব্দটির তার ব্যবহার থেকেই বাংলার জনপ্রিয়তা লাভ করে। নজরুল সক্রিয়ভাবে রাজনীতি□ সঙ্গেযুক্ত ছিলেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।কিন্তু তিনি এটুকু বুঝতে পারেন যে এই দলের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রাম ত্বরান্বিত হবে না।

□□

বিষয়টি নিয়ে নজরুল কুতুব উদ্দিন আহমদ, হেমন্ত কুমার সরকার ও শামসুদ্দিন হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করে চারজনের উদ্যোগে ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি, The Labour Swaraj party of the Indian National Congressগঠিত হয়। এমনকি এই দলের যে ইশতেহার তা নজরুলের নামে প্রকাশিত হয়। আর এর দল গঠিত হওয়ার পর সাপ্তাহিক যে মুখপত্র তা 'লাঙ' নামে বের হয় নজরুল ছিলেন □□ □□□□□□□

১৯২৫ সালে ২৫ ডিসেম্বর মাসে নজরুলের বিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ সাম্যবাদ প্রকাশিত তাঁর লাঙল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। এই সংখ্যাতেই তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংগঠনের □□□□□□□,গঠনপ্রণালী এবং উদ্দে তা তিনি প্রকাশ করেন□ গঠনপ্রণালী,উদ্দেশ ,□□□□□□□□ বিষয় দেখে মানুষ এটুকু বুঝে গেছিলেন যে,□□□ শ্রমজীবি মানুষের অধিকার রক্ষা ও সাম্যবাদী চিন্তায় উদ্ভাবিত এইটি □□□ভারতবর্ষের জনগণকে নিয়ে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন।'□□ ১৯২৬ সালে □□□□বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীদ্বিতীয় অধিবেশনে□ □□□□□ □□□ The Labour Swaraj Party of the indian National congress□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ ফয়েজ উদ্দিন হোসেনের প্রস্তাবে আর বগুড়ার ব্রজনাথ দাসের সমর্থনে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা এবং প্রসারের জন্য সবার সম্মতিতেই দলের ন -বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক ' □□□ □□□□□□ □□□Bengal Peasants and Workers Party indian National Congresss – এর অন্তর্ভুক্ত আর □□□□□□ □The Bengal peasants and workers party-নামে নতুন নামকরণ করা হলো এভাবে নজরুল নিজেকে রাজনীতির সাথে বেশ জোরালোভাবে যুক্ত করেছিলেন।"শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের প্রশ্নটি সামনে রেখে স্বাধীনভাবে এই দল গঠিত হয়□ পরে অবশ্য এই দলের নাম ওয়াকার্স এ্যান্ড পেজান্টজ পার্টি The Bengal peasants and workers party-এর সঙ্গেও নজরুল যুক্ত রইলেন।"[□□]এটি ছিল এই পার্টির সর্বশেষ নাম।এই প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরার কারণ নজরুল তখন যে শুধু কবিতা ও গানচর্চা নিয়ে ব্যস্ত নয় □□□ শোষিত নীপিড়ীত মানুষের পক্ষে তিনি যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন,অবহেলিত সর্বহারা মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি যে কতটা সোচ্চার ছিলেন তা তাঁর এই সংগঠনের কার্যক্রম থেকেই বোঝা যায়। এ সময় লাঙল ও গণবানীতে প্রকাশিত গানসমূহে নজরুল যুগযুগ ধরে অবহেলিত ও শোষিত মেহনতি জনগণের

□□

প্রতি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য আকুল আহবান জানান□নজরুলের কাব্যগুলোই ছিল যেন শ্রেণি চেতনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।সাম্যবাদী, সর্বহারা, প্রভৃতি তার কাব্যগ্রন্থ ব্রিটিশরা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমেই এদেশে শোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।নিপীড়িত লাঞ্চিত-বঞ্চিত শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়েছেন □□□ অনেক কবিতা □ গানে।

ভারতেরধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে জাতপাত ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার তাঁরই একটি লেখায়–

গাহি সাম্যের গান

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে

সব বাধা ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ

মুসলিমক্রীশ্চান। (সাম্যবাদী)

নজরুলের আগে এই ধরনের শব্দ বা হৃদয়গ্রাহী বাণী কখন শুনিনি।

কাজী নজরুল কৃষককে জাগ্রত করার জন্য লিখেছেন কৃষাণেরশোষণের বিরুদ্ধে গান।

ওঠ্ রে চাষি জগদ্বাসী ধর্□'ষেলাঙ্গল

আমরা মরতে আছি ভাল করে□ মরব এবার চল্□

মোদের উঠান-ভ□□ শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ

ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ।

গ্রন্থ ঃ সর্বহারা

শিরোনাম ঃ □□□□□□ গান

পত্রিকালাঙল এ ৮ই পৌষ ১৩৩২ সংখ্যায় □□□□□□ গান প্রকাশিত হয়।চাষীদের উজ্জীবিত করতেই কবির এই গান।তিনি কৃষকের ভিতর যে জড়তা তা কাটাতে কৃষককে সাহস জুগিয়েছিলেন। এক সময় এখানে উঠান ভরা শষ্য ছিল

কৃষকের হাসি মাখা মুখ ছিল

□□

বৈশ্য দেশের দস্যু এসে

লাঞ্ছনা করে কৃষককে □কিয়েছে।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শক্ত হাতে লাঙল ধরতে বলেছেন কারণ কৃষকের শক্তি□ প্রতীক তার লাঙল।নজরুল শ্রমিকদের নিয়েও গান রচনা করেছেন,হাতে ধরতে বলেছেন হাতুড়ি,কাঁধে তুলে নিতে বলেছেন শাবল। শ্রমিকদের দুটি হাতিয়ার তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত, যাতাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার।

,১৯২৬ সালের ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে □□□□ বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। ডক্টরনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীতরূপে শ্রমিকের গানরূপে কথিত এই গানটি নজরুল রচনা করেন এবং নিজেই তা সম্মেলন পরিবেশন করেন।এ প্রসঙ্গে হেমন্ত সরকার জানিয়েছেন,কনফারেন্সের জন্য গান লেখার ফরমাস করা গেল নজরুলকে। □□□□ একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আদায় করলুম দুটি গান- ধ্বংস পথের যাত্রীদল, আর ওঠরে চাষী জগদ্বাসী □□ □□□ □□□□। বাংলা সাহিত্য এই □□□□□ গান ছিলনা এর আগে, নজরুলই তার পথকার□"□□

জেলেদের উৎসাহিত করার জন্য নজরুল লিখেছেন এই গান জাতিগতভাবে তথা বর্ণের দিক দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জেলেদের একটু নিচু সম্প্রদায়ভুক্ত ধরা হয়ে থাকে। সামাজিক দিক দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে তারা একটু পিছিয়ে তাই তাদের কবি বলেছেন আমরা নিচে আর রইব না□ সব কিছু পিছনে ফেলে বিশ্বসভায় ওঠার আহবান জানিয়েছে□নজরুল।

□□□□□□□ □□□/

আমরা নিচে পড়ে রইব না আরশোন রে ও ভাই জেলে

এবার উঠবো রে সব ঠেলে

ঐ বিশ্ব সভায় উঠলো সবাইকেএমুখো মজুর হেলে

এবার উঠবো রে সব ঠেলে।

গ্রন্থ ঃ সর্বহারা

শিরোনাম ঃ ধীবরদের গান/ জেলেদের গান

□□

পত্রিকা লাঙল ৪ঠা চৈত্র ১৩৩২পাদটিকায় মুদ্রিত মাদারীপুরেরলিখিত বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎসজীবী সম্মিলনীয় তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী □□□□ । নজরুল স্বয়ং এই সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীতে। নজরুল স্বয়ং এই সম্মেলনে ১৯২৬ সালে যোগ দিয়েছিলেন।

অসস্থু থাকা সত্ত্বেওনজরুল ২৭ ও ২৮ শে ফালগুন ১৩৩২ সালে সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন।

রক্ত পতাকার গা /

ওড়াও ওড়াই লাল নিশান

দুলাও মোদের রক্ত পতাকা ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান

শীতল শ্বাসের বিদ্রুপ করি ফোটে কুসুম

□□-বসন্ত-সূর্য উঠিছে টুটিয়ে ঘুম।

গ্রন্থ ঃফণিমনসা

শিরোনাম ঃরক্ত পতাকার গান

পত্রিকা ঃগণবাণী, ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৭

এটি একটি □□□□□ কবিতার ভাবানুবাদ যা উদ্দীপ্ত করেছে শ্রমিকদের।

লাল নিশান উড়িয়ে জাগিয়ে তুল□ বলেছে শ্রমিকদেরজাগরতূর্যওরে শ্র□ক সব মহিমার উত্তরাধিকারী□এই গানে শ্রমিকদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হয়েছে এবং যত গৌরর উন্নতি এর পিছনে শ্রমিকের পরিশ্রমের □□□ তাই সকল মহিমার প্রাপ্তি এই শ্রমিকের। তাদের ত্যাগ ও শ্রম না থাকলে উন্নতি সম্ভব নয়। জাতির অগ্রগতির একটি বিরাট অংশ নির্ভর করে শ্রমিকের উপর। সাপ্তাহিক পত্রিকা '□□□□' শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কাজ করত কিন্তু এটা বেশিদিন চলেনি। মোট ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে সাপ্তাহিক -□□□□'বন্ধ হয়ে যায়। ১২ই আগস্ট থেকে এটি নতুন নাম 'গণবাণী'নামে বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র রূপে মুজফ□□ আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। রক্ত পতাকার গান, জাগরতূর্য প্রভৃতি গান যথাক্রমে, ১৩৩৪ সালের ৮ই বৈশাখ ১৫ই ও ২২বৈশাখ সংখ্যা 'গণবাণী'তে প্রকাশিত হয়। নজরু□ যারা সর্বহারা তাদের জাগরণ ও বিজয় কামনা করেন। যেসব গান রচনা করেন তার মধ্যে অন্তরন্যাশনাল □□□□□ অন্যতম।

নজরুলের অন্তরন্যাশনাল □□□□□ রচনা সম্পর্কে ,মুজফ্□□ আহমদ জানিয়েছেন,

নজরুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের নাম দিয়েছেন অন্তরন্যাশনাল সংগীত। হয়তো সকলে জানেন না যে ইন্টারন্যাশনালসংগীতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গানটির ভিতর দিয়েই মজুর শ্রেণির আন্তর্জাতিকতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। সারা দুনিয়ার মজুর শ্রেণির মধ্যে যে একটা সংঘবদ্ধতা আছে তাও প্রকাশ পায় এই গানটির ভিতর দিয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় এই গানটি গাওয়া হয় একই সুরে। মজুর শ্রেণির কোনো বিশ্বসম্মেলনে এই গানটি গাইতে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। হয়তো চল্লিশটি দেশের লোকেরা একই সুরে একই সঙ্গে গানটি গেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে নাযে বিভিন্ন ভাষীরা গানটি গাইছেনমনে হচ্ছে একই ভাষার মানুষে একই সঙ্গে গাইছে। প্রথমে একজন □□□□মজুর এই গানটি লেখেন। পরে নানান দেশের নানান ভাষায় তরজমা হয়ে গানটি বিশ্বসংগীতে পরিণত হয়। ১৯২৬ সালে আমি নজরুলকে এই গানটি বাংলায় তরজমা করতে বলি। তার জন্যে গানের একটি □□□□□ কপি তো তাকে জোগাড় করে দিতে হবে। চেষ্টা করেও আমি এমন একখানা বই জোগাড় করতে পারলাম না যাতে ব্রিটেনের মজুরেরা যে তরজমাটা গান, তা পাওয়া যায়। আমেরিকার তরজমাটি পাওয়া গেল আপটন সিংক্লেয়ার এর হেল (Hell, a Verse Drama) নামক নাটিকায় ব্রিটেনে গাওয়া তরজমার সংগে দুটি কিংবা তিনটি শব্দের শুধু তফাৎ। তাতে মানে বদলায়নি, সুরতো নয়ই। আমাদের কেউ যখন ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের সুর জানতেন না, নজরুল□□□□□□ □□। নজরুল আমায় বলল, এর স্বরলিপি(নোটেশন) জোগাড় করে দাও। তাহলে তা যন্ত্রে বাজিয়ে সেই সুরের চৌহুদ্দির ভিতরে গানটি আমি তরজমা করে দেব। কিন্তু এই নোটেশন আমাদের কেউ দিতে পারলেন না। শেষে নজরুল একদিন আমাদের অফিসে (৩৭, ব্যারিসন রোড) আসতেই আমি তাকে বললাম– নোটেশন ছাড়াই তুমি গানটির অনুবাদ করে দাও। প্রথমে একবার তা গণবা□ীতে ছাপতে দিই তারপর দেখা যাবে□□ করা যায়। তখনই সেখানে বসেই সে গানটির অনুবাদ করে দিল। বাঙলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদতো বটেই, আমার বিশ্বাস ভারতীয় ভাষাগুলিতে যতসব অনুবাদ হয়েছে সে সবেরও সেরা। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দী অনুবাদ দেখেছি, তাঁর মনগড়া কথায় ভরা। নজরুলের অনুবা□□ তার মনগড়া কথা নেই। তরজমা করার পরে নজরুল আবারও

আমাদের বলে দিল যে তার পরেও যদি আমরা নোটেশন জোগাড় করে দেই তবে সে গানে সুরসংযোগ করে দেবে। কিন্তু নোটেশন আমরা জোগাড় করতে □□□□□ না।”□□

‘ইন্টারন্যাশনাল সঙ’মূল গানটি ফরাসি শ্রমিক কবি ইউজিন পাঁতিয়ের রচনা করে ছিলেন যার □□□□□ ভাষান্তর।

Arise, Ye preisoners of starvation
Arise, Ye wertched of the earth
For Justi/ce thunders condemnation
A better world’s in brith
No more tradition’s chains shall bind us,
Arise, Ye Slaves, no more in thrall
The earth shall rise on new foundations,
We have been nanght, we shall be be all.

উপরোক্ত ইন্টারন্যাশনাল এর □□□□□ ভাষান্তর এর–নজরুলকৃত বঙ্গানুবাদ

জাগো-
জাগো অনশনবন্দী, উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।।
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ।।
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সবর্নাশের, এরে ভাঙির এবার
ভেদি দৈত্যকারা
আয় সর্বহারা
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত।

□□

জাগোঅনশনবন্দীওঠরেযত

জগতেরলাঞ্ছিতভাগ্যহত

গ্রন্থ ঃ□.□□-□□□□

□□□□□□- ঃ□.□□□□□□,□□□□

□.নজরুলগীতিকা

ইন্টারন্যাশনা সংগীতেরসুর

পত্রিকা ঃ□□□□□,বৈশাখী,□□□□

□□□□ ঃকমিউনিস্টইন্টারন্যাশনালসংগীতেরঅনুবাদ ।

রেকর্ড ঃএইচএমভিএপ্রি ,□□□□

□□-□□□□□□□□

শিল্পী- সত্যচৌধুরী

সুর ঃ□□□□□□□□

ওরেধ্বংসপথেরযাত্রীদল!ধরহাতুড়িতোলব□□□□□□□

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,পায়ের সুখে ভাঙব চল্□

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-□□□

পাহাড় টলে তুষার গ -

মরুভূমে সোনার ফসল ফলে

গ্রন্থ ঃসর্বহারা

□□□□□□□ ঃশ্রমিকেরগান

পত্রিকা ঃ□□□□,ফাল্গুন,□□□□

রচনাস্থানও□□□ঃকৃষ্ণনগর,□□□□□□□□

,এইগানটিকবি□□□□

□□□□□□□ফেব্রুয়ারিকৃষ্ণনগরেএকটিনিখিলবঙ্গপ্রজাসম্মেল অনুষ্ঠিতহয়সেখানেদ্বিতীয়অধিবেশনেরউ

দ্বোধনীসং□□হিসেবেএইগানটিব□□□□□□□এবংকবিনিজেইগানটিগেয়েঅনুষ্ঠানেরউদ্বোধনঘোষণাকরে

□□গানটিনিয়েএকা সৃষ্টিরবিষয়নিয়েজনৈকলেখকহেমন্ত□□□□□□□□-

কনফারেন্সেরজন্যগানলেখারফরমাসকরাগেল

নজরুলকে।তাকেএকটাঘরেরমধ্যেঠেলেদিয়েদরজাবন্ধকরেদিয়েআদায়করাগেলদুটিগান- ধ্বংসপথেরযাত্রীদলআরওঠরেচাষীজগৎবাসীধরকষেলাঙল শ্রমিকসম্মেলনেরজন্যনজরুলযেশ্রমিকের □□□□□□□□□□□□,তাবাংলাসাহিত্যেআগেছিলনানজরুলইএরস্রষ্ট "□□

পুরাতনসকলজরাজীর্ণতাকেমুছেদিয়েচিরযৌবনাকরেরাখতে□□□□ধরাকে।পুরাতনদাসত্ত্বমনকেআর□ রেনারাখারজন্যে

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□আহ্বানজানাতেবলছেন।এগানটিওশ্রমিকদেরগান।সব□□□ ছিয়েপড়াজনগোষ্ঠীকেএগিয়েআনারজন্যসমাজেমাথাউঁচুকরেবাঁচারজন্যস্বপ্নদেখিয়েছেন।হতাশাগ্রস্থদে রআশারআলোদেখিয়েছেন।নজরুলসবসময়সবহারাদেরসঙ্গে

□□□□□□নিঃস্ব□□,নিস্পেষিতদেরপাশেথেকেতাদেরঅধিকারআদায়েরজন্যতিনিসর্বদালড়েছেনতাঁরকা ছেজাত-□□□,ছোট-□□,উঁচু-নিচুবলেকোনবিষয়ছিলনা।

১.৪ bvix RvMiYgjK Mvb

যে সকল দেশাত্মবোধক গানে নির্দিষ্টভাবে নারী জাগরণের উদাত্ত আহবান প্রকাশিত সেই সব গানকে নারী জাগরণমূলক গান রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

এর মধ্যে নারী জাগরণ বা বাংলার নারীদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার ভেঙ্গে আলোতে বেরিয়ে আসার প্রেরণামূলক গান সংখ্যায় বেশী না হলেও উল্লেখযোগ্য। আপাতভাবে নারীর মানবিক অধিকার তথা তার শৃঙ্খলিত জীবনের কথা থাকলেও ওর মধ্য দিয়ে নজরুলের দেশ চেতনাই প্রস্ফুটিত হয় ,শুধু গানেই নয় কবিতাতেওনজরুল আগেই বলেছেন–

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার□□□□□□□ নারী অর্ধেক তার নর।

সংগ্রাম পরাধীতার বিরুদ্ধেই হোক বা সামাজিক প্রগতির পক্ষেই হোক, নারী সমাজকে পেছনে ফেলে □□□ বঞ্চিত রেখে পুরুষের একক উদ্যোগে তা সফল করে তোলা সম্ভব নয়। তাই নারী সমাজের প্রতি আহবান, তারা যেন প্রতিবন্ধকতাঅগ্রাহ্য করে বৃহত্তম সামাজিকসংগ্রামের অংশভাগী হন।তবে নজরুলের দেশাত্মববোধক গানের ধারায় জাগরণী গান অনেক হলেও নারী জাগরণমূলক□□□ খুবই কম।

□□

নজরুল জানতেন যে এ সমাজ যে পিছিয়ে আছে তার কারণ হচ্ছে অধিকার বঞ্চিত আমাদের নারী সমাজ। নারীরা সংসার সমাজ শেকলে বন্দি থাকায় আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ হচ্ছে না। তাই তাদেরকে টেনে আনতে হবে সভ্যতার আলোয়। এই উপলব্ধি থেকে নজরুল নারী জাগরণমূলক গান রচনা করেছেন। দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে নজরুলের এ ধারার গান একে বারেই কম। তার মধ্যে নজরুলের একটি গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

□□-□□□ /□□-ত্রিতাল/-□□□□□

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা

জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টিকা

দিকে দিকে মেলি তব লেহিহান রসনা

নেচে চল উন্মাদিনী দিক্‌বস□□-

নাট্যগ্রন্থ ঃ আলেয়া

নাটক ঃ আলেয়া (উদ্বোধন ১৯.১২.১৯৩১)

পত্রিকা ঃ জয়তী,বৈশাখ, ১৩৩৭

রেকর্ড ঃ ১.মেগাফোন, আগষ্ট, ১৯৩৬

২. এইচ.এম. ভি, জুলাই, ১৯৪৯

স্বরলিপি ঃ নজরুল স্বরলিপি, ডি,এম, লাইব্রেরী

□□-সারং □□-কাওয়ালী

বি:দ্র:-দুটি রেকর্ডের মধ্যে সুরেও বাণীতে ঈষৎ পার্থক্য রয়েছে

(ব্রহ্মমোহন ঠাকুর; নজরুল □□□□ নির্দেশিকা, ২০০৯, ১ম সংস্করণ,পৃ;২৯৮)

এই গানটির সৃষ্টি ঘটনা ছিল এ রকম-

১৯৩১ সালেরকথা যারা স্বাধীনতার জন্য □□□□□ □□দের জন্য একটি নিরাপদ স্থানের প্রয়োজন। তারজন্য কলকাতার ভবানীপুরের ট্রামরাস্তার মোড়ের সামনে দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের আনন্দম□□ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন মনে করেন। এই বিষয়ের উদ্দ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা। প্রবোধ কুমার এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছি□□ জানা যায় তিনি এই মঠের নাম আন□ □□ □□□□□ এখানে এই সংস্থাপনটি করার কারণ হলো যেহেতু এটি একটি মঠ সেখানে পাঠাগার ক□□ □□□

কেউ সন্দেহ করে এবং ঘোষণা করা মহিলাদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে □□□□ প্রতিষ্ঠানেরআড়ালে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য একত্রিত □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ যাতে কেউ সন্দেহ না করে সেই জন্য মন্দিরকে স্থান করা হলো কিন্তু পুজার সময় এখানে বিপদ হতে পারে তাই হাজরা রোডে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করার দিন কবি কাজী নজরুল ,নলিনীকান্ত□□□□□সহ অনেককেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। সেখানেই নজরুল এই গানটি গেয়ে শোনান।প্রবোধ কুমার সান্যাল তাঁর আত্মজৈবনিকগ্রন্থ -বনস্পতির বৈঠক' এর নারী জাগৃতিমূলক এ গানটির রচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

,আমাদের মূল উদ্দেশ যে পাঠাগার নয় এটি ইস্টমন্ত্রের মতো সকলের কাছেই চেপে রাখতে হলো। এটি একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবা কেন্দ্র এটিই প্রচারিত থাকল নলিনীদা ও নজরুল আমাকে অবিশ্বাস করেননি। আনন্দমঠ এর উদ্বোধনেরদিন বিভিন্ন সংবাপত্রের প্রতিনিধিদের আনিয়েছিলুম।দক্ষিণ কলকাতার বহুস্থানীয়মহিলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।উদ্বোধন সংগীত গাইল নজরুল তার অনবদ্য কণ্ঠে।এই উপলক্ষ্যে সে একটি গান রচনা করেছিল 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'□"□□ এবং এটি একটি প্রবল তেজোময় সংগীত। এর শক্তিদীপ্ত পৌরাণিক পূর্বোল্লেখ বেগবান শব্দমালার সংগে পরিপূরণ খেয়ার অঙ্গের সুর গানটিকে এক দৃপ্ত আহবানে পরিণত করেছে,এটিই সর্বাধিক প্রচলিত বাংলা নারী জাগরণমূলক গান।

আমি মহাভারতী শক্তিনারী

□□ কৃশ-তনু-□□□□□,স্বাহা-আমি তেজ-□□□□□

□□ □□□-□□□,জ্যোতি-আমি কল্যা' ,সাম ,প্রে ,□□□□

আমি ভবনে করুণা কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি।

এটির গ্রন্থ ঃসন্ধ্যামালতী

অন্য সূত্রের ঃশৈল দেবীর খাতা

বেতারঅনুষ্ঠান ঃ চীনের জাগরণ

(ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নজরুল সংগীত নির্দেশিকা; ২০০৯, ১ম সংস্করণ, ৬৮)

□□□□□□□□□□□□□□রূপ,□□□বর্ণন□□□□□□□□

□□□□□-□□□,জ্যোতি,-আমিকল্যা' ,সাম ,প্রেম,□□□□□

আমিভবনেকরুণ -কোমলআমিভুবনেরসর্বদ্বন্দ্বসংহারি

আমিশান্তউদাসীনমেঘেআনিবর্ষ' -বেগ,আমিতড়িৎলতা

পরাজীতপৌরুষেজাগায়েতুলি,দূরকরিনিরাশাদুর্বলতা

.....

আমিনবারুণআলোকআনিববিশ্বেতিমিরবিদারি ।

নজরুলনারীরপ্রতিসর্বোচ্চসম্মানদেখিয়েছেনতাঁরএইগানে ।নারীরাইপারেএকটিপরিবারকেসুন্দররেখে সাম্যআনতেপারে ।পুরুষেরভিতরসাহস□□□□□□,অন্ধকারদূরকরেআলোরপথদেখা বাণীগুলোতেনারীকেসত্যিইঅনেকশ্রদ্ধাজানিয়েছেনএবংপুরুষকেপ্রেরণাজুগিয়েছেন ।

আরও ‘মেলি শত দিকে শত লেলিহান রসনা” ‘চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা’

গানটির গ্রন্থ ঃ বুলবুল ২য় খণ্ড

বেতার ঃ সংঙ্গীতালেখ্য পঞ্চাঙ্গনা

তারিখ ঃ ২৩.৮.১৯৪১

শিল্পী ঃ চিত্ত রায় ।

(ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নজরুল সংগীত নির্দেশিকা, ২০০৯, ১ম সংস্করণ, ২৬৬)

চাঁদেরকন্যাচাঁদসুলতানা,চাঁদেরচেয়েওজ্যোতি

তুমিদেখাইলেমহিমান্বিতনারীকিশক্তিমতি ।

শিখালেকাঁকনচুড়িপরিয়াওনা□□

ধরিতেপারেযেউদ্ধততরবারি ।

গানটিতেনজরুলমেয়েদেরচাঁদেরমেয়েরসঙ্গেতুলনাকরেছেনএবংনারীরাশুধুচুড়িপরেথাকবেনাতারাবিপ দেতরবারিওধ□□□□তুমিচিন্ময়ী,রণরঙ্গি□□তুমিফিরেআসলেলক্ষ্মী ওসরস্ব□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ক্ষ্মীওসরস্বতীকেসম্পদএবংজ্ঞানেরঅর্থেব্যবহার

□□

□□□□□□□

□□-□□□□□□/□□-□□□□

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়

রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী-পরি ল□□ □□

নর নহে নারী ইসলাম পরে প্রথম আনে ইমা

আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।

গ্রন্থ ঃ ১ নজরুল রচনাবলী, ৩য়খণ্ড, ঢাকা□

২. নজরুল অখণ্ড, হরফ

সূত্র ঃ ১. পাণ্ডুলিপি (নজরুল সংগীত সম্ভার, ঢাকা)

২. রেকর্ড কোম্পানীর চুক্তিপত্র, ২৪.১.১৯৩৫

চুক্তিপত্রের □□- আমাদের নারী

রেকর্ড ঃ টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৫

শিল্পী-আব্বাস উদ্দিন □□□□

সুর ঃ আব্বাস উদ্দীন ও আবদুল করিম খাঁ

স্বরলিপি ঃ নজরুল সংগীত স্বরলিপি, ২য় খন্ড,ঢাকা

মালকোষ- দাদরা

"তুরস্কোর নারী জাগরণের অগ্রদূতিকা খালিদা এদিব কলিকাতায় এলে তাঁকে কারমাইকেল হোস্টেলের ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করেন।এই উপলক্ষে কবি ছেলেদের অনুরোধে গানটি রচান করে দেন।"□□

এইসবগান নজরুলের নারী জাগরণমূলক গান।যে দেশ ছিল নজরুলের□□□□□ □□□□ □□□□□, সে দেশের নারীরাও তাই ভাষা পেয়েছে তার গানে□সুরে এ কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

১.৫gmwjg RvMiYgjK Mvb

নজরুল যখন □□□□□ রচনা শুর করেন□□□ □□□ □□□□□□□□ অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলমান গীতি□□□□ সন্ধা□ আমরা পাইনি।কাজেই নজরুলই সেই মুসলিম জাগরণমূ□□ গান

রচনার পথিকৃত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।নজরুল ইসলামের কিছু দেশাত্ববোধক গান □□ মুসলিম জাগরণমূলক গান□□□□□ □□□□□ ।এই সব গানে তিনি নির্দিষ্টভাবে মুসলিম সমাজের প্রতি জাগরণের আহবান জানিয়েছেন।হিন্দুমেলার যুগ থেকে স্বদেশী যুগ পর্যন্ত সমাজ জাগরণের গান রচিত হয়েছে প্রচুর কিন্তু সেগুলোর বিষয় ও বক্তব্যের দিক থেকে ছিল হিন্দু জাগরণমূলক সংগীত। নজরুলের পূর্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন উপলক্ষ্যে সরলাদেবী চৌধুরাণী যখন 'অতীত গৌরব□□□□□মম বাণী'গান রচনা করলেন তখনই কেবল বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ভারতের সকল ধর্ম, সম্প্রদায়ের ও তাদের মিলনের কথা উল্লেখ করা □□□□। গানটির দুটি লাইন উল্লেখ করা হলো:-

"অতীত গৌরব□□□□□□□বা□□!

গাহ আজি হিন্দুস্থান মহাসভাউন্মাদিনী মম বাণি!

করবিক্রঃ -□□□□-□□□□-সৌরভপূরিত□□□□□□□□!

বঙ্গ,□□□□,উৎকল,মাদ্রাজ,□□□□,গুর্জর,পাঞ্জাব,রাজপুতান!

হিন্দু,পার্সি,জৈন,□□□□,□□□,মুসলমান

□□□□□□কণ্ঠে,□□□□□□□'নমোহিন্দুস্থান'

জয়জয়জয়জয়হিন্দুস্থা 'নমোহিন্দুস্থান'!"□□

গাহ আজি হিন্দুস্থান এই গানটির মধ্যে নজরুল একটা শূন্যতা দেখেছিলেন □□□নজরুল এই শূন্যতা মোচনের ব্রতীহয়ে মসুলিম জাগরণের ব্যাপারটিকে দেশাত্মবোধক গানের বিষয় হিসেবে তুলেছিলেন। সকল দেশের মুসলমানদের যেভাবে সকল দিক দিয়ে সমাজের উচ্চ স্থানে পৌঁছে □□□, ভারতীয় মুসলিমরা সেখানে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায়ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। তাই নজরুলের □□□□□ জায়গা থেবে মুসলিমদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি তাঁর সাহিত্য সংগীতে মাধ্যমে উৎসাহিতকরেন। মুসলিম জাগরণের জন্য তিনি শুধু সাহিত্য সংগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। যেখানে অতিথি হিসেবে মুসলিম সম্মেলনে গিয়েছেন সেখানেই তিনি মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তেমন কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি মুসলিম

রই কষ্টে নজরুল বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে বতৃতা প্রদান করেন ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্য ভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দান করেন তাতে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কথা উল্লেখ করেন। ,তিনি দুঃখ করে বলেন: পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আমরা আজ অন্ততঃ পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি শুধু তাই নয়,প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের তুলনায় ও ব মুসলিম সমাজ অনেক পশ্চাদপদ আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করতে পারে তরুণ,সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে এক তরুণের।সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ বাধা, নিরাশায় মরুভূমি, বিধিনিষেধের দুস্তর পাথার,এই সব লঙ্ঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের–তাহারা তরুণ।"

গুলো নজরুলের সকল মুসলিমের জাগরণের জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল তিনি মুসলিম জাগরণে নিজেকে ভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য, বারে বার ধ্বনিত করেছেন।নজরুলের এই গানগুলো মূলত প্রেরণা উদ্দীপনার গান।এই ধারায় উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে:-

মার্চের সুর/তাল-

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলাম লাল মশাল।
ওরে বে-,তুইও ওঠ্ জেগে,তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।
গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কী সুর্খ-তাজ,
রেজা পহ্‌ল – বিরান মুলুক ইরানও আজ।

গ্রন্থ	ঃ	জুলফিকার
		মার্চের সুর
রেকর্ড	ঃ	এইচ, এম.ভি, ডিসেম্বর, ১৯৩২
		শিল্পী আব্বাস উদ্দিন।
স্বরলিপি	ঃ	নজরুল সংগীত স্বরলিপি, একাদশ খণ্ড, ঢাকা।

নজরুলের এটি একটি আহবান মূলক গান।এ গানের তুর্কিদেরকে দেখিয়ে

মুসলমানদেরকে জাগ্রত করে তোলার অভিনব প্রকাশ পেয়েছে।

[illegible]-খাম্বাজ/[illegible]-কাহার্[illegible]

কোথায়তখ্[illegible] [illegible],কোথায় সে বাদশাহী

কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ ইয়া ইলাহি

কোথায় সে বীর খালিদ,কোথায় তারেক মুসা

[illegible] [illegible] [illegible],সে জুলফিকার নাহি-

গ্রন্থ ঃ জুলফিকার

রেকর্ড ঃ এইচ.এম.ভি, ডিসেম্বর, ১৯৩২

শিল্পী- আব্বাস উদ্দিন

স্বরলিপি ঃ নজরুল সংগীত স্বরলিপি,

দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা।

[illegible]-ভৈরবী/[illegible]-কার্ফা

জাগো না সে জোশ লয়ে আর সে মুসলমান

হায় করিল জয় যে তেজ [illegible]'য়ে দুনিয়া জাহান

যাহার তক্‌বির ধ্বনি,তক্‌দির বদলালো দুনিয়ার

[illegible]-ফরমানের জামানায় আনিল ফরমান খোদার-

গ্রন্থ ঃ জুলফিকার

রেকর্ড ঃ টুইন, ডিসেম্বর, ১৯৩৩

শিল্পী- আব্বাস উদ্দিন

স্বরলিপি ঃ নজরুল সুরলিপি, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা [illegible]

নজরুলের তেজবান আহবান মুসলিম সমাজকে উদাত্ত করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ নজরুলেই এই গানে।

[illegible]-[illegible]/[illegible]-কাহার্[illegible]

খুশি লয়ে খুশরোজের আয় খেয়ালি খুশ-নসি[illegible]

জ্বাল্ দেয়ালি শবেরাতের জ্বাল রে তাজা প্রাণ প্রদীপ

□□□

আন্ □□□ □□□□ □□□□□

দরাজ দিলের দৃপ্ত গান-

গ্রন্থ ঃ জুলফিকার

প্রতিকা ঃ জয়তী, মাঘ, ১৩৩৮

রেকর্ড ঃ এইচ,এম,ভি, সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

স্বরলিপি ঃ নজরুল সুরলিপি, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা।

কবি'র এ গানের মাঝেও জাগরণী আহবান রয়েছে এবং হাসান হোসেনের যে ত্যাগ তা রোজ হাসরে খোদাই মেহেরবান করবেন এবং খোদার এই মেহেরবানও জাগরণের একটি পথ।

□□□-ভৈরবী/□□□-কাহার্ব□

আল্লাহ, আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়

আমার নবী মোহাম্মদ,যাঁহার তারিফ জগৎময়

আমার কিসের শঙ্কা

কোরআন আমার ডঙ্কা-

গ্রন্থ ঃ জুলফিকার

ভৈরবী-কার্ফা

রেকর্ডঃরেকর্ড কোম্পানীর সংগে □□'□

চুক্তির পত্রের তারিখ: ২৩.৯.১৯৩২

এইচ.এম,ভি মে, ১৯৩৩

শিল্পীঃ আব্বাস উদ্দীন।

গ্রন্থ ঃ গুলবাগিচা

পাহাড়ী মিশ্র, কার্ফা

রেকর্ড ঃ মেগাফোন, জুলাই, ১৯৩৪

শিল্পী ঃ মি. শেখ মোহন।

গানটিতে এমনটি বলা হ যে সৃষ্টিকর্তাই আমার প্রভূ এবং এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। আমার কোনো শঙ্কা নেই ইসলাম আমার ধর্ম শান্তির ধর্ম,হযরত আমার নবী যাঁর প্রশংসা করে

□□□

সারা বিশ্ব। আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি জেহাদের ধ্বনি যা মুখে উচ্চারিত হয় ধর্ম রক্ষার জন্য।

□□-□□□/□□-□□□□

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা □□উঁ্ করি মুলমান

দাওয়াত এসেছেন নয়া জামানার ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান

মুখেতে কল্মা □□□ □□□□□

বুকে ইসলামী জোশ্ দুর্বার-

গ্রন্থ ঃ গুলবাগিচা

পত্রিকা ঃ মোহাম্মদী, চৈত্র, ১৩৩৯

রেকর্ড ঃ এইচ, এম,ভি, মার্চ, ১৯৩৪

সুর- নজরুল

শিল্পী : মোহাম্মদ কাসেম

স্বরলিপি ঃ নজরুল স্বরলিপি , চতুর্থ খণ্ড, হরফ □

কবি এখানে মুসলমানদেরকে জাগ্রত করার আহবান জানিয়েছেন। নির্ভয়ে যেন তারা মুখে কলমা ও হাতে তরবারী নিয়ে বুকে আল্লাহর নামে সামনে এগিয়ে চলে তারই দীপ্ত আহবান কবি'র এই □□□□□।

□□-দ্রুত দাদর

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা □□□□□□□□□□□

সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

□□-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা

মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি ধারা-

গ্রন্থ ঃ বুলবুল ২য়খণ্ড

রেকর্ড ঃ টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৫

শিল্পী- আব্বাস উদ্দীন

পত্রিকা ঃ হানাফী, ১৫ই পৌষ, ১৩৪১

স্বরলিপি ঃ নজরুল সংগীত স্বরলিপি

□□□

দ্বিতীয়খণ্ড, ঢাকা।

এছাড়া ধর্মের পথে শহীদ যাহারা প্রভৃতিগান বিশেষ উল্লেখযোগ। এই সব মুসলিম জাগরণমূলক গানে ইসলাম ধর্মের মহিমা মুসলমানদের পূর্ব গৌরব, বিগত যুগের মুসলিম বীরদের প্রসঙ্গে, নানা মুসলিম দেশে নব জাগরণের ঘটনা প্রভৃতি উস্থাপন করে নজরুল ইসলাম বাংলা তথা ভারত বর্ষের মুসলমানদের প্রতি প্রগতি ও স্বাধীনতার প্রেরণা জেগে ওঠার আহবান জানান।

১.৬ দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি

কাজী নজরুল ইসলাম ব্যঃ করে কিছু দেশপ্রেমমূলক গান রচনা করেন যেগুলোকে দেশাত্মবোধ□ ব্যঙ্গগীতি বলে।এক □□□□□ আঘাত করে, মনকে দেশহিতে জাগ্রত করাই ব্যঙ্গগীতি রচনার মূল উদ্দেশ।ভণ্ডামী, দুর্বুদ্ধি, বিভেদ, জড়তা,কুসংস্কার,অন্যায়,অত্যাচার,কুপ্রবৃত্তি,মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি সম্পর্কে অবহেলা, অতিপাশ্চত্যপ্রীতি, ইংরেজ তোষণ প্রভৃতি নানা বিষয়ের ওপর আঘাত করে ব্যাঙ্গগান রচনা করেন। বাংলা দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি □□□□প্রতিষ্ঠাতা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।

এছাড়া ভাবশিষ্যদের কেউ কেউ যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) এরপর অক্ষয় চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) অমৃত লাল বসুসহধারা সুত্রপাত ঘটান। এদের পরে মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪), শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদা ঠাকুর (১৮৮১-১৯৬৮), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), হেমন্তকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬০) যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্যঙ্গগীতি রচনা করেন। নজরুল ইসলাম এদের কিছুদিনের কনিষ্ঠ হলেও সেও এই যুগেরই অন্তর্গত।

নজরুলেররচিত উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি হলো-

হুগলী জেলে বসে নজরুল সুপারবন্দনাগানটিরচনাকরেন এবং সেই সময় জেলে মূর্তিমান জুলুম বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন জানাত। এ গানেরবাণীটিছিলএরকম:-

সুপার (জেলের) বন্দনা

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য

ধন্য হে আমারএগানতোমারইধ্যা ,

□□□

তুমিধন্যধন্যহে।

রেখেছসান্ত্রীপাহারাদোরে

আঁধারকক্ষেজামাইআদরে

বেঁধেছশিকল-প্রণয়ডোরে

তুমিধন্যধন্যহে।

□-কাঁড়াচালেরঅন্নল□□

□□□□ □ □□□□□□□-লোভন

বুড়োডাঁটা-ঘাঁটালাপ্□□□□□□...

...তুমিধন্যধন্যহে।

গ্রন্থ ঃ ১.ভাঙ্গার গান

২. সঞ্চয়ন।

গানটির সুর রবীন্দ্র সংগীত –"তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে" এর সাদৃশ্যে রচিত।

গানটিরমধ্যেনজরুলেরজেলজীবনেরচিত্রপুরপুরিফুটেউ□ □□□কারাবন্দিদেরঅন্ধকারকক্ষেশিকলবেড়িপ □□□□□□□□□□□□□□□ □-□□□□□□□□□□□□,বুড়োডাঁটা-□□□□□□□□খাইয়েঅনেককষ্টদিয়েরেখেছিলেন।তারইপরিপ্রেক্ষিতেব্যঙ্গকরেএইগাননজরুললিখেছিলে □□

সাইমন কমিশন রির্পোট-

১৯১৯ সালের ভারতীয় বিধানের সংস্থান অনুযায়ী ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য স্যার জন সাইমনকে চেয়ারম্যান করে ১৯২৭ সালের একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে আসেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই কমিশন বর্জনের আহবান জানায়। ফলে ভারতের সর্বত্র কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং বৃটিশ সর□□র বিক্ষোভ দমনে কঠোর পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ১৯২৯ সালে □ংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতাকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য রূপে বর্ণনা করা হয়।এর পটভূমিতে নজরুল দীর্ঘও দুটি অংশে বিভক্ত এই গানটি রচনা করেন।

□□□

দুটি অংশ হলো:-

প্রথম ভাগ

ভারতের যাহা দেখিলেন

কোরাস:

“ কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে”

রিপোর্টে লেখেন সাইমন

হুটোপুটি করে ছুটাছুটি কর

বুড়োবুড়ি, কাজে নাই মন।

ম্যাদা দল আর উদ্যোদল পায়ে

হস্ত বুলায় হর্দম

পুঁচকে দলের ফচকে ছোড়ারা

ছিটাইছে বটে কর্দম।

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতকে যাহা দেখাইলেন

কোরাস:

যীশুখ্রীস্টের নাই সে ইচ্ছা

কি করিব বল আমরা

চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি

ভারতে বিলিতি আমড়া।

গ্র: ঃচন্দ্রবিন্দু

□□□□- সাইমনকমিশনেররিপোর্ট

শ্রেণী- ব□□□□

ডোমিনিয়ন স্টেটাস

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা

গ্রন্থ ঃচন্দ্রবিন্দু

□□□

□□□□□□□- ডোমিনিয়ন

উপলক্ষ্য

ঃব্রিটিশসরকারকতৃকভারতবর্ষকেডোমিনিয়নস্টেটাসঘে□□□□প্রতিক্রিয়ায়ব্যঙ্গাত্মকলেখা।

,এটি একটি □ল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যঙ্গগান। সাইমন কমিশন বর্জন করার পর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে প্রধান করে শাসনতন্ত্র রচনা কমিটি গঠন করে। এই কমিটি বৃটিশ রাজ মুকুটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাবার মতো করে শাসনতন্ত্র রচনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ ব্যক্তিরা এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন নি। ১৯২৮ সালের □ংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় নেহেরু, কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয়। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে বড়লাট লর্ড আর উইন ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এসে বলেন যে, ভারতের ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও প্রাসঙ্গীকবিষয়াদি আলোচনার জন্য লন্ডনে এক সম্মেলন আহবান করা হবে। শীর্ষ স্থানীয় কংগ্রেস তারা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দেন। ১৯২৯ সালের লাহোর অনুষ্ঠিতকংগ্রেসে ডোমিনিয়ন স্টেটাস এর প্রস্তাব বাতিল করে স্বাধীনতারপ্রস্তাব গৃহীত হয়। নজরুল ছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক। তিনি ডোমিনিয়ন টেস্টাস এর ধারণাকে ব ঙ্গকরে এই গান রচনা করেন। গানটির শিরোনামও ডোমিনিয়ন স্টেটাস□"□□

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স

(দড়াদড়ির □□□□ পিঠ)

১৯২৯ সালের ৩১ আগস , বড়লাট লর্ড আরউইনঘোষণা করেন যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য লন্ডনে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত জণমতকে প্রশমিত করার পক্ষে তা ছিল এক চতুর পদক্ষেপ। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হয় এবং বলা হয় যে গোল টেবিল বৈঠকের কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল গান্ধী আইন

অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। এক মাস পরে সাইমন, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং মহাত্মা গান্ধীসহ অনেক

□□□

কংগ্রেস নেতাকে আটক করে। এ পরস্থিতিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ১৯৩১ সালের নভেম্বর লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে আহবান করা হয়। তিনি অধিবেশন কালে কংগ্রেস কোনোপ্রতিনিধি পাঠায় নি। দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যোগ দেন। বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীসহ অনেকের ধারণা □ল গোল টেবিল বৈঠকে কোনো লাভ হবে না। নজরুল গোল টেবিল বৈঠক বিরোধীদের দলে ছিলেন। তাই সে বিষয়ে নজরুলের এই ব্যঙ্গ গান।প্যাক্ট-

বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাকেটের আশ নাই

মুসলমানদের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই□

,এ গানটিও একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যঙ্গগীতি। ১৯২৩ সালের দিকে সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।মৌলানা আকরাম খাঁ এতে সভাপতিত্ব করেন।এই অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের ভেতরে গঠিত স্বরাজ পার্টির পক্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেন। এই প্যাক্টে সরকারী ও আধা সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের অধিকসংখ্যক চাকরি দানের প্রস্তাব রাখা হয়।এ ছাড়া মুসলমানদের আরো কিছু সুযোগ দানের প্রস্তাব এতে থাকে।এই প্যাক্ট অবলম্বনে নজরুল উল্লেখিত গানটি রচনা করেন□"□□

'সর্দা বিল' গানটি সর্দা এ্যাক্ট নামে কথিত শিশু বিবাহবিরোধী একটি বিল অবলম্বনে রচিত। রায় সাহেব হর বিলাস সর্দা কর্তৃক ১৯২৯ সালে ভারতীয় ব্যাস্থাপক সভায় উত্থাপিত এই বিলে শিশু বিবাহ রোধে বিবাহের বয়স সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

'লীগ আর নেশন'এটি একটি রাজনৈতিকব্যঙ্গগীতি ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের(□□□□) পরিস্থিতিতে লীগ অব নেশনস স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় অন্তর্গত দুর্বলতাকে উপজীব্য করে নজরুল এটি রচনা করেন।

নখদন্তহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু □□□□

পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু।

□□□-ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে

ভুঁড়ি বয়ে ছুটি নিটপিটে পায়ে-

□□□

গ্রন্থ ঃ□□□□□□□

□□□□□□□ ঃবাঙালীবাবু

রেকর্ড ঃটুইন,জুন,□□□□

□□-এফটি□□□□□

শিল্পী- চিন্তাহরণমুখোপাধ্যায়

সুর-রঞ্জিতরায়(বুলেটিন)

কিন্তুরেকর্ডলেবেলেসুরনজরু

টাইটেলবাঙালীবাবু

রেকর্ড-১৯□□

হাস্যরসাক্তকগান ।পায়েগোদগায়েম্যালেরিয়াবুকেকাশিনিয়েকাবুআমরা ।ঢিলেঢালাকোচাকেসামলায়ে টিনটিনেহেটেচলি ।বেতনযাপাইতাইদিয়েইকোনপ্রকারেখায়কদলীওঅলাবু ।

□□-সোহিনী/ত□□-□□□□

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা

□□□-□□□ □□□□-শরণজয় শ্রীচরণ ভরস

গর্বের শির খর্ব মোদের? চরণ তেমনি লম্বা

শৈশব হ'তে আ-□□□ □□ সবারে দেখায়ে রম্ভা ।

গ্রন্থঃ চন্দ্রবিন্দু

□□□□□□□-শ্রীচরণ ভরস

সোহনী-□□□□□

□ নজরুলগীতিকা

□:দ্র:-দুটি গীতি গ্রন্থে বাণীর পার্থক্য রয়েছে।

শ্রেণি-ব□□ □□□

প্রভৃতি গানে সামাজিক অবস্থা, পশ্চাৎপদতা উদ্যোগহীনতা, অনুকরণ প্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে

কেন্দ্র করে নজরুলের এই উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধকব্যঙ্গগীতি। দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ গীতির ধারায় নজরুল ইসলাম একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। নজরুলেরব্যঙ্গগীতিগুলোকমিকধরনেরহলেও।এইকমিককরেসত্যকথাটিইনজরুলপ্রকাশকরেছেনসমস্ত গানে।খোঁচামেরেমানুষেরভিতরদেশপ্রেমেরবীজঢুকিয়েদিয়েস্বাধীকারআদায়েরলক্ষ্যে যারপরিণতিপেয়েছিলভারতবর্ষেরস্বাধীনতাদিয়ে।ভারতবাসীরমধ্যেঅধিকারআদায়েরযেমনবৃত্তিতাসৃষ্টি নেয়ারযেসাহসতা নজরুলের ইসৃষ্টিকরতেপেরেছিল।

১.৭ mv¤ú‘wqKZvi weiæ‡× msMvggjK Mvb

কাজীনজরুল ইসলামএকজনঅসাম্প্রদায়িককবিছিলেনতাসর্বজনবিদিত।অসাম্প্রদায়িককবিহিসেবেনজ রুলেরজুড়িমেলাভার।তার প্রমাণনজরুলের লক্ষ্যণীয় লেটোর থেকেশুরুকরেসনা ধর্ম অবলম্বী,পরবর্তীতেবহুকীর্তন, ,শ্যামাসংগীতছাড়াওবিভিন্নধরনেরগানরচ সাম্প্রদায়িকহলেতিনিকখনইঅন্যধর্মেরবিষ কেকেন্দ্র কজীবনেওপ্রমিলাদেবীকেবিয়েকরেঅসাম্প্রদায়িকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।তাঁরগানরচনারবেশকয়েকটিমাধ্যমছিলতারম একটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।অপর তিনটি স্তম্ভ রাজনৈতিক স্বাধীনতা,শোষণমুক্তসমাজ সংগঠন ও মুসলিম জাগরণ। নজরুল সবসময়ই চেয়েছিলেন একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ। সাথে সাথে পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের জাগরণ সৃষ্টি। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে নজরুল অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু এর মাঝেও ব্রিটিশদের চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে ব্রিটিশ দালালরা চেষ্টা করেছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়েছিল দাঙ্গার বেঁধেছিল দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করার কারণে এই দুই সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-চারের মিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মীয় কারণ ছাড়া তাদের মধ্যে তেমন বিভেদ ছিলনা। র্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একে অন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাতের সৃষ্টি হয় ।এই কু-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষে একটি অশান্তি বাঁধি।

রেখেছিল। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক নিজের স্বার্থে দুই জাতির সম্পর্ক তিক্ত করে দেয়, ফল স্বরূপ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠে ।তুচ্ছ কারণে দুই জাতি পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ।তীব্র বিদ্বেষ, অসন্তোষ, অবিশ্বাস পরস্পরর মধ্যে ছড়িয়েপড়ে ।মানবদরদী কবি,সাহিত্যিক এবং সচেতন মানুষেরা গভীর দুঃখের সংগে লক্ষ্য করেন ধর্মের নামে এই অর্ধমের কারসাজি ।বাংলাদেশেও এই পারস্পারিক হানাহানি তীব্র আকার ধারণ করে ।গভীর বেদনায় আপ্লুত কবির মন ।"

মানবপ্রেমী কবি সাহিত্যিকগণ এর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাঁদের সাহিত্য সংগীতের মধ্যে সম্প্রীতির বীজ বপন করেছিলেন। কবি নজরুল

নজরুলএকজন অসাম্প্রদায়িককবিহিসেবেসর্বাধিকপরিচিত ।তিনিতাঁরলেখাতেইঅসাম্প্রদায়িকতাফুটি য়েতুলেছেন ।তিনিযতটাসরাসরিধর্মীয়কুসংস্কারেরবিরুদ্ধেপ্রতিবাদকরেছেনঅন্যকোনোকবি তেমনিতিনিহিন্দু-মুসলিমেরমধ্যেসম্প্রীতিরকথাবলেছেন ।"নজরুল ইসলামের গভীর বিশ্বাস ছিল যে, সাম্প্রদায়িক প্রীতি সংস্থাপনের প্রেরণাটি রূপায়িত করতে হবে সাহিত্যের মাধ্যমে ।কেন না সাহিত্যের মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যায় ।এ বিশ্বাস থেকেই তিনি তাঁর কাব্যে শব্দের ব্যবহার বিষয়ে হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যকে পাশাপাশি রেখেছিলেন। ইব্রাহিম খাঁকে এক পত্রে তিনি এ বিষয়ে জানিয়ে ছিলেন। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি এবং আমিও জানি যে একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে"

লা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা ।যে হিন্দুভাবধারাওতপ্রোতভাবে এইহিন্দুয়ানীব্যাপারটানাথাকলেবাংলাভাষারযেগতিতানষ্টহয়েযায় সাহিত্য হতেযেমন গ্রীক পুরানের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে সাহিত্য,হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য ।হিন্দুধর্মীয়কিছুবিষয়এখানেযেমনথাকবেতেমনিমুসলিম ত্যরচনাহয় ।

কিন্তুএইসকলবিষয়নিয়েএকেঅন্যেরদিকেভ্রুকুঁচকিয়েতাকানোরকিছুনেই ।বরংনজরুলহিন্দুদেব-দেবীরনামঅপরদিকেমুসলমানিশব্দব্যবহারকরেহিন্দু-মুসলিমেরভিতরসৌহার্দপূর্ণসম্প্রীতিগড়তে চেষ্টা □□□□□□□□

□□□

কবিনজরুলসবসময়চাইতেনহি -

মুসলমানেরমিলন ।কবিনজরুলেরসকলধর্মেরপ্রতিপরমসহিষ্ণুছিলেন ।তিনিইসলামধর্মেরশান্তিরবাণীউ পলব্ধিকরতেন ।তেমনিহিন্দুধর্মেরত্যাগেরআদর্শধার□করেতিনিসৃষ্টিকরতেচেয়েছিলেনবিশ্বমানবতার□ ধ্য

□□□□ভ্রাতৃত্ববোধ ।ধর্মেধর্মেকোনবিভেদনারেখেবিশ্বভ্রাতৃত্ববোধসৃষ্টিকরতেতিনিসাহিত্যকেহাতিয়ারহিসে বেব্যবহারকরেছিলেন ।নজরুলেরসবসময়এব চাওয়াছিলহিন্দু-মুসলিমসম্প্রীতি ।ব্রিটিশসরকারহিন্দু-মুসলিমসম্পব □□বিষাক্তকরেদাঙ্গাসৃষ্টিকরেছি□ □তাঁরআন্তরিকচাওয়াছিলযে ধর্মেরনামেহানাহানিথাকবেনা ।জাতিভেদাভেদভুলেশান্তিপুর্ণভাবেপাশাপাশিসবাইবসবাস করবে ।এটাইকবিনজরুলেরচাওয়াছিল ।এরবহিঃপ্রকাশঘটেছেতাঁরসম্প্রীতিরগানগুলোরমধ্যদিয়ে এমনি কিছু নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

□□-ভৈরবী/□□-কাহার্ব□

মোরাএকইবৃন্তেদুটিকুসুমহিন্দুমুসলমান

মুসলিমতারনয়নমনিহিন্দুতাহারপ্রাণ

এক সে আকাশ মায়ের কোলে যেন রবি শশী দোলে

এক রক্ত বুকের তলে এক সে নাড়ির টান ।

গ্রন্থ ঃ□.পুতুলেরবিয়ে

□.সুরসাকী

ভৈরবীএকতাল

নাটিক - পুতুলেরবিয়ে

□□□□□□□

□□-জিটি২□

শিল্পী-□□□□□□□□□□□□□□

□□□-কার্ফা

গানটিতেকবিউভয়সম্প্রদায়েরমানুষকেসমানশ্রদ্ধাকরেছেনএবংনজরুলবলেছেনএকসেদেশেরখাইগে

□□□□,□□□□□□□□□□,একইমায়েরবক্ষেফলাইএকইফুলওফল,আরওবলেছেনএকইমাটিতেকেউশ্ম

শানেকেউগোরস্থানেঠাঁইপাইএকইভা□□□□□□□□□□,

□□□

একইসুরেগানগাইএরপরেওকেনএতহানাহানিবিদ্বেষথাকবেশুধুমাত্রধর্মেরজন্য ।সকলসাম্প্রদায়ি

কেবিসর্জনদি□□□□□□□□□□সুন্দ ভাবেবাঁচারস্বপ্নদেখেছিলেনকবি ।আরএইচেতনাইজাগ্রতকরতে

চেয়েছিলেনমানুষেরমধ্যে ।

□□-পরজ মিশ্র/□□-দ্রুত দাদর

জাতের নামে বজ্জাতি সব জা□-জালিয়াত খেলছ জুয়া

ছুলেইতোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি-ভাব□ □□□□ □□□□ □□

তাইত বেকুব,করলি তোরা এক জাতিকে একশ-□□□

উপরোক্ত গানটির গ্রন্থ হচ্ছে–

গ্রন্থ ঃ বিশের বাঁশী

শিরোনাম-জাতের বজ্জাতি

পত্রিকা ঃ ১. বিজলী, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০

২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৩০

৩. উপাসনা, শ্রাবণ, ১৩৩০ ।

রচনাস্থান ও কাল ঃ বহরমপুর জেলে, ১৯২৩ সালের ১৮ই জুন থেকে ২০ শে জুলাই এর মধ্যে লেখা ।

উপলক্ষ্যঃ বিজলী পত্রিকার পাদটীকায় □□□□-মাদারীপুর শান্তি-সেনা চারণদলের জন্য লিখি অপ্রকাশিত নাটক হ□□

রেকর্ড ঃ ১.এইচ. এম.ভি, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

এইগানটিসর্বপ্রথমরেকর্ডকরাহয় ।

রেকর্ডবুলেটিনে □□□□- শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবারে দুইখানি স্বদেশী গান রেকর্ডে দিয়েছেন। দ্বিতীয়খানি ছুঁৎ মার্গ পরিহার সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম দ্বারা রচিত।

২. এইচ.এম.ভি, মে, ১৯৪২

এ রেকর্ড সুর পরিবর্তিত।

এ যাবৎ সকল জীবনীকার ভ্রান্ত তথ্য দিয়েছেন যে, নজরুলের নাম গোপন রেখে প্রথম রেকর্ড

□□□

(১৯২৫ সালে) করা হয়েছিল। বুলেটিনে উল্লেখিত এ ভ্রান্তি দূর করে।এই গানটি সম্পর্কে ঘটনা জানা যায় যে- কাজী নজরুল □□□□ □□□□পুর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি তাঁর বন্ধু ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালের বাসায় এসে ওঠেন। নলিনাক্ষ একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কখনো □□□ □□□□□ □□□ কিন্তু তিনি তাঁর কথা রক্ষা করতে পারলে□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ ফেললেন□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ এপ্রিল তিনি বিয়ে করেন□ডক্টর সান্যালের শ শুর বাড়ীর লোক ছিল একটু গোঁড়া হিন্দু। ফলে ডক্টর সান্যাল বুঝতে পেরে তিি শ্বশুর বাড়ীর লোকদের বলেছিলেন যে কোনো জাতিভেদ বৈষম্যমূলক আচরণ করে কাউকে অপমান করা য□□□□□□

নজরুল আগে থেকেই গান-বাজনা করতে উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। কিন্তু বিয়ের দিন নজরুল পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে বিয়ের আসরে উপস্থিত হলেন। "কয়েদী নজরুলের বহরমপুর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও মুরশিদাবাদের সিভিল সার্জন ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিকও এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। বরযাত্রীরা সমবেত নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বসতে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে গোঁড়ার দল উঠে গেলেন□ তখন নজরুল ইসলাম উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসরে ফিরে এলো। তাঁর হাতে ছিল কাগজে লেখা 'জাতের নামে বজ্জাতি' □□ -□□□ জালিয়াৎ' কবিতাটি।"□□□□□□ □□□ □□□□ তিনি তাৎক্ষণিক রচনা করে সুর দিয়ে গে□□□□□□ □কিন্তু তিনি এই গান□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ পত্রিকার জন লেখেন এবং □□শে জুলাই □□□□□□ এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

এভাবে ধর্মের যে বিষয়গুলো মানুষের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে সেগুলো তুলে ধরে সমাজকে কলুষমুক্ত করে ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টির জন্য কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন।

তাঁর আরো কিছু গান-

□.আজ ভারত ভাগ্য বিধাতার বুকেগুরু লাঞ্ছন -□□□□-□□□

আর্ত-□□□□□ □□□□□ □□□□-কে করে মুশকিল আসান্ তা□?

মন্দির আজি বন্দীর ঘানি

নির্জিত ভীত সত্য,বন্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী-

গ্রন্থ ঃ□□□□□□□□□

□□□

সুরনির্দেশ-□□□

পত্রিকা ঃমাসিকবসুমতি,বৈশাখ,□□□□□

□□ ভারত ভাগ্য বিধাতার বুকে গুরুকে লাঞ্ছিত করার কারণে কষ্টপেয়ে আর্তনাদ করছে কিন্তু কে □ই মুসকিল থেকে রক্ষা করবে। বন্দির ঘানি হয়ে আছে মন্দির, সত্য আজ ভয়ে ভীত,আত্মা আর স্বাধীন নেই। তাই দেবতাকে ডাকছেন এই এই ' হাবিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। এ □□□□ এখানে ভারতবর্ষের অবস্থা তুলে ধরে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে রক্ষার জন

□.□□□-খাম্বাজ/□□□-□□□□

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভুতে

আজ নাচ্ বুঢ্টি নাচায় বাবা উঠ্তে বস্তে শুতে।

ও ভূত যেই দেখেছে মন্দিরে তোর

নাই দেবতা নাচ্□ □□□-

□□□□□□□-তুর্য-নিন□□

গানটি□□□□সালেরেকর্ডকরাহয়।

গ্রন্থ-গুলবাগিচা

রেকর্ড-এই□,□□,□

এপ্রিল-□□□□

ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ভারতীয়রা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা বুকে ধারণ করেছে। সাথে সাথে অসহযোগ আন্দোলন সত্যগ্রহ প্রভৃতি অহিংস ও সহিংস আন্দোলন চালাচ্ছে ঠিক সেই মুহুর্তে ব্রিটিশ □□□□□,কিছু পা-

চাটা পদলোভী ভারতীয়দের একাত্মতাকে কুঠারাঘাত করে। দীর্ঘদিনের কষ্টের গড়ে তোলার সংগঠন ও গণআন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাজী নজরুল সগর্জ্জনে বাংলাদেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকেন কবিতা,গান পরিবেশন করেন।

তিনি হিন্দু ও মুসলিমকে একই মায়ের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এখানেসবাই ভারত লক্ষ্মীর সন্তান হিন্দু-মুসলিম কোনোভেদাভেদ নেই।

কবি কাজী নজরুল উপলব্ধি করেন যে, বিশাল ভারতের বৃহৎ দুটি অংশ হলো হিন্দু ও মুসলিম

জাতি এবং ভারতের মঙ্গল এই দুই জাতির মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব। তাই তিনি ভারত সন্তানদেরকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন এবং দুইজাতিকে সমানভাবে সম্মান জানিয়ে উৎসাহিত করেছেন তার প্রমাণ পাই এই গানটিতে–মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুমহিন্দু মুসলমান-এই সব ধারায় অর্থাৎ দেশবন্দনামূলক গান, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুলকগান, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, নারী জাগরণমূলক গান,মুসলিম জাগরণমূলক গান,দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান প্রভৃতি ধারায় কাজীনজরুল □□□□□□□ □□□□□□□□

□.□□□-দ্রুত দাদর

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□!

সেদিন দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান।

তোরা স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস্‌ রে মান

সেই কল্‌জে ছুঁয়ে গল্‌ছে রক্ত দল্‌ছে পায়ে ডল্‌ছে □□□□

গ্রন্থ ঃ□□□□□ □□□

□□□□□□□□-□□□□ □□□

রেকর্ড ঃএইচ□,□□,□□, আগস্ট ,□□□□

□□-□□□□□

শিল্পী-সত্য চৌধুরী

সুর-নজরুল

স্বরলিপিঃ □. নজরুল সংগীত স্বরলিপি,ষোড়শ খণ্ড ,□□□□□

□. সংগীতাঞ্জলি,দ্বিতীয় খণ্ড,ব□□□□□□

□:দ্র:-রেকর্ডকৃত সুরটি রচয়িতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে।

□.□□□-দাদ্‌রা□

ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় কেঁদে যায় টেনে নে তারে কোলে

মুছিয়ে দে তার নয়নেরি জল(সে যে)আপন মায়ের ছেলে

□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□

আজ কেন ছাড়া হলি ঠাঁই ভাই-

□□□

সূত্র ঃনজরুল গীতি-অখণ্ড

গ্রন্থ ঃ□

রেকর্ডঃএই□,□□,□□,জুন,□□□□

□□ □□-□□□□

শিল্পী-জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

স্বরলিপি □.নজরুল স্বরলিপি,□□□খণ্ড,ব্রহ্ম মোহন ঠাকুর,□□□□

□.নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি,নব□খণ্ড,□□□□

এই গানটিতে এমন আবেগঘ ভাবে বলা হয়েছে যে ভাইয়ের দোরে ভাই তাকে তুই দূরে ঠেলে দিসনা বুকে টেনে নে। এতদিন যাকে বুকে আগলে রেখেছিলি এখন পরের কারণে কেন তাকে দূরে □□□□ □□□□□ □□ই ছাড়া হয়ে কেন থাকবি পর কখন আপন হয়না তোর বিপদে এই ভাই তোর কাছে আসবে কেন তাকে পর ভেবে দূরে দূরে রাখছিস। এমন বাস্তব কিছু কথা দিয়ে গানটির বাণী □□□□□□ □□□□□□

□.□□□-তেওড়া

ভারতেরদুই□□□ □□□ হিন্দু মুসলমান

দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান

তাইতো মায়ের কোল নিয়ে ভাই

সূত্র ঃরেকর্ড বুলেটিন২এই□,□□,□□,কোম্পানীর চুক্তিপত্র-২□□□□□□□

রেকর্ড ঃএই□,□□,□□,মে,□□□□

□□-□□ □□□□□

□□ল্পী-আব্বাসউদ্দিন ও মৃণালকান্তি ঘোষ।

সুর-কমল দাশগুপ্ত।

গ্রন্থ ঃনজরুল গীতি অখণ্ড,হ□□□

স্বরলিপিঃ□. নজরুল স্বরলিপি ,□□□খণ্ড,□□□□

□.নজরুল □□□□□ স্বরলিপি,ষো□□ খণ্ড,□□□□

□□□

গানটিতে হিন্দু-মুসলিমকে সমান মর্যাদা দান করেছেন। ভারত মায়ের কাছে দুই সন্তানই মায়ের কাছে সমান। আর এই কারণে মায়ের কোল নিয়ে লড়াই বেধে যায়। তবুও এই লড়াইয়ে অবসান হবেই যেহেতু একি ত ,অন্ন,এক দেহ এক প্রাণ। একই ঈশ্বরের সন্তান আমরা কোরানে □□□ □ল্লা বলছে বেদে বলছে এলা। যেমন পানি আর জলে শুধু নামে পার্থক্য। এই ধর্ম আর শব্দের কিছু পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষে অনেক অকল্যাণ হয়েছে এখন এই ক্ষতি রোধ করার জন্য মিলন হোক এবং এর মধ্যদিয়ে হিন্দুস্থান জেগে উঠুক এই কথাই এখানে মুল বিষয়।

□.তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হযরত

মোরা ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ,তোমারি দেখানো পথ।

□□□□-□□□ দলিয়াছ পায় ধূলি সম তুমি প্র

তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নবাব কভু।

সূত্র ঃ □. রেকর্ড লেবেলে

□. পত্রিকা

□. পান্ডুলিপি(নজরুল সংগীত সম্ভার,□□□)

রেকর্ড ঃ □□□,□□,ভি ফেব্রুয়ারি-□□□□

□□-□□ □□□□

শিল্পী- □□ □□□(□□□□ □□)

পত্রিকাঃবুলবুল ভাদ্র-অগ্র□□□,□□□□

গ্রন্থ ঃ□.নজরুল গীতি-অখণ্ড,□□□

□.নজরুল রচনাবলী ,□য় খণ্ড,□□□□

□.সঞ্চয়ন

□.□□

হযরত মোহাম্মদ(□□)□র জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চললে একজন মানুষ যেমন হয়ে উঠবে ধার্মিক তেমনি হয়ে উঠবে সৎ। অপরের ক্ষতি সে কখনই চাইবেনা। তাঁর আদর্শের মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। নবীজী চাননি কখনই মুসলিমরা কখন রাজা-□□□□ □□□□□

□□□

পৃথিবীর সকল জিনিসের প্রতি সমান অধিকার। ইসলাম ধর্মে কারো অবিশ্বাস হলেও তিনি তাকে ঘৃণা না করে বুকে টেনে নিয়েছেন। তিনি ধর্মের নামে হা□□□□ □□□□,তলোয়ার হাতে দেননি বরং তিনি অমর বাণী প্রচার করেছেন। ভিন ধর্মীর পূজা মন্দির ভাঙার কথা কখন নবীজী বলেনি নবীজীর উদারতার কথা ভুলে ধর্মান্ধতাকে ধারণ করেছে তাই বেহেস্ত হতে আর রহমত ঝরেনা। কবি এমনই বাণী ব্যবহার করে ,যা পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা দেখানোর কথা □□□ □□□□□একে অন্যের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা ব পরবর্তী অধ্যায়ে দেশাত্মবোধক গানের বাণী বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছি। দেশাত্মবোধক গানের বাণীতে যে কত বৈচিত্র্য এনেছেন তারই বিষয়ে আলোচনা করেছি।

তথ্যনির্দেশ

□.জগদানন্দ বড়ুয় , *সঙ্গীত মুকুল*;চট্টগ্রাম,১:□□□,□ম সংস্করণ ,পৃ□□□□

□.□.করুণাময় গোস্বামী, bRiæj MxwZ cÖm½,□□□□□□□□□□□ ১৯৯৬, □□□□

□.□.করুণাময় গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*,বাং□□ □□□□□□,□□□ ১৯৯৬,পৃঃ১□□,□□□□

□.ব্রহ্মমোহন ঠাকুর,*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*,নজরুল ইনস্টিটিউ ,□□□□,পৃ;□□□□

□.□.করুণাময় গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*,বাং□□ □□□□□□,□□□□□□□,পৃ;□□□

□.□.করুণাময়গোস্ব □□,*নজরুলগীতিপ্রসঙ্গ*;বা□□□□□□□□□□, ,□□□□,পৃ□□□□

□.□.রফিকুল ইসলাম,KvRx bRiæj Bmjvg Rxeb I KweZv;ঢাকা মল্লিক ব্রাদার্স,১৯৮২,পৃঃ৯০-৯১□

□.ড.সুশীল কুমার গুপ্ত,bRiæj Pwiî gvbm;দে'□ □□□□□□,□□□□□,২০১৫;জানুয়ারি,ষষ্ঠ সংস্করণ; ১৪□-□□□□

□.জগদানন্দরাঃ ,*সঙ্গীতমুকুল*;শান্তি প্রেস,টেরি বাজার,চট্টগ্রাম,৭ম সংস্করণ □□□□,পৃ;□□□□

□□.□.করুণাময়গোস্বামী,*নজরুলগীতিপ্রসঙ্গ*,□□□□□□□□□□□, ১৯৯৬, পৃ;৩□□□

□□.প্রাগুক্ত,পৃ;□□□□

□□.প্রাগুক্তপৃ;□□□□

□□.প্রাগুক্ত,পৃ;□□□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতিপ্রসঙ্গ*,□□□□□□□□□□□,□□□□,পৃ;□□□□

□□.প্রাগুপ্ত,পৃঃ৩৪০□

□□.প্রাগুক্ত,১৩৮□

□□.প্রাগুক্ত,□□□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*,বাং□□□□□□□□□,□□□,পুনর্মূদ্রণ১৯৯৬,পৃঃ৩৪৬-৩৪৭□

□□.ব্রহ্মমোহন ঠাকুর,*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা,* ২০০৯, প্রথম সংস্করণ ,পৃ;২৪৫□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*,বাং□□□□□□□□□,□□□□,পৃ;□□□□

□□.প্রাগুক্ত,১৪৫।

□□.□.করুণাময় গোস্বামী, bRiæj MxwZ cm½,□□□□□□□□□□, □□□, □□□□,পৃ;□□□□

□□.প্রাগুপ্ত,পৃ;৩৫□-□□□□

□□.দেবব্রত দত্ত,*সঙ্গীত তত্ত্ব*; □□ শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট কলকাতা,□□□□□□,ব্রতী প্রকাশনী □□□□, ষষ্ঠ সংস্করণ,পৃ;□□□

□□.□.করুণ ময় গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*,বাংলা □□□□□□,□□□,□□□□,পৃ;□□□□

□□.প্রাগুক্ত,৩৩৪□

ZZxq Aa¨vq

বাণীবৈচিত্র্য

তৃতীয় অধ্যায়

বাণীবৈচিত্র্য

□□□□□ জগতে

অনন্যপ্রতিভ ।নজরুলেরজীবনছিলখুবইবৈ চিত্র্যপূর্ণ ।লেটোগানলেখা□□□□জরুলেরগানলেখাশুরুহলে □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□থেকেদেশাত্মবোধকগানরচনাশুরুকরেন ।তাঁররচিতদেশাত্মবোধক গানগুলোরমধ্যেবাণীরমধ্যেবেশভিন্নতার□□□□দেশবন্দনামূলকগানেবাণীরযেভক্তিরসাক্তকভাবদেখাযা □,□সংগ্রামমূলকগানে□□□□□□□□□ □ □□□□□জাগরণমূলক□□□নারীদেরপ্রসংশাকরাবাতাদেরনি□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□বাণীলিখেছেননজরুল ।ব্যঙ্গকরেঅনেকগানলিখেছেনযেখানেসঠিককথাটাব লেছেনকিন্তুরূপক□□□ব্যবহার □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□নুসিকতাসৃষ্টিকরেছেন ।নজরুলেরদেশাত্মবোধকগানরচনারমধ্যেবেশকয়ে কটিভাগরয়েছে ।তিনিকয়েকধরনেরবাণীব্যবহারকরেদেশপ্রেমেরগানলিখেছেন ।তিনিদেশবন্দনামুলক □□□,পরাধীনতারবিরুদ্ধেসংগ্রামমূলকগান,শোষণেরবিরুদ্ধেসংগ্রামমূলকগ□□,□□□ জাগরণমূলক□□□,মুসলিমজাগরণমুলক□□□,দেশাত্মবোধকব্যঙ্গগীতি,সাম্প্রদায়িকতারবিরুদ্ধে সংগ্রামমূ □□□□□□দেশবন্দনামূলকগানগুলোবাণীগুলোদেখলেইযেমনবোঝাযায়যেএটিদেশকেনিয়েবন্দনাকরাহ য়েছে ।আবার সংগ্রামমূলক গানের বাণীও পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় ।

যেমন- □.শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয়;

এইগানেধানেরক্ষেতেবনেরফাঁকে,দেখে□□□□□□□□□□□□□□,

এইচরণটিতেদেশকেশ্যামামায়েরসাথেতুলনাকরাহয়েছে ।কখনওভীরু মেয়েরসাথেতুলনাকরাহচ্ছে । □□□মাটি,খড়দিয়েসেগ্রামেহাটবসায় ।আবারকখনওকালোমেঘহয়েবৃষ্টিহয়সেটাকেকবিবলছেনকরুণা

□□□□নদীরস্রোতেপাথরনুড়িকাকনের □□□□বাজে।গ্রামেরবৌয়েরাউষারসকালেউঠেঘাটেঘটভরেজল□

□□□□□□□ভাটিরস্রে □□□□□□□□□□□□□□তুলে ভাটিয়ালিগ□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□ শিল্পী □□□□□□□যায় ফলে এতে প্রকৃতির আর মানুষের অংশগ্রহণে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

□.এই আমাদের বাংলাদেশযেদিকেচাইস্নিগ্ধশ্যামলচোখজুড়ানোরূপঅশেষ...

গানটিতে □□□ □□□□□চন্দনিতশীতলবাতাস □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□রশ্মি □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □ □□□ □ □□□

স্বর্গহতেএখানেশান্তিজলবর্ষিতহয়যারফলেমাঠেঘাটেফুলফলেরসমারোহঘটেমনেহয়লক্ষ্মীযেননিজহাতে এগুলোছড়িয়েরেখেছেন এভাবে ধর্মীয় বিষয়টিকে এখানে প্রকৃতি রূপের সংগে □ □□□□ মিলিয়েছেন যে কল্পনাতীত।

□.নমঃনমঃ নমো বাংলাদেশ □□□□□□□□□চিরমধুর...

প্রকৃতিধ□□□□□যেঋতুতেযেপরিবেশেরসৃষ্টিহয়কবিতারইচমৎকারবর্ণনাদিয়েছেন।গ্রীষ্মেকালবোশেখির □□□□□□□□□□□,আবারশরতেমাদূর্গারত□ □□□□□□□□□□□□□□□□,শিউলীফুলফুটেপৃথিবীএকঅপরূপসাজে সেজেথাকে।হেমন্তকালেমাঠেমাঠেশিশিরভেজাপায়েসেঘুরেফেরে।আবারশীতেঅলসবেলায়পাতাঝরে যায়ফাগুনেনতুনপাতাগজায়ফুলফুটেপ্রকৃতিনতুনভাবেসাজে।কবিআরোবলেছেনআমাদেরদেশেরমতো এতউর্বরমাটিপৃথিবীরকোথাওনাই।জলেফুলেফলেযেরসযেসু □□□ □অন □□□□□□□□□□□□□□□তাইকবিনজরুলেরইচ্ছাএইমায়েরবুকেইতিনিহেসেখেলেঘুমাতেচান □ নিঃশ্বাস এখানেই ফেলতে চান।

□.ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে আমার দেশের মাটি...

□□□

আমারদেশেরমাটিকেসোনারচেয়েওখাঁটিবলেছেন।এদেশেরমাটিতেযেফুল,ফলওফসলহয়তাদিয়েক্ষুধা □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ তৃষ্ণামিটাই।কবিএই ফুল, □□গুলোকেতিনিমন্দিরেরপ্রসাদেরসাথেতুলনাকরেছেন।এমনকিএদেশেরআচার-ব্যবহারবিশ্বেরসকলজাতিকেসভ্যকরেতুলেছে।বাঙালি□□□□ □□□□য়তাসারাবিশ্বেপ্রসংশনীয়। □□□ আমাদের দেখে মানুষ সভ্য হয়েছে

□□□□□□□মানুষকেভালোবেসেজ্ঞানেরআলোছড়িয়েছে।আঁধাররাতেএকলাজেগেএইশ্মশান-

ঘাঁটিকেমাআগলেরাখছেন।মাসবসময়ইচানতাঁরসন্তানযেনসুখেথাকে।কোনঅন্ধকারযেনতাকেগ্রাসনা

□□□□□□□□□

□.একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী

ফুলেওফ□□□কাদামাটিজলেঝলমল □□□□□□□□

এইগানটিতে কবিপুরোপুরিছয়টিঋতুরবর্ণনাদিয়েছেন।একএকঋতুতেপ্রকৃতিএকেকরকমসাজেসেজেথা

কে।ফুলেওফসলেপ্রকৃতিররূপলাবণ্যভিন্নহয়।তাইকবিবলছেন-

রৌদ্রতপ্তবৈশাখেতুমিচাতকেরসাথেচাহজল,আমকাঁঠালেরমধুরগন্ধেজৈষ্ঠ্যেমাতাওতরুতল... অর্থাৎ

□□□

চৈত্রেরদাবদাহেরপরেচাতকেরমতোচেয়েথাকেপৃথিবীবৃষ্টিরজন্য,জৈষ্ঠ্যমাসে□□□□□,কাঁঠালেরসুগ

ন্ধেভরেযায়।বর্ষাঋতুতেআবারকদম,যূথি,কেতকীফুলফোটে।যখনবৃষ্টিহয়তখনবৃষ্টিরজলছিটিয়েবাল□

-□□□□□□□□□□□□□□শরৎকালেনদী-

□□□□,খালেবিলেশাপলাফোটেআকাশশুভ্রআকারধা□□করে।অঘ্রাণমাসেআমনধানেরঘ্রাণেচারিদিকমুহু

মুহুকরে।শীতেফসলকাটাশেষেমানুষেরপায়েহাঁটার□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□

দীতেমাঝিরাভাটিয়ালীগানগায়।ধানেরফসলঘরেওঠারপরতখনকৃষকেরআন□□□□□□□□□□□□□□□□□□

বিভিন্নদিকেকীর্তনগানঅনুষ্ঠিতহয়তাইশোনারআহবানকরছেন।সর্বশেষফাল্গুনেফুলফুটেচারিদিকশুশো

ভিতহয়।এভাবেইছয়টিঋতুরবর্ণনাদিয়েছেনকবিকাজীনজরুলইসলাম।যাএকজনসুদক্ষ□□□□□□□□□□

বেপ্রকৃতিরসাজফুটিয়েতোলাঅস □

□.জননী মোর জন্মভূমি তোমার □□□নোয়াই মাথা

স্বর্গাদিপিগরীয়সীস্বদেশআমারভারত-ম□□...

□□□□□□□ □ভারতমিলেএকটিদেশছিল

ভারতবর্ষ।যেখানেসংস্কৃতিতেএকএবংঅভিন্নছিল।গানটিতেশক্তিদেবীএবংদেশমাতৃকাএকাকারহয়েআ

ছে।মায়েরকৃপায়ঘরেঘরেসোনারফসলেভরেযায়।কবিবলছেনস্বর্গেরঐশ লুটায়ধূলিপথেপথেযারফ

লেনজরুলবলছেনতোমারঘরেযাহান □□□তাভূ-

□□□□□□□□□□জগদ্ধাত্রীতুমিমাশিক্ষাদীক্ষাদিয়েনিজহাতেমানুষকরেছ।নিজসন্তানেরমুখেরঅন্নকেড়েমাযা

দেরডেকেখাওয়ালোতারাইআবারমাকেচিরদ্বাসীরতিলকএঁকেদেয় ।তাইনজরুলবলছেনএইসবদেখেম

নেহয়□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□.গঙ্গাসিন্ধুনর্মদাকাবেরীযমুনাঐ

বহিয়াচলেছেআগেরমতনকইরেআগেরমানুষক ...

কবিখুবআক্ষেপকরেবলছেনযেআগেরমতোএখনসেইসৎ,সুন্দরমানুষনেই গঙ্গা,সিন্ধুআগেরমতোইআ

ছেশুধুবদলেগেছেমানুষগুলো ।অন্যায়-

অত্যাচার,মিথ্যাচারেভরেগেছেপৃথিবী ।মৌনিস্তব্ধহয়েআছেহিমালয়এবং□□□□□□□□□□□□□□□মুনি-

□□□ধ্যানকরতেন

□□□

□□□□□□□□□□□মুনি-

ঋষিগণসাধনাকরেসিদ্ধিলাভকরেমানুষেরকল্যানকরতেন ।□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□পৌরাণিকক□□□□□□□□□□হিন্দুধর্মেদেবতাদেররাজাবলাহয়ইন্দ্রবে □□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□-

পার্বতীযেখানেথাকেনসেটাকেকৈলাসবলাহয় ।তাইকবিবলছেনযেআকাশআছেকিন্তুইন্দ্রনাইআবারকৈ

লাসেযোগিন্দ্রনাই ।আগ্রা,দিল্লিপড়েআছেকিন্তুসেইসুযোগ্যবাদশানাইফলেবিশ্বজয়করারমতোবাহিনীনে

□□পুর্বেরপ্রাপ্তিপরবর্তীরঅপ্রাপ্তিরকথাতুলেধরাহয়েছেএইগানে ।

□.এসোমাভারতজননীআবারজগৎ-□□□□□□□□□

□□□□□□□□’□ভিক্ষারিনীবেশদেখেপ্রাণেবড়বাজে...

ভারতজননীরাজরানীথাকবেএটাইভারতসন্তানেরচাওয়া ।মাযেনভিক্ষারি□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□

সন্তানেরজন্যতাঅত্যন্তকষ্টের ।

□.স্বদেশআমারজানিনাতোমারশুধিবকবেঋণ

দিনেরপরেমাদিনচলেযায়এলোনাসেশুভদিন...

জন্মধাত্রীমায়েরঋণযেমনশোধকরাযায়নাতেমনিদেশমাতৃকারঋণওশোধকরাযায়না ।জন্মনিয়েযেমন□□

য়েরবুকেরদুগ্ধপান

□□□□□□□□□□□□□□□□□তেমনিদেশমাতৃকারবুকেজন্মনেয়াফসলখেয়েইজীবনধারণকরেথাকি ।প্রত্যক্ষ

হোকআরপরোক্ষহোকউভয়ভাবেইআমরাদেশমাতৃকারউপরনির্ভরশীল ।দেশমাতৃকাছাড়া□□□□প্রকা
রেইপৃথিবীরবুকেটিকেথাকাসম্ভবনয় জন্মধাত্রীমাআমাদেরজন্ম□□□□□□□□□□□□□□□কিন্তুজন্মভূমি
ছাড়াআমাদেরবেঁচেথাকাসম্ভবনয় ।

পরাধীনতারবিরুদ্ধেসংগ্রামমূলকগানেরবাণীগুলোরমধ্যেএকটুভিন্নতারয়েছে ।বন্দনামূলকগানগুলোরবা
□□□□□□□বন্দনা

□□□ভাবরয়েছেতেমনব্যাপারটিসংগ্রামীগানেপাইনা নজরুলেরকারারঐলৌহকপাটগানটিইপ্রথম
□ ভাঙার গান ছিল। সেটি ছিল বিদ্রোহী কবিতা রচনার সমসাময়িক রচনা, এই ভাঙার গান রচনার মাধ্যমেই তাকে ভিন্নরূপে চেনে ভারতবাসী। এমন বীর্যবান কথা ও সুর এমন অগ্নিগর্ভ ব্যঞ্জনার গান এর আগে কখন শোনা যায়নি। উৎপীড়নকারী বৃটিশ শক্তিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোনো গান কোনো বাঙালী কবি

□□□

এর আগে রচনা করে□নি। নজরুলের আগে যে সকল কবি, সাহিত্যিক গান রচনা করেছেন তাদের বাণীর মধ্যে বিদ্রোহী ব্যাপারটি অনুপস্থিত। বাণীগুলোর মাধ্যে উদ্দ্যমতা রয়েছে যার কারণেই কবি নজরুলের□□□□□□□□□ রূপটি □□□□□□□□ জনসম্মুখে ফুটে উঠেছিল। তিনি তাঁর লেখনি দিয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন,আনতে পেরেছিলেন মানুষের □তর দেশকে রক্ষার তথা পরাধীন ভারতকে মুক্ত করবার দুঃসাহসিকগ□□□□ ।

□.কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত-□□□□□□□-পূজারপাষাণ-বেদী!...

গানটিতে□□□□□□□বিদ্রোহীব্যপার ।সকল□□ধাপেরিয়েতরুণদেরজেগেওঠার□ □□□□□□□□□□□□□□
গানেরবাণীতে ।ওরেওপাগলাভোলাদেরেদেপ্রলয়দোলা ।সকল□□□ভেঙেফেলেনতুনকরেসৃষ্টিরকথাবলা
□□□□□□

□.আজিরক্তনিশি -ভোরেএকিএশুনিওরেমুক্তি-কোলাহলবন্দীশৃংখলে
ঐকাহারাকারাবাসেমুক্তি-□□□□□□টুটেছেভয়-বাধাস্বাধীনহিয়াতলে .....

চারিদিকেআন্দোলনসংগ্রামেএতটাইরক্তক্ষয়ীঅবস্থাযেআন্দোলনকারীরাআরভয়েভীতনয় ।বন্দি অবস্থা
তেতারাভয়বাধাভুলেমুক্তিহাসিহাসছে ।লাঞ্ছনা-

বঞ্চনাসয্যকরতেকরতেতা □□□□□□□□□কিছুতেইভয়পায়না ।মরণশংকারেদুপায়েদলেতারাবিজয়সংগী

□□□□□□□□□□□□

□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□বীরেরমুক্তি-□□□□□

আমরাতাদেরিত্রিশকোটিভাই,গাহিবন্দনা-□□□□□□□...

□□□□□□সংগ্রামীদেরপ্রতিসম্মানজানানোহিন্দু-

মুসলিমএক□□□মুক্তিরসংগ্রামকরেছেন ।আরএইসংগ্রামেযাঁরাআত্মাহুতিদিয়েছেনহিন্দু-

মুসলিমসবাইমিলেতাঁদেরজয়গানগাইছেনতাঁদেরকথাবলছেনএইগানে ।কবি□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

জেউঠেছেমুক্তিরতরবারী ।আর□□উষ্ণশ□□□ধারাঅন্যদেরশিরাউপশিরায়বয়েচলেছে ।এইগানটিতে

□□□□□□□□□□অত্যাচারীদেরসম্মানদেখানোরকথাকবিভাবতেওপারছেননাতাদেরপ্রতিক্রন্দনআরদীর্ঘশ্বা

সইজানাবেভারতবাসী ।এইমুক্তপৃথিবীতেসবাইস্বাধীন ।কিন্তুসত্যস্বাধীন

□□□

ভগবানকেবাআল্লাহকেকেশিকলপরাবে?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□গানটিতেকবিহিন্দু-

মুসলিমসকলভারত□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

এবংযাঁরাসংগ্রামেমুক্তিরজন্য,মিলনেরজন্যআত্মাহুতিদিয়েছেনহিন্দু-

মুসলিমসবাইএকহয়েতাঁদেরজয়গানগাইছে ।

□.বলভাইমাভৈঃমাভৈঃনবযুগঐএলোঐএলোঐরক্তযুগান্তররে

বলজয়সত্যেরজয়আসেভৈরববরাভয়শোনঅভয়ঐরথ-ঘর্ঘররে...

নজরুলেরএই গানটিতেভারতবাসীকেউজ্জীবিতকরারকথাবলাহয়েছে ।বধিরকেবলছেনকানপেতেশুনতে

□□□□□□□□□□□□,পড়েছেদুর্বলদেরউঠেদাঁড়াতেবলছেন ।হাঁকছেবিষাণডাকছেভগবান ।যারাকুঁয়ায়বসে

□□'□□□□□মরছেতাদেরপ্রাণজাগানোরকথাবলাহয়েছে ।শঙ্কাছেড়েপ্রলয়ঘটানোরকথাবলছে ।অত্যাচারী

দেরভয়েরফাঁসিদেখেভারতবাসীনি□□□□□□-

□□□□□□বলছেন ।কবিতাদেরআহবানজানাচ্ছেনহ□□

ধ্যেএধরনেরকথারপ্রকাশঘটেছে ।

□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□...

এইগানটিরবাণীতেও

গানটিরমতোঅত্যাচারীদেরভ

কবিবলছেনবন্ধকারায়আমরাবন্দী বন্দিশিকলদিয়েবন্দিকরাহয়েছেসেটিকেক্ষয়ব

,সেইভয়েরটুটিধর্বটিপেব

র্থাৎভারতবাসীকেভয়দেখিয়েভীতকরাযাবেনা ।বরংতারাএইঅত্যাচারকেচরমঘৃণাকরছে ।নিপীড়িতজন

,দিনশক্তিতেপরিণতহয়েবজ্রাণল জ্বলে

.বলনাহিভয়নাহিভয়বলমাভৈঃমাভৈঃজয়সত্যেরজয়...

এইগানটিতেকবি অস্তিত্বগুরুত্বদেয়ারকথ

আমিপুরুষোত্তম,আ -দুর্জয়'নিজেকেএভাবেইতুলেধরারআহবান

দেশেরজন্য, কোনোবাধা সবারতরেনিজেকেবিলীয়েদিয়েসেমহাশান্তিতেপরপারে ।

তাঁকে স্মরণ করো শ্রদ্ধা

বিশ্বে নির্ভীকম

কোনকিছুকেইভয়পায়নাসবকিছুইতাঁরতুচ্ছমনেহয় ।

.মোরাঝঞ্ঝারমতউদ্দামমোরাঝর্ণারমতচঞ্চল

মোরাবিধাতারমতনির্ভয়মোরাপ্রকৃতিরমতসচ্ছল...

ভারতবাসীবরাবরইএকটুআলাদাঅন্যান্যজাতিরথেকে ।উদ্দ্যমতাতাদেররক্তেমিশে

নজরুলভারতবাসীকেআকাশেরম মুক্তবলছে ,আবারমরুরবুকেবেদুঈনযেমনচঞ্চল তারই

সাথে তুলনা করছে নির্ভীকমনে করে এগিয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে কারণ নিজের মধ্যে বিধাতা থাকলে নিজেকে নির্ভীক মনে হবেই এমনই বলছেন

.দুর্গমগিরিকান্তারমরুদুস্তরপারাবারহে

লঙ্ঘিতেহবেরাত্রিনিশিতেযাত্রীরাহুঁশিয়ার...

□□□□□□□□□□□□□□□□□উদাত্তআহ্বানজানানোহয়েছেযেঅত্যাচারীদেরহাতথেকেমুক্তহতেহবে।এইকাল□□

ত্রীকেলঙ্ঘিতেহবে।জোয়ানদেরএগিয়েআসারআহ্বানজানানোহয়েছে।এখানেআরওএকটিবিষয়লক্ষণীয়

□□□□□কেহিন্দুকেমুসলিমতাএখানেমুখ্যনয়।কেনেতৃত্বদিয়েএইআন্দোলনকেএগিয়েভারতবাসীকেবিপ

□মুক্ত করবেএটাইমুললক্ষ্য □□□□□□□□□-

হিন্দুনাওরামুসলিমওইজিজ্ঞাসেকোনজন,কাণ্ডারীবলডুবিছেমানুষসন্তানমোরমা'র,অর্থাৎহিন্দুনামুসলিম

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□জাতিভেদনেই।সবাইভারতমায়েরসন্তানবে□□□শত্রুদ্বারা

ক্রান্তহলেএইমায়েরসন্তানরাই

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ন্দুনামুসলিমএইবিভেদকরাদেশকেবিপদেরপথেঠেলেদেয়া।

তাইকবিনজরুলেরচাওয়াদেশেহিন্দু-

নাওরামুসলিমএইকথাকেবলছে?কেএইবিভেদসৃষ্টিকরছে?এখ□□□□□□□□□□□□□□

□□□□একমায়েরইসন্তান □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□

□□□

ষড়যন্ত্র করে দেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার পায়তারা করছে।

□.চলচলচল্‌উর্ধ্বগগ□□□□□□□□□□□□নিম্নেউ□□□

ধ্বরণী -তলঅরুণপ্রাতেরতরুণদলচল্‌রেচল্‌রে,চল্‌,চল্‌চল্‌চল্‌...

নজরুলেরএই সংগীতটি□□-

□□□□□□□□□□□□□চিত।কবিযখনসৈনিকবাহিনীতেচাকুরীকরতেনতখনপ্রতিদিনতাঁকেপ্যারেডকরতেহতো

□এইপ্যারেডদাদরাতালেএকটিবিশেষছন্দেকরতেহয়।মূলতএটাকেকেন্দ্রকরেইরণ-

□□□□□সৃষ্টিকরেছিলেন।ত□ □□□□□□□□□□□

দুয়ারেআঘাতহেনেতরুণদের প্রতিআহ্বানজানানোহয়েছেরাঙাস□□□ □ □□'□জন □তিমিররাতটুটিয়েআ

লোররশ্মিবইয়েদেয়ারকথাবলেছেনকবি।ভারতবর্ষনানাঅত্যাচারনিপীড়া□শ্মশানেরম□□□□□□□□□□□□□

খানেনবীনরানতুনপ্রাণজাগাবেকবিএভাবেইনবীনদেরহয়েকথাগুলোবলেছেনগানেরমধ্যে।তিনিনওজো

য়ানদেরবলছেনচলরেনওজোয়ানকানপেতেশোনমৃত্যুরদুয়ারেজীবনেরআহ্বান।সকলবাধা□□□□□□□□

তোমাদেরমাধ্যমেইএকটাসুন্দরজীবনআসবে।

এইগানগুলোতেসংগ্রামমূলকবাণীব্যবহারকরাহয়েছে উদ্দীপনাজাগানোহয়েছেএইগানে।তরুণদেরউৎ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□তরুণরাইশক্তিরউৎস।সেইহিসেবেতাদেরস□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ভারতবর্ষশত্রুমুক্তহবে।

কবিনজরুলকেবিদ্রোহীকবিহিসেবেসবাইজানেন□□□□অন্যায়েরবিরুদ্ধেতিনিসবসময়প্রতিবাদকরেছেনএবংসবাইকেপ্রতিবাদীহতেতিনিউৎসাহবাসাহসজুগিয়েছেনতাঁরগানেরমধ্যদি □□□□□□□বিরুদ্ধেনি□□□□□□বিরুদ্ধেতিনিপ্রতিবাদকরেছেন।নজরুলকমিউনিস্টপার্টিরসমর্থকছিলেন।যারফলে□□□□□□□□□শ্রেণিরমানুষেরদুঃখবুঝতেপেরেছিলেনভালভাবেই।সামাজিকআন্দোলনেনিজেকেবি□□□□□□□□□□□□□□□□□লক্ষেইতিনিকমিউনিস্টপার্টিতেযোগদেন।সমাজেরপিছিয়েপড়ামানুষগুলোরঅধিকাররক্ষায়তিনিরাজনীতিতেপর্যন্তযোগদেন।শ্রমিক,কৃষক,জেলে,তাঁতীসহসকলশ্রমজীবিমানুষকেএকত্রিতকরারলক্ষ্যকেসা□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□নজরুলশ্রমজীবিমানুষেরন্যায্যঅধিকারবুঝেনেয়ারপ্রেরণাজু□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□তুলেছিলেনসমগ্রপিছিয়েপড়াজনগোষ্ঠীকে।

□□□

□.□□□□□□□জগদ্বাসীধরক'ষেলাঙ্গল

□□□□□□□□□□- □□□□□□□□□□এবারচল্...

গানটিতেচাষীদেরশক্তহাতেলাঙ্গলধরারকথাবলাহয়েছে।কবিবলছেনমরেইতোআছিঅর্থাৎকৃষকরাহাড়ভাঙাপরিশ্রমকরেযেফসলফলায়তাতেতাদেরনিজেদেরইবেঁচেথাকাকঠিনছিল।তারউপরব্রিটিশদেরখাজনাদিতেগিয়েইতাদেরসমস্তফসলবিক্রিকরতেহতো।আগেমাঠভরাশষ্যছিলকিন্তুব্রিটিশদেরলাঞ্ছনায়এখন□□□□□□□□□□□□□□□□□'□□□□□-

–মোদেরউঠানভরাশষ্যছিলহাস্যভরাদেশ

ঐবৈশ্যদেশেরদস্যুএসেলাঞ্ছনারনাইশেষ''

ব্রিটিশ□□□□□□□□□□□□□□□-শোষণ□□□□□□ভারতবাসীসুখেই□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-খেলেগানগেয়েকেটেযাচ্ছিলআজসেইমন□□□□□□□□□□□□,নেইসেইকৃষাণও।চারিদিকথেকেশুধুকেরমতোরক্তচুষেখেয়েছে।এভাবেগানটিতেতখনকারসময়েরকথাতুলেধরাহয়েছে।আবারনজরুলএইগানেফসলকেহিন্দুধর্মেরবিভিন্নপৌরাণিককাহিনীরচরিত্রেরসাথেতুলনাকরেছেন।ধানকেতিনিসীতারসঙ্গেতুলনাকরে□□□□□□□,□□□কৃষকের□□□□

ধ্বংস[illegible]তাইএইগানেনজরুলবলছেনসবইতোগেছেকী[illegible]এতভয়এবারশক্তহাতেপ্র তিবাদকরলেবিশ্বদেখবেদেখবেচাষারকত[illegible]সম্পূর্ণ[illegible] উদ্বুদ্ধকরেছেননজরুলতাঁরএইগানটিরমধ্যদিয়ে।

[illegible].ওরেধ্বংসপথেরযাত্রীদল!

ধরহাতুড়িতোলকাঁধেশাবল...

শ্রমিকদেরনিয়েলেখাগান।শ্রমিকেরগান[illegible]রিচিত।নজরুলশ্রমিকদেরকেনিয়েইএইগানলি[illegible] [illegible]যারাহাতুড়ী[illegible]শ্রমিকেরকাজকরেতাদেরকেএকহয়েহাতুড়িশাবলনিয়েপ্রতিবাদেরআহ্বানজা[illegible] কবি শত্রুর মোকাবেলা করতে হাতুড়ী শাবল ব্যবহার করতে বলছেন।

[illegible]. [illegible]

[illegible]

[illegible]

ঐবিশ্ব-[illegible],ঐমুটে-মজুরহেলে

[illegible]...

এইগানটিধীবর সম্প্রদায়েরজন্যরচনাকরাহয়েছেএবংতাদেরকেউৎসাহিতকরে[illegible]সম্প্রদায়ে [illegible]পড়েনাথাকারআহ্বানজানিয়েছেন।এইগানেরবাণীতেশুধুজেলেদেরকথাইবলাহয়েছেআলাদা [illegible]কারীরাতাদেরসুবিধামতোনিত্যনতুনহুকুমজারিকরেএবংতাদেরঅত্যাচারকরেকিন্তুমাছ পেলেতারাবা[illegible] এভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ করেছে প্রতিনিয়ত তাই কবি এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে বলছেন। প্রতিবাদী হতে উৎসাহিত করছেন এই গানের মধ্যদিয়ে।

[illegible].[illegible]

দুলাওমোদেররক্তপতাকাভরিয়াবাতাসজুড়িবিমান...

[illegible],[illegible]শ্রমিকদিবসেগাওয়াহয়েথাকে।নজরুলএইগানেশ্রমিকদেরলালনি শানওড়াতেবলছেন।বসন্তেরজ্যোতিরপতাকাঊর্ধ্বে ওড়[illegible]ঋতুরাজবসন্তকালেযেমনচারিদি কেফুলফুটেএকটাঅপূর্বপ[illegible]তেমনিএকটাসমাজগড়েসবাইকে একত্রিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]জরুল গানের বাণীতে তার প্রকাশ করেছেন।

[illegible].জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত

জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত...

সারা বিশ্বে শ্রনিকদের যে সুরটি চলে আসছে তাকেই ঠিক রেখে বাণীকে এখানে নতুন□□□□ সংযোজন করে গানটি নজরুল লিখেছেন। এই সুরটি ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের সুর। কিন্তু নজরু এত চমৎকারভাবে বাণীগুলোকে উপস্থাপন করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। নজরুল বলছেন জগতের ভাগ □□যারা তারা জেগে ওঠো। পুরাতন শাস্ত্র আচার যা মানুষের ক্ষতি করছে তা এবার ভেঙে ফেলে নতুন ভালও কিছু করার কথা বলছেন।গানের বাণীতে নজরুল বলেছেন নবভিত্তি পরে নবীন জীবন হবে উন্থিত এভাবে তিনি সংগ্রামী গানের বাণীকে ব্যবহার করেছেন।

নজরুল □□সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম অবহেলা দেখেছেন সেই সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিবাদের

□□□

কলম ধরেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই : □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□,সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতার সাথে

দায়িত্ব পালন করে আসছে।যত সংগ্রাম,□□ □□□জিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে হোক নারীসমাজকে ব□□ □□□□ □□□□ পুরুষের কখনই উন্নয়নের চরম শিখরে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু □□□ □□□□ □□□□□□ সর্বদাই সমাজে অবহেলিত। যোগ্য মর্যাদা তাঁরা কখন □□□□□□ তাই নজরুল তাঁদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল তাঁর লেখনির মধ্য দিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার উৎসাহ □□□□□□□ □ নজরুলের নারী জাগ: ণমূলক গানের মধ্যে বেশ কিছু গান এখনও পর্যন্ত বেশ জনপ্রিয় □□□ □□□□

□.□□□□ □□□□ □□□□□ □হ্নি□□□

জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিক...

□□ □□□□ নজরুল □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□রণের কথা বলেছেন। হতভাগিনী ধর্ষিতা নারীকে জেগে ওঠার কথা বলছেন। দাহন তেজে দাহিকাকে জাগতে : □□□□,কন্য ,বধূ,□□□□,ভগ্নী সবাইকে তিনি ধূ ধূ করে জ্বলে ওঠার কথা বলেছেন তাঁর □□ □□□□□ কবি বজ্রের মতো জ্বলে ওঠার আহ্বান করেছেন তিনি নারীদের চির বিজয়ীনি বলছেন। ন□□□□ প্রেরণা জাগানো হয়েছে এই গানে। সকল নারীকে জেগে ওঠার জন্য তিনি সহজ ভাষায় গানটির শব্দ□□□ □□□□□□□

□.আমি মহাভারতী শক্তি নারী

আমি কৃশ-তনু-□□□□□,স্বাহা আমি তেজ-□□□□□...

□□ নজরুল নারী জাতিকে তার উপযুক্ত সম্মান দিয়ে গেছেন তাঁর লেখনির মধ্যদিয়ে। এই গানে একজন নারী ব্যক্তি,সমাজ এবং দেশের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখেন তারই চমৎকার একটি বর্ণনা □□ ফুটিয়ে তুলেছেন।

–□□ □□□-□□,জ্যোতি-আমি কল্যা' ,সাম ,প্রেম,□□□□

আমি ভবনে করুণ -কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি''

এখানে নজরুল বাণীগুলোকে নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে সাব□□□□□ উপস্থাপন

□□□

□□□□□□□ □□□□ নারী আশা জোগাতে পারে,সাম্য আনতে পা ,পুরো একটি পরিবারবে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ পুরুষের শক্তি জোগাতেপারে। আবার এই নারী সমাজে প্রলয় সৃষ্টি করতে পারে। নজরুল এই গানের মধ্যে আবার নারীকে হিন্দু ধর্মের দেবী দুর্গা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেবী অশুভ শক্তিকে পরাস্থ করে দে পুরীতে শান্তি এনেছিলেন। আমাদের সমাজকেও নারীরা অন্ধকার দূর ব আলোর পথ দেখাবে। তাই কবি বলছেন-

-আমি গার্গী,মৈত্রেয়ী,ভগবতী শক্তি

আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে তিমির বিদারি'

□. চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা,চাঁদের চেয়ে জ্যোতি

তুমি দেখাইলে মহিমান্বিত নারী কি শক্তিমতী।

□□□□□ এই গানে নজরুল চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং চাঁদের যে জ্যোতি তার চেয়েও বেশি জ্যোতি নারীদের এভাবে মূল্যায়ন করেছেন। নজরুল বলছেন যে নারী জাতি শুধু যে ঘরের রান্না-বান্না নিয়ে থাকবে বা অন্য কাজ-কর্ম তারা পারবে না এমনটি ভাববার কোনো কারণ নেই। শিখিয়ে নিলে তারা হাতে চুড়ি পরেও তারা ত□□□□ □□□□□ □□□□□ গানটিতে মুসলি□ □□□□□ □□□ যেমন এই গানের বাণীতে ব্যবহার করেছেন তেমনি আবার হিন্দু ধর্মের লক্ষ্মী,সরস্বতী,দেবী দুর্গার গুণের দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন। এ□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ বৈচিত্র্যতা। আর বৈচিত্র্যতার □□□□নজরুলের গানের জনপ্রিয়তা বেশি।

নজরুলই একমাত্র কবি যিনি প্রথম বাঙালিমুস□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ত্যের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়কে তি□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ নজরুলের পূর্বে আর কোন বাঙালী কবি মুসলিম জাগোরণে এমন প্রতিনিধিত্বশীল প্রেরণ□□□□□ মতো এমন গান কেউ রচনা করেননি। সামগ্রিক সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রচুর গান রচনা করে □□□□ □□□ □□□□ত্যক কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে মুসলিম সমাজে□ □□□□□□□ জন □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□বাণীতে তিনি তেমনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন। তাঁর মুসলি□ম জাগরণী গানে শ□□□ □□ ব্যতিক্রম□ □□□

□□□

□.দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন-□-□□□□□ □□□ □□□□

ওরে বে-□□□,তুইও ওঠ্ জেগে,তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বা… □□□ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের আলো জ্বলছে তখন বাংলার মুসলি□ □□□□□□ □□□□□ □□□ - বে-খবর তুইও জেগে ,তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বেলে ’□ তুর্কীস্থান,ইরান,□□□□ □□ মুসলিমসম্প্রদায়ের মানুষগুলো অনেক এগিয়ে সমস্ত দিক দিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় সবকিছুতেই পিছিয়ে। আরবের সকল মুসলিম তাদের গ্লানি ভুলে জেগেছে। তাই কবি লিখেছেন-

-জাগে ফয়সাল্ □□□□ □□□□,জাগে নব হারুন-আল্-□□□

□□গে বয়তুল মোকাদ্দেস্ রে;জাগে শাম দেখ্ টুটিয়া নিদ

জাগে না কো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল’

কবি নজরুলের আগে যত কবি গান বা কবিতা লিখেছেন তাতে তিনি সমগ্র ভারত সন্তানের কথা সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নজরুলই একমা□ □□□ □□□□□ পড়া মুসলিম সমাজের কথা □□□□□ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন সুন্দর আগামীর জন্য। এ□ □□□□ নজরুল ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মের যে অবস্থা সে বিষয় তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সাথে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনা করেছেন।

□.কোথায় তখ্ত তাউস কোথায় সে বাদশাহী

□□□□□ জানায় মুসলিম ফরিয়াদ ইয়া ইলাহি…

নজরুলের যত ইসলামীজ □□মূলক □□□ □□□□□ □□□ □□□□গুলোতে□ একটু সরাসরি □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ এই গানটিতে তিনি পূর্বে বিভিন্ন দেশে বা ভারতবর্ষে যে জৌলুশ বা ঐতিহ্য ছিল এখন সেগুলো অনুপস্থিত। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের কথাএই বাণীতে লিপিবদ্ধ ক□□□□□□ কবি আক্ষেপ কে ছেন যে পূর্বের সেই রাজ□-বাদশা কোথায়,কোথায় সেই হাসান-হোসেন য□□□□ □□□□□ ইসলাম ধর্মের এই জো □□□□□□,□□□ □□□□□,□□□□□ □□□ নেই যার দরুন ইসলামের সেই তেজ ঈমান□ নেই।এই গানে এ রকমই বাণীর ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়।

□.□□□□ □□ সে যোশ ল'য়ে আর মুসলমান

হায় করিল জয় যে তেজ ল'য়ে দুনিয়া জাহান...

□□□

এই গানটির বাণীবৈচিত্র প্রায় 'কোথায় তখ্ত তাউস কোথায় সে বাদশাহী' গানটির মতো। যার তক্বির ধ্বনি তক্দির বদল করেছে দুনিয়ার,ন□-ফরমানের জামানায় ফরমান এনেছে দুনিয়ার আজ সেখানে সবই ধ্বংসপ্রায়। মানুষের মধ্যে সেই ঈমানের অভাব রয়েছে,নেই বাদশাহ সেই বাদ্শাহী তখ্□□ □□□□ □□□ কৃত্রিম ফকির হয়েছে দুনিয়ার মানুষ□যার জন্যে ইসলামের সেই ঐতিহ্য,জোশ,ভাব গাম্ভীর্য এখন শুধু কেতাবেই আছে, □□□ মুসলিম গোরস্তানে। তাই নজরুল □□□□□□□-

-নাহি বাদ্শাহী তখ্তে তাউস্,ফকির আজ দুনিয়ার মালেক

হায় ইস্লাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্তান'।

□.আল্লাহ আমার প্রভূ,□□□□ □□□□ □□□□ □□

আমার নবী মোহাম্মদ,যাঁহার তারিফ জগৎময়...

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এটাই সকলের মধ্যে রয়েছে। এই বিশ্বাস যার মধ্যে □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ হন। এই গানে নজরুল বলেছেন আল্লাহ □মার প্রভূ আমার কোনো ভয় নেই। আর নে□ '□ সুকর্মের প্রশংসাজগতে বিস্তৃত তাই আমি শঙ্কি□ □□□ এখানে কবি ইসলাম ধর্মের গুণের প্র□□□□ করেছেন। তিনি বলছেন কোরআন তাঁর ডঙ্কা এবং তাঁর পরিচয় সে মুসলিম, □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ -আল্লাহ্ □□□□'□ আখের মোকাম ফেরদৌস যেখানে রয়েছে সেখানে কোনো মুশকিল নেই।

□.ভুবনজয়ী তোরা কি হায়,সেই মুসলমান

খোদার রাহে আনলো যারা দুনিয়া না-ফর□□...

ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার শান্তির বাণী সারা বিশ্বে বইয়ে দিয়েছেন হযরত মুহম্মদ(সঃ)। □□ শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গোটা এশিয়,□□□□□□,আফ্রিকাতেও। নজরুল বলছেন যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে পারস্য ও রোম রাজত্ব চুরমার হয়েছিল। খলিফাগণ এক সময় সংযমের সঙ্গে জীব -□□□□ করেছেন। শুকনো রুটি,খোরমা খেয়ে খলিফা এক সময় অর্ধেক জাহানের □□□□ □□□□□□ □□ আর তা নেই সবাই বিলাস ভোগে ব্যস্ত। সিংহের বাচ্চা এখন শৃগালের দল □□□□□ বর্তমানের মানুষের আচরণ এবং তাদের অতি লোভীমানসিকতার জন্য মুসলিম জাহানের

□□□

আজ এই দুর অবস্থা এই জন এমনি ভাষা ব্যবহার করেছেন নজরুল। □ □□□□ □□□□□ দুনিয়া কি আবার তাদের পায়ের আঘাতে কেঁপেউঠবে কোনোদি□? এভাবে ইসলামের বর্তমান এবং □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

□.বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান

দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান...

এ গানেও মুসলিম জাগরণের দুর্বার জোশ বাণী সংযোজন করা হয়েছে। মুখে কলমা হাতে তলোয়ার নিয়ে হৃদয়ে আল্লার এশ্‌ক্ নিয়ে আগে চলার আহ্বা□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ সঞ্চারী □□□□-ভুবন জয়ী তোরা কি হায়'গানটির বাণীর ম বলা হয়েছে যে আমরা সেই জীব □□, □□□□ ভোগ বিলাসে জীবন কাটাববরং ধর্মের জন্য শাহাদাত বর□ □□□□কিন্তু সেটি নয় তারা বেহু□ □□□ ঘুমিয়ে সময় পার করছে। এমনকি কা করে ফেলেছে ফজ ,জোহর,□□□,□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ সে শোনেনি। কিন্তু নজরুল বলছেন যে এখন তোমরা জামাতে শামিল হতে পার এশার □□□□□□ এসে। গানের শেষ অংশে তিনি 'ভুবন জয়ী তোরা কি হায়' গানটির বাণীর মতে □□□ □□□□ শুকনো রুটি ,খোরমাখেয়ে খলিফা রাজ্য চালিয়েছেন প্রজাদের কল্যাণের চিন্তা করেছেন এখন □□□□ □□□□ □□□ জীবন কাটাচ্ছেন ইসলামের সেই ত্যাগ সেই জৌলুশ এখন অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে।

□.ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি

সাম -মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি...

ইসলাম ধর্মের জন্য অনেকেই শহীদ হয়েছেন। □□□□□বুকে শান্তির জন্য, পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত □□□□ জন্য মরুর বুক চিরে শীতল শান্তিধারা এ□□□□□□ ছোট বড় উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর করেছিল ইসলাম ধর্ম। এই গানের বাণীতে নজরুল বলছেন শুধু ইসলাম ধর্মের লোকের জন্য যে ইসলাম তা নয় যারা স ও ন্যায়ের পথে আল্লাহকে মানে দের জন্য ইসলাম □□□□-□□□□□□ ভেদাভেদটাও ইসলাম ধর্মে□□ দূর হয়েছে। নারীকে পুরুষের সমা অধিকার দেয়া হয়েছে □□□ মানুষের গড়া প্রাচীর ভেঙে একাকার করেছে।

নজরুল যত ধারার গান রচনা করেছেন তার মধ্যে রয়ে একটি বিশেষধারা তা হলো

□□□

দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি।গানের বাণীগুলোকে কোনো বিষয়কে কেন্দ্রকরে রম্যরসাক্তককরে তুলে □□□□ □□রছলে আসল বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন নজরুল তিনিস্বদেশী ব্যঙ্গ রচনার ধারায় কয়েকটি গান □□□□করেছিলেন।

সুপার(জেলের)বন্দন

তোমারিজেলেপালিছঠেলে,তুমিধন্যধন্যহে

আমারএগানতোমারইধ্যা ,তুমিধন্যধন্যহে...

ব্যঙ্গগীতিগুলোঅন্যধারারগানেরসঙ্গেমিলনেই।বাণীগুলোরভিন্নতারয়েছে।রবীন্দ্রনাথঠাকুরেরতোমারি গেহেপালিছস্নেহেতুমিধন্যধন্যহে'

গানটিকেকপিকরেনজরুলএইগানরচনাকরেন।জেলখানারজেলারকেনিয়ে □□□ □□ গানটিলিখেছেন।মজারমজারঘটনাগুলোউল্লেখকরেছেনআরজেলারকেবলছেনতুমিধন্যধন্যহে।জেল□□ নারমধ্যেঅন্ধকারকক্ষেরেখেছেসেটাকেতিনিবলছেনআঁধারকক্ষেরেখেছোজামাইআদরে।শিকলে□□□□ নকেতিনিবলছেনবেঁধেছশিকলপ্রণয়ডোরে’।শারীরিকশাস্তিতোরয়েছেইজেল□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□খাদ্যখাবারে□কতটাকষ্ট□ভুক্তোভুগিযারা□□□□□□□তাইনজরুললিখেছেন -

□-কাঁড়াচালেরঅন্নলবণ

□□□□ □ □□□□□□-লোভন

বুড়োডাঁটা-ঘাঁটালাপ□□□□□□,তুমিধন্যধন্যহে।

□□□□□□□□□□□□রসনাব্যঞ্জনকরেগানগুলোরচনাকরেছেন অন্যগানেরবাণীরসাথেএগানেরবাণীরপার্থক্য□□□□□□□□□□□□□□বৈচিত্র্যলক্ষ্যকরাযায়।

২.সাইমন কমিশনের রিপোর্ট।

" যীশু খ্রীস্টের নাই সে ইচ্ছা
কি করিব বল আমরা
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি
ভারতে বিলিতি আমড়া"।
চামড়া ওদের আমাদের মতো
□□□
কিছুতেই নহে হইবার
হোয়াইট ওয়াশ যা করিয়াছি তাই
দেখিতেছি নহে রইবার
আমাদের মতো যারা নয় তারা
অমনি রবে কি করে বল
সাদাদের মতো কালা অসভ্য
হইবে স্বাধীন হরিবল!

□□দুটিতেমজার কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় সাইমনের মন রক্ষায় ম্যাদা, উঁদোরদল পায়ে ধরছে তাদের পক্ষে যেন ভালো মন্তব্য লেখে কিন্তুতাহয়নি।আবার দ্বিতীয় পর্বে বলছে যীশু খ্রীস্টেরসেই ইচ্ছা নেই□ আমাদের মতো ব্রিটিশরা হতে পারবেনা □□□□ তাদের মানসিকতা□ □□□□□ □□□□ □□। ভারতীয়দের মতো নয় তাদের গায়ের বর্ণ ও আমাদের মতো হবার নয় যা কিছু করাহোকনা কেন□

□.□□□□গাড়ুতেগালাগালিকরে,ন□-প্যাক্টেরআশনাই
মুসলমানেরহাতেনাইছুরি,হিন্দুরহাতেবাঁশনাই
উচ্চেথাকিয়াসিঙ্গিমাতুলহাসেছিরকুটিদন্ত
মস্‌জিদপানেছুটিলেনমিঞা,মন্দিরপানেহিন্দু
আকাশেউঠিলচির-জিজ্ঞাসা,করুণচন্দ্রবিন্দু...
হিন্দু-
মুসলিমেরমধ্যেসুসম্পর্কস্থাপনেরজন্যসরকারীএবংআধাসরকারীচাকরীরক্ষেত্রেসমানসুযোগযাতেপায় সেজন্যচিত্তরঞ্জনদাশএইপ্যাক্টকরেন।সেইপ্যাক্টথেকেহিন্দু-

মুসলিমসম্পর্কভালোহবেএটাদেখেইনজরুল ব্যঙ্গকরেএইগানরচনাকরেন ।গানটিতেহিন্দুওমুসলিমেরধর্মনিয়েযেধরনেরমনোমালিন্যহয়সেগুলিইসহজবোধ্যবাণীতেনজরুলতুলেধরেছেন ।হিন্দু-মুসলিমেরখাওয়া-□□□□□□□□□□□□□-□□□□,□□□□-□□□□□কিছুপার্থক্যরয়েছেএসববিষয়নিয়েবাণীবদ্ধকরেএইব্যঙ্গগীতিরচনাকরেন ।যেবাক্যতিনিব্যবহার করেছেনবাযেশব্দচয়নকরেছেনতাতেঅন্যগানেরচেয়েবা□□□বৈচিত্র্যর□□□□□□□□□

□.□□-দন্ত-বিহীনচাকুরীঅধীনআমরাবাঙালীবাবু(□□□□)

□□□

□□□□□□□□,গায়েম্যালেরিয়া,বুকেকাশিলয়েসদাকাবু

হাঁচিটিকটিকিসিন্নিমানিয়া

□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□,

দেখেব্যাঙেরছাতারেউঠিচমকিয়াভয়হয়বুঝিতাঁবু ।

এগ্‌জামিনেরলাঠিধরে

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□,

মাইনেযাপাইতাদিয়েখাইকদলীআরঅলাবু...

তৎকালীন ব্রিটিশদের সময়ে ভারতবাসী খুবই নির্যাতনের শিকার হতেন। বিশেষ করে কলকাতার □□□□□□□ বেশি অত্যাচারিত হয়েছে। □□□□ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যত □□□ গোড়াটা ছিল □□□□□□□ □ চাকুরীরত বাঙালি বাবু কতটা যে ভালো ছিলেন তারই চিত্র তুলে ধরেছেন এই ব্যঙ্গগীতির মধ্যদিয়ে। ব্রিটিশদের সময়ে চাকুরীজীবিদের কষ্টের কথা এই গানে তুলে ধরা হয়েছে।

□.ভূত-□□□□□□□ □□□-

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে

আজ নাচ বুঢ়ি নাচায় বাবা উঠতে বসতে শুতে...

এখানে ব্রিটিশরা ভারতবাসীর উপর যেভাবে ভর করেছিল এবং সমস্ত কিছু তাদের আয়ত্ব নিয়ে ভারতবাসীকে ভূতের ব্যাগার খাটাচ্ছিল। □□□□□□□□□□□ দূর্বলতা দেখে ব্রিটিশ ভূত আরো মাথার উপর চেপে বসেছিল□ কৌতুকের ছলে গ□ানটিকে তিনি এমনভাবে লিখেছেন যে সত্য বিষয়টি তুলে এনেছেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে কোনো অভি□□□ □□□□ □□□□□□□ নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে □□□□□□□র একটা অভ্যাস বাঙালির রয়েছে। কিন্তু নিজেদের সমস্যা আপন আপন কাঁধে তুলে নিয়ে

সমস্যা সমাধান করে নিতে পারে কিন্তু তা না করে র্গ দূতকে ডাকে।এখানে স্বর্গদূত বলতে ব্রিটিশদের কথা বলা হয়েছে। তা□ □□□ □□□□□-

-শিখ্‌লি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে থুতে

তাই আপনাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস স্বর্গ-দূতে'

ব্যঙ্গগীতিরএই সকল গানের বাণীতেই তৎকালীন সমাজের চিত্র তুলে □□□□□□ এবং এর বিরুদ্ধে উপহাস করেছেন। □□□খনকারসমাজপরিবর্তনেসহায়তাকরেছিল।

□□□

নজরুল একজন অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন। হিন্দু-মুসলিমের যে দূরত্ব যে পারস্পারিক অশ্রদ্ধা □□□□□ □□□□ □□□□□□ করে একটা সুন্দর অসাম্প্রদায়িক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তিনি হিন্দু-মুসলিমের মিলনের গান লিখেছিলেন। নজরুল বিশ্বাস করেছিলেন যে সাহিত্য,স□□□□□□ মধ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি করতে হবে।

□.মোরাএকইবৃন্তেদুটিকুসুমহিন্দুমুসলমান

মুসলিমতারনয়নমনিহিন্দুতাহারপ্রাণ...

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য নজরুল অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। এই গানটি নজরুলের একটি বিশেষ গান যেখানে দুই ধর্মের মানুষকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। কাউকেই ছোট করে দেখেননি সকল ধর্মের মর্যাদা যাতে সমান সম্মান পায় সে দিক বিবেচনা করেই তিনি গানটি রচনা করেছেন। এই গানে যেমন দুটি ধর্মের মানুষের মিল□□□ কথা বলেছেন তেমনি একই জন্মভূমির জল,ফুল,□□ খেয়ে আমরা বেঁচে আছি।আবা□ এই দেশেরই মাটিতে কেউ গোরস্থানে আবার কেউ মৃত্যুর পরে শ্মশানে স্থান প□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□, □□□ □□□ তার পরেও সবার মধ্যে এক দূরত্ব□ তাই নজরুল ধর্মের সাথে প্রকৃতি এবং কিছু বাস্তব বিষয় নিয়ে বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন যা অন্যান্য গানের সাথে এর বাণী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় সকল সাম্প্রদায়িকত্বকে বিসর্জন দি□□ □□□□ □□সংগে সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি। আর এই চেতনাই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে।

□. জাতের নামে বজ্জাতি সব □□□-জালিয়াত খেলছ জুয়া

ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া...

গানটিনজরুলেরএকটিবিশেষঘটনাকেকেন্দ্রকরেসৃষ্টি।যে□□□□তিনি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে সেখানে তিনি যে পরিবেশে পড়েছিলেন সেই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি এই গানটিকে লিখেছিলেন। মুসলিম হয়ে তিনি হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন শুধু তিনি নন অন্য নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সঙ্গেও যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হ□□□□□ □□□ বর্ণনা দিয়ে গানটি লেখ □সেদিনি তিনি এই গান লি ছিলেন এবং সেখানে প্রতিবাদ স্বরূপ গানটি গেয়েছিলেন।কিন্তু কবি'র উদ্দেশ্য ছিল একটাই যেন এই জাতিভেদ না থাকে এবং হিন্দু-মুসলিম

□□□

এই জাতিভেদ ভুলে গিয়ে যাতে এ□□□থে সুন্দর সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করতে পারে□সেভাবে গানের বাণী ব্যবহার করেছেন বাণীর ব্যাপারে তিনি যেমন বিশেষ যত্নবান ছিলেন তেমনি সুরের ব্যাপারেও যত্নবান ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি দেশাত্মবোধক গানের সুর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দেশাত্মবোধক গানের কোন ধারার জন্য কোন সুর তিনি পছন্দ করতেন এবং সুর □□□□□ □ সে সম্পর্কে আলোচনা করো

□□□

চতুর্থ অধ্যায়

সুরবৈশিষ্ট্য

চতুর্থ অধ্যায়

সুরবৈশিষ্ট্য

কাজী নজরুল ইসলাম একটি সাংগীতিক পরিমণ্ডলে মধ্যে বড় হয়েছিলেন। চাচা বজ করিমের কাছে প্রথম গজলের শিক্ষ পরবর্তীতে স্কুলেপড়া স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিল 'র উচ্চা তালিম নেন। এরবহু পরে হুগলীতে বসবাসের সময় সেতার শিখলেন শম্ভু রায়ের কাছে। আর নিত্যানন্দ দে'র ব পরবর্তীতে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজ নিলে সেখানে ঠুমরী প্রসিদ্ধ গায়ক জমির উদ্দিন খানের কাছে তালিম নেন। এরপর তানসেন ঘরানার সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ ,ঠুমরী ও গজল পারদর্শী শিল্পী মঞ্জু সাহেব এবং মস্ত ন গামা আর মুর্শিদাবাদের জ্ঞানী ওস্তাদ কাদের বক্স র কাছে তালিম নেন। এত গুণীজনের কাছে তালিম নেয়ার নজরুলের গানে ভিন্নতা অনেক। সুরবৈশিষ্ট্য আলাদা। তাঁর তালিম উচ্চাঙ্গ ও ঠুমরী গানে মধ্যেই থেমে ছিল নজরুলের বাড়ীর পাশে অনেক সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত।সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সেখানে অনেক ধরনের গানের সুর সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির (কৃষ্টি কালচারের) মানুষের বসবাস হওয়ায় তিনি বিভিন্ন শুনেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর গানে পাওয়া বিভিন্ন সুরের সাধ।লোকসুর,বিদেশী সুরের প্রভাবও তাঁর গানে সমান ভাবে রয়েছে। নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ কয়েকটি ধারা রয়েছে তাতে সুরের বেলায়ও বেশ পার্থক্য দেখা যায়। নজরুলের দেশবন্দনামূলক গানগুলোর সুরের ব্যাপারে -একটু ভক্তি রসাত্মব সুর

অর্থাৎ মেলোডী সুর প্রধান যা সাধার বন্দনা সংগীত গাইতে ব্যবহার হয় এমন সুর ব্যবহ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ভেদে সুরের ব্যতিক্রম হয়েছে□

*শ্যামলা বাংলা মায়ের রুপ দেখে যা আয়রে আয়...

গানটিতে প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সুরের ইন্দ্রজালে চমৎকার এই দেশবন্দনা গানটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গানটি মূলত খাম্বাজ মিশ্র রাগের গান। গানের শুরুর দিকটা একদম খাম্বাজ রাগ ফুটিয়ে তুলেছেন।

যেমন-

।□□-া □□□ □□□□-□□। □□-□□ □□□ □□ □□-□□।

শ্যা ম্ ল□□ □ ণ্ বা ঙ লা মা য়ে র্

। □□ -া □□□ □□ □□ -া। □□ -া র্সা ।(□□-□□□(□□-নর্সা-া-া।

রূ□ □ দে খে যা ০ আয়্ □ রে আ □ □ □ □ □ □

স্থায়ী অংশে পুরোপুরি খাম্বাজ রাগের রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আরোহীতে শুদ্ধ নিখাদ এবং অবরোহীতে কোমল নিখাদের ব্যবহার এত চমৎকারভাবে গানে ব্যবহার করা হয়েছে যে রাগের মেজাজ পুরোটাই পাওয়া যায়।কিন্তু এই গানে বাণী অনুযায়ী সুরের বা রাগের রূপ পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন- গানে যেখানে 'সাঁঝের বারান্দাতে দাঁড়ায় টিপ পরে সন্ধ্যা তারায়' কথাটি রয়েছে সেখানে সন্ধ্যা রাগের ব্যবহার করেছেন।

।র্সা র্সা -া ।র্সা র্সা -ন□।□□ □□ -ধা। ক্ষা ক্ষা -গ□।

সাঁ ঝে র্ □□ □□ ন্ দা তে □ দাঁ ড়া য়্

।□□ -া ক্ষা ।গক্ষা-ধা ক্ষাI□□ -া □□□□□ -া-া ।

টি প্ প রে□ □ সন্ □□ □ □□ □□ □ র্

তেমনি আরেকটি বেহাগ রাগের □□□ -একি অপরুপ রুপে মা তোমায়' গানটিতে অনেক সুরের (Varialtion) বৈচিত্র্য দেখা যায়। স্থায়ী অংশে বেহাগের রূপ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অংশে বেহাগের পরিপুর্ণ রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে শুদ্ধ (□) এবং কোমল (□)স্বরের ব্যবহার

□□□□□□□□এত সূ᾽ □□□□ ব্যবহার করা হয়েছে যে এর ব্যতিক্রম স্বরটির জন্য তেমন শ্রুটি কটু □□□□□□ বরং শ্রুতিমধুরই লাগে।

।□□ □□ □□□ □□□ □□-া।□ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা I মা-া মা ।-া □□ □□।

কে ত কী ক দ ম্ যু থি কা কু সু মে ব র্ ষা য়্ গ□ □

।□□ □□ □□□ -া -া-া ।□□ □□ □□□ □□ □□-া ।□□ □□ □□□ □□ □□-া ।

□□ □□ □□ □ □ □ প থে অ বি র ল্ □□ □□ □ য়া জ ল্

□□□

।□□ □□ □□□-□া□□ □□।□□ □□ □□□ -া-া-া ।

খে ল চ ন্ □ □□ □□ □□ □□ □ □ □

এ গানে যতগুলো স্তবক আছে সবগুলোতেই সুরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুরের ব্যবহারের ফলে নজরুলকে মানুষ আলাদাভাবে চিনেছে জেনেছে।'শীতের শূন্য মাঠে ফের তুমি উদাসী বাউল সাথে মা ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে গো কীর্তন শোন রাতে মা'।

এখানে 'উদাসী বাউল সাথে মা' এই অংশে বাউল সুর ব্যবহার করেছেন এবং এই সুরটি খোলা কণ্ঠে গাইলে ফুটে ওঠে □র মূল রূপটি-

।গা মা পা । ধা না র্সা। ধা না ধপা। া-া- া ।

।উ দা সী বা উ লসা থে মা০ ০ ০

ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে গো। অংশে ভাটিয়ালী সুরের প্রয়োগ করছেন।

।পা পর্সা র্সা । র্সা র্সা া । র্সা র্সর্রা র্রা। া র্রা র্রগা ।

ভা টি০ য়া। লী গা ও। মা ঝি০ দে র্ সা থে০

।র্সর্রা- া- া। র্গার্সর্রা-া ।(-া-র্গর্মা-র্সরা ।-র্সা-া -র্রা।র্সরা-র্সা-া□-রর্সা-□□া।

গো০ ০ ০ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

। -া -নর্সা -□□□□ -□□-া -□□□।-□□□-□□- া □-া- া-া।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

" কীর্তন শোন রাতে মা"।

কীর্তন কথাটি অংশে বাংলার ঐতিহ্যবাহী তথা সনাতন ধর্মীয় □□□□কীর্তনেরসুর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অংশে সুরটি হালকা গমকের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমনঃ-

।প না া না। না না নর্সা । ধা না না। া- া নর্সা।-ধনা া- া । া- া-র্সা।

কী র্ত ন শো ন০ রা তেমা ০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০

। -ধনা- া ধনা।-র্সা-নর্সনা-ধা।-পধা-পা-া।-া-া-া।

০০ ০০০০ ০০০ ০ ০০ ০ ০□□□

ওভাইখাঁটিসোনারচেয়েখাঁটিআমারদেশেরমাটি...

□□□

গানটিদাদরাতালেনিবদ্ধখাম্বাজরাগেরএকটিমিষ্টিসুরেরগান।সুরেরগাঁথুনীটাখুবইচমৎকার।সুরেরমধ্যে মাঝেমাঝেএকটুআ□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□প্রবণসুর।গানেরবাণীতেশেষে‘ □□’বলেএকটাসুররয়েছেযেটাএকটাঅন্যরকমএকটাআবেশতৈরিকরে এই এখানে গানের সুরে বাউ□, কীর্তনের সুর ব্যবহার করা হয়েছে।

।পা -া □□□□□□-□□।□র্সার্সা া □র্সার্সা -া।

□ন্ন্যাসীনি০সকল□□□□□

।র্সা-র্রা র্রা □র্রা র্রা র্গা।র্সর্রা সর্রা গর্রা □র্সানা -া।

জ্বাল্লোত□ □□□□□□□লো□□□বেশে□

।□□-□□-র্সা।-র্রা-র্সা-া।র্সার্সা -া □র্সার্সা-পা।

□□□□□□□অ ধার্র□□□□

।□□□□□□□□□□□-া।□□ -া □□□□□□□ -া ।

□□□□□□□□□□□আগ্□□□□□□

।নাধাঃর্সঃ।নাপধা-□□।□□□□-া□□□-□□□□।

শ্মশানঘা্া □□আমার্□□শের্

।□□□ -া□-া □□ □□।□□ □□-া □র্সা নর্সা র্রা।

মাটি□□□□□□□খাঁটি□সো না□ □

‘ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি” গানটিতে বাউল সুরের আমেজ পাওয়া যায় অন্তরা অংশে যেমন: এই দেশেরই মাটি জলে গানটি উপরে তারা সপ্তকে সুর টেনে হালকা গমকের সাহায্যে গাওয়া হয় তাতে ভিন্ন একটি আবেশ তৈরি হয়।

I□-া □□□□ □-া ।র্সার্সা-া ।র্সার্সা-া I

□□□□□□□□ধূলায়্পড়ি□

।র্সার্সা র্ □র্রা-া র্সাIর্সর্রা র্গাঃ র্রা□র্সানা (া)I

□□□যায়্□□□□□□□□□

খাম্বাজরাগেসৃষ্টআরেকটিগান‘গঙ্গাসিন্ধুনর্মদাকাবেরীযমুনাঐ’ ।একইরাগের□□□□□□□

□□□

সুরেরগঠনেভিন্নআমেজরয়েছেগানটিতে ।কিছুশব্দসুরেরকারণেআবেগপরিবর্তনেরআমেজ□□□□□□শুধু □□□□□□□□এইআবেগপ্রকাশপেতে □,সম্ভবওনয় ।বাণীহয়তোসেইআবেগেরএকটারূপপ্রকাশকরেবি পরিপূর্ণতাআনতেগেলেসুরেরপ্রয়োগঅত্যাবশ্যকীয় ।যারফলেএকটিগানেরবেদনারসুরমানুষেরযতটা হৃদয়গ্রাহী স্থায়ীত্বপূর্ণহয়শুধুকথায়□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

।□□□□□□□□□□□। নার্সানা ।র্সা-া -া।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

।পানানা ।নার্সার্সাIন□ র্রর্সাণা ।ধা -া -া।

কুলেবসেকতগণি□□□□□□

।র্সার্গার্গা ।র্গার্গার্গাIর্গার্গর্মা-র্রা ।র্সা -া -া।

দেখিয়াছিকতদেখি□□□□□

।□□-া □নার্সা-া ।নার্সর্রার্সর্রর্সা ।ণা-□-□।

নিঠুর্বিধির্লী□□□□□□□□□□

।□-□□□□□□□-□।□□□□-□□□□ -া -া।

□□□□ □□□□র্মানু□ষ্□□□

ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে গানটি রাগ-প্রধান। জিলফ্ রাগটিতে ভৈরবী রাগের আবেশ আছে তবে চলনে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-আ□□□□□ □ □ □,প দ র্স,□ □ □ □

এভাবে গানের সুরের চলন। এভাবে গানের সুরের গাঁথুনীতে বিশেষ একটি ভালোলাগার ব্যাপ□□ লক্ষ্যণীয় □বিদ্রোহীগানেরসুরেরআবেদনআরবন্দন মূলকগানেরসুরেরকখইএকহবারনয়তাই-ইঘটেছেএইগানগুলোতে।এপ্রসঙ্গেনজরুলগবেষকড.করুণাময়গোস্বামীতাঁরনজরুলগীতিপ্রসঙ্গবইতে □□□□□□□-,□□□ □□□ নমো বাংলাদেশ মম/ চির মনোরাম চির মধুর /বুকে নিরবধি বহে শত নদী / চরণে □□□□□ বাজে নূপুর// আমাদের শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ

দেখে যা আয়রে আয়/ গিরি দরী বলে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়// ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটিআমার দেশের মাটি // একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী/ ফুলে ও ফসলে

□□□

কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনী” প্রভৃতি গানের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এদের ভেতর দিয়ে বাংলার আবহমান গ্রামীণ জীবন তার প্রকৃতি, তার □□□□□ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু গানটি যখনই উদার সকল মানবে/ দিয়াছ তোমার কোলে স্থান/ ফার্সী জৈন বৌদ্ধ হিন্দু/ খ্রিস্টান শিখ মুসলমান// বা গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই/ বহিয়া চলেছে আগের মতন/ কইরে আগের মানুষ কই। তখন তার বাণীর মেজাজের মতো সুরের মেজাজ ও পাল্টে যায়।”[১]

-নমঃনমঃনমোবাঙলাদেশমমচিরমনোরমচিরমধুর'

গানটিরসুরকিছুটাভজনগানেরসুরেরমতো গানটিতেসকালেরপ্রার্থনাসংগীতে□সুরেরআবেশপাওয়াযায় □সুরেরব□□□□□বোঝাযায়এটিবন্দনা□□□□□□তালটিও□□বন্দনামূলক তার রূপ পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে।

নজরুলযখনজন্মগ্রহণকরেননিঅর্থাৎ১৮৯৯□□ □□□□□□□□বৃটিশবিরোধীআন্দোলনশুরুহয়।এরপ্রতি□□□স্বরূপ সংস্কৃতিকর্মীরাদেশাত্মবোধকগান,কবিতালিখতেশুরুকরেনএভাবেদেশাত্মবোধকগানেরবিকা□□□□□□□□□□□□বিশেষতহিন্দুমেলাকেকেন্দ্রকরেদেশাত্মবোধকগানের□□□□□□□□□□□□□□□□□□□বঙ্গভঙ্গ বিরোধীআন্দোলনেরজন্যে -

দেশাত্মবোধকতথাস্বদেশীগানরচনারব্যপকতাশুরুহয়।এসময়অনেকবিখ্যাত,অখ্যাতগীতিকারগণগান □□□□□□□□□বঙ্গভঙ্গআন্দোলনেরমুখ্যস□□□□রচয়িতাছিলেনরবীন্দ্রনাথঠাকুর।এছাড়াওদ্বিজেন্দ্রলালরায়, অতুলপ্রসাদসেন,রজনীকান্তসেন,

মুকুন্দদাস,কালিপ্রসন্নকাব্যবি□□□□,অমৃতলালবসু,প্রমথনাথরায়চোধুরী,বিজয়চন্দ্রমজুমদার,অশ্বিনীবু

মারদত্ত,সরলাদেবীচৌধুরানী,কামিনীকুমারভট্টাচার্য,মনমোহনচক্রবর্তীপ্রমুখগীতিকারগণবঙ্গভঙ্গতথাব্রিটিশবিরোধীএইআন্দোলনেরজন্যদেশাত্মবোধকগানরচনাকরে□□□□সময়ইচারিদিকেরাজনৈতিকঅস্থিরতাএরমধ্যেইনজরুলেরবেড়েওঠা।বহুগীতিকারেররচিতগানচারিদিকেগাইছেমানুষএইগানদি□□-রাতেশুনছেভারতবাসীছেলেবুড়োকেউবাদপড়ছেনা।এইগানকিশোরনজরুলকেপ্রভাবিতকরেছিল।□□□ন্নসুরের,ঢংয়েরগানশুনেইনজরুলেরব□□□□□□

এছাড়ানজরুলকরাচিতেসৈনিকবাহিনীতেথাকাঅবস্থায়মার্চেরছন্দতাকেপ্রভাবিতকরেছিল।যার □□□পরবর্তীরচনাহলোমার্চসংবারণসংগী□ □আন্তর্জাতিকসং□□□□□সুরওনজরুলকে

□□□

প্রভাবিতকরেছিল।শ্রমজীবিমানুষেরজন্যবিশ্বেরবিভিন্নদেশেবিভিন্নভাষায়এইগানগাওয়াহয়।এইসুরপ্রভাবিতহয়েনজরুলইন্টারন্যাশ □□□□□□□সুরেবাংলায়গানরচনা□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□

আদায়ের গানের সুর নজরুলকে প্রতিবাদী গান তথা সংগ্রামী গান রচনায় আগ্রহী করে তোলে। □□□□ থেকে ফিরে ১□□□ সালে প্রথম পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গ□□ □□□□ □□□□□ উত্তর □□□□□ □□□□□ পদ্ধতিতে কোনো আনন্দের সুর নেই। বেদনার সু□'ই উত্তর ভারতী□ □□□□□ পদ্ধতির □ □ □□□ উত্তর ভারতীয় সংগীতধারার গা গুলোর সুরেবিদ্রোহী,আনন্দ বা উল্লাস আন□ গেলে একমাত্র দ্রুত বাণী বলা ও তালের গতি বাড়িয়ে ছাড়া এই ধরনের গান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর নজরুল ঠিক তা -□ □□□□□□□□□

-কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল্ কর্ রেলোপাট'গানটির তাল দ্রু□ -দাদরা। স্□রগুলো সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত। শুধুমাত্র শেষে গিয়ে একটি জায়গায় কোমল নিখাদের ব্যবহার করা হয়েছে। শুদ্ধ স্বরের ব্যবহারের ফলে গানের বিদ্রোহী ভাবটা ভালোভাবে ফুটে উঠেছে।

I র্সা র্সা-া□□□ □□-াI □□ □□-া□□□ □□-াI □□-া□□ □□□ □□-াI

□ ন্ জ্বা লা □ আ গু ন্ জ্বা লা □ ফে ল্ উ □□ □□ □

সংগ্রামমূলক গানের এবারের গানটিতেও নজরুলের বিপ্লবী একটা ব্যাপার রয়েছে। এই গানেও প্রায় স্বরগুলো শুদ্ধ, শুধু দুটি জায়গাতে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার করা হয়েছে। অন্তরার তৃতীয় লাই□ দ্বিতীয় অন্তরার শেষ লাইনে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার □□ □□□□□□ তালের ব্যবহারও দ্রুত □□□□□ □□□

হয়েছে যাতে গানে জোশ থাকে, সুরের ভিতর একটা পৌরুষত্ব ভাব থাকে ।অপূর্ব সুরের প্রয়োগ করে গানটির সংগ্রামী ব্যাপারটি তুলে ধরা হয়েছে।

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম মোরা ঝর্নার মতো চঞ্চল

মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়

মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল।

। র্সা-া□।□ □।□।-া।□।-া ক্ষা □।□ □।-া।□।-া□।□।□।-া□। । □। □। □। □-া□। □।।

□ ন্ □ □ হী ন্ জ ন্ ম স্বা ধী ন্ ।□। □ □ মুক্ □ □ □ □ □ ল্ মো রা

শেষের অন্তরাতে একই রকম কড়ি মধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে।

□□□

।র্সা-ার্সা □-□। □। -া। পা পা পা। ক্ষা পা-া। □। া□। □ □। □। া।

বৃ ষ্ টি র্ জ ল্ ব ন ফ ল্ □। □ □ □ষ্যা শ্যা ম ল

। □। □। □। □ -া □। □।।

ব ন ত ল্ মো রা

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল

এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল...

এই গানটিও উপরের গান দুটির মতোই প্রায় যদিও খাম্বাজ রাগের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাল - □- দাদরা হওয়ায় খাম্বাজ রাগের ক ভাব এখানে ফুটে ওঠেনি। স্বরগুলোতে মীড় এর কোনো ব্যবহার হয়নি বরং সোজা সোজা স্বর ব্যাবহার হয়েছে বিধায় উল্লাসের তথা সংগ্রামী সুরের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

-বল্ নাহি ভয় নাহি ভয় বল্ ম□।□□ □।□□ জয় সত্যের জয়' গানটি নজরুলে স্বদেশী গান। এটি □□□□ সালে জুন'র দিকে রচনা করা হয়। দাদরা তালে গানটি নিবদ্ধ শুদ্ধ স্বরে কোনো কোমল সুরের ব্যবহার করা হয়নি। যার কারণে গানটি বিপ্লবী ধারার হয়েছে।

এমনি আরেকটি গান -বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ নব যুগ ঐ এলো ঐ' এ গানে শুদ্ধ স্বরের ব্য□□।□ কম। কিছু জায়গায় কোমল নিখাদের ব্যবহার করা হয়েছে। অন্তরা অংশের তৃতীয় লাইনেই কোমল সুরের ব্যবহার করা হয়েছে।

রে বধির! শোন পেতে কান ওঠে ঐ কোন মহাগান

হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে,

জগতে জাগল সাড়া জেগে ওঠ উঠে দাঁড়া।

I-া-র্সা ।র্সা র্সা নাIধা-াধা ।ধ□ □□□-র্ণাI

□ □ □গ তে□ জা গ্ □ □□ □□□ □□

পরের অন্তরগুলোর সুর একই রকম এবং একইভাবে কোমল নিখাদের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোমল নিখাদের ব্যবহার করলেও সুরে করুণ সুরের কোনো প্রকাশ ঘটেনি।

□□-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান,□□-বজ্রে বিষাণ বাজে

□□□

জাগো জাগো তন্দ্রা অলস-রে □□□□ □□□□ □□-□□□□

এ গানটিও নজরুলের আরেকটি স্বদেশী গান। গানটি □□□□ সালে জানুয়ারিতে টুইন-□□□□ রেকর্ডিং করা হয়েছিল। এ গানটিতে কোম□ -কড়ি স্বরের ব্যবহার প্রচুর। সুরের বৈচিত্র্য □□□□ এবং এ গানে ফের্তা তালের ব্যবহার করা হয়েছে(□□□□ □□□□ □□□ ব্যবহার করা হয়ে□)□

□□ □□Iজ্ঞা-াজ্ঞা ।-া□□ □□I জ্ঞা -াজ্ঞা ।-া□□ □□I

ঝ ড় ঝ ন্ ঝা য় ও ড়ে নি ০ শা ন্ □ □

I জ্ঞাঃ-ম□ □□□ □□ □□ □□I□□□-ন্; □□□ া□□ □□ I

□ □জ্রে বি ষা ণ বা ০ যে □জা গো

I□□□ -া□□□ □□ -া□□Iদা পা ক্ষা । পা-া-াI

□□□ □গো ত ন্ দ্রা অ ল স রে ০ ০

Iপা দা ণা । র্সা মা মাI □□-া□□□-া□□ □□I

সা জো সা জো র ণ □□ □জে □ □ □

পাওদল্ রণে চল্ চল্ রণে চল্

মরুতে ফোটাতে পারে ঐ পদতল প্রাণ শতদল।

এই অংশটুকু কাহারবাবাদে বাকী অংশ টুকু সবই দাদরা তালে গাওয়া হয় গানটি।

-চল্চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নেউতলা ধ্বরণ -তল্

অরুণ প্রাতের তরুণ দল চল রে চল্‌রে চল্‌।'

নজরুলের রচিত রণসংগীত □□□, □□□□ মার্চ □□□□□ □□□□□ এটি □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত সৈনিক বাহিনী তাদের প্যারেডে যে ছন্দ ব্যবহার করে সেটি। সুরের যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্যণীয় তা হলো স্থায়ী অংশের সুর মুদারা'□ □□□□ □□□□□□ অন্তরা ও সঞ্চারী তারা সপ্তকের দিকে সুরের রেশ বেশি। এবং পুরো গানটাই ছন্দে ছন্দে(বিটে □□□□)গেয়ে যাওয়া হয়েছে। ছন্দের আগে পরে এই গানের বাণীকে লিপিবদ্ধ করা হয় শুদ্ধ স্বরে রচিত পুরো গানটি সুর করা হয়েছে কোথাও কোমল স্বরের প্রয়োগ করা হয়নি।

□□□

I□□-া-া□ □□ -া -াI□□-া-া□-া-া-াI

□ □ ল্‌ □ □ ল্‌ □ □ ল্‌ □ □ □

I□□ □□ □□□ □□ □□ □□I□□ □□ □□ □□□ □□ □□I

ঊ র্‌ ধ গ গ নে বা জে মা দো □ ল্‌

I□□ □□ □□□ □□ □□ □□I□□ □□ □□□□□ □□ □□I

নি ন্‌ মে □ □ □□ □ □ □□ □ □ ল্‌

-শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ

পুন -চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ পথের যাত্রী কই'

I□□ -া জ্জা। রা জ্জা রাIসা -া জ্জা ।রা -াজ্জা I

শ ঙ্‌ □□ শূ □ ন্য ল □ ক্ষ ক ং ঠে

I সারা জ্জা ।রা-া জ্জা I□□-া-া□-া-া-াI

□□ □□ ছে শ ঙ্‌ □ □ □ □ □ □ □

সঞ্চারী অংশে

I □□ -া □□ □ □□□□□□ I □□ -া□□ □ □□-া-াI

স্ব র গর চি য়া মৃ □ ত্যু হী □ ন্‌

। □□□ □□ □ □□□□□ ।□□ □□ □□□ □□-া-া।

চ ল্ ও রে কাঁ চা □ ল্ □ □□ □ ন্

। □□ -া □□ □□□ □□ □□ । জ্জা ্াপ□ □□□-া-া।

দৃ প্ ত চ র নে নৃ □ ত্য দো ০ ল্

। □□□ □□ □ □□□□□ । □□ □□ □□ □জ্জা-া-া।

□□ গা য়ে ম রু তে রে বেদু ই □ ন্

নজরু□□□ এ গানটির সুরের অনেক বৈচিত্র্যলক্ষ্যকরা যায়। এই গানের সুরটাকে এমনভা□□ □□□ হয়েছে যে -□□' স্বরটাকে '□□' □□□ □□□□□ হয় নয়তো গানটিকে গাওয়া সম্ভব হ □ □□□□ □□□□□(□□□□□□) সুর এবং □□□□(□□□□□ সপ্তকের) সুর এতই □□□□ □□□□ যে এই সুর গলায় আনা

□□□

কঠিন হয়ে পড়ে এই গানের সুরে কোমল স্বরের ব্যবহার করা □□□□□□ তালটি অবশ্য এখানে দ্রুত-□□□□কে বেছে নেয়া হয়েছে তবে একটা বিষয় খুব যে কবি'র প্রথম দিকের যেদেশাত্মবোধক ভাঙার গান তাতে তিনি যে সুরের ব্যবহার করেন তাতে যুবকদের গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠবে। নজরুলের বিদ্রোহীমূলক গানগুলোতে বীররসপূর্ণ সুর পাওয়া যায়। এখানে সুরের চলনটা একটু দ্রুত গতির এবং তালকেও দ্রুতগতির করা হয়েছে। তার জন্যে গানের সুরে একটি উদ্দ্যমতা পাওয়া যায়। সুরের ভিতর একটা উচ্ছলতা দেখা যায়। এই গানগুলো শুনলেই সুরের কারণে গায়ে □□□ দিয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটানোর বাসনা জাগে□অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বারপ্রচণ্ড গতি আসে ।

শোষণের বিরুদ্ধে যে গ গুলো নজরুল লিখেছেন তাতেও তিনি উদ্দীপনা বিষয়টিকে ধরে রেখেছেন। তাতে করে গানগুলো শুনলে সেই উদ্দ্যমতা জাগবে জনতার মধ্যে। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে জাগ্রত করার জন্য তাদের অধিকার সচেতনার জন্য নজরুল গান লিখেছেন। সুরের বিষয়টিকেও সেই চিন্তা মাথায় রেখে করেছেন। শ্রমিকদের জন্য রচিত ইন্টারন্যাশনাল সংগীতটিশুধু মূল সুরে বাণীকে বসিয়ে তিনি গানটিকে বাংলা ভাষায় সৃষ্টি করেছেন।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিতে স্বকীয়তা বজায় রেখে গানগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সকল সৃষ্টিতে। নারী□□□ □□□ সামাজিক মর্যাদাদানে সংগীতকে ব্যাবহার করেছেন।

বেশকিছু গানে তিনি চমৎকার সুর প্রয়োগ করে জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলে□□ বিশেষ করে সারং রাগকে আশ্রয়করে ত্রিতালে নিবদ্ধ 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা'গানটি ভীষণ ভাবে জনপ্রিয় হয়। □□□□ রাগ একটি মিষ্টি সুরের রাগ যার ফলে সুরের আকর্ষণ মানুষের মনে জায়গা করে খুব তাড়াতাড়ি।

□ +

| □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ -া-া-া|

জা গো না □□□ □□ □ গো □ □ □ হ্নি শি খা ০ □ □

| □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□□-া□□□□ |

জা গো না রী□ □□ □ গো □ □ □ হ্নি শি খা ০জা গো□

□□□

| □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□-া- □□ |

স্বা০ □□ □ □ □□ □□ ন্ তে র ক্ □□ টি কা □ □ □

মুসলিম জাগরণমূলক গানে উদ্দীপনা বজায় রেখেই সুর করেছিলেন। মুসলিম সমাজকে জাগ্রত □রতেই নজরুল এই সুরের ব্যপারে বি□□□ □□□ □□□□□□□□□□সুর যদি মন পৃ□ □□ □□ □□□□□ মানুষ সেটা গ্রহণ কর□□□□□□□□□ সুর মানুষকে আকর্ষণ করে বেশি। সেই সময় রক্ষণশীল মুসলিম □□□□□ □□নের বিষয় ধর্মীয় আপত্তিকে বিশেষভাবে □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□থে সুরের দিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যঙ্গগীতিগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ ব্যাপার ছিল সেটা হলো একটু মজা করে গাওয়া। সুরের ঢংটাও একটু হাস্য রসাত্মক □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□র প্রকৃতভাবে সেই রূপটি ফুটে □□□□□□□

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে নজরুল একটি আবেগপ্রবণ সুরকে ব্যবহার করে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। গানের সুরের আবেগে সুমধুরতার কারণে মানুষ গানটা গুনগুন করে গাইত ফলে বাণীর দিকে খেয়াল না করে সুর পছন্দ করে গেয়ে ভালোলাগা তৈরি হতো। পরে বাণী খেয়াল করে তার মর্মার্থ বুঝে ফেলায়হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরি হতোএকটা বন্ধন সৃষ্টি হতো। নজরুলের গান একটি নতুন বারতা নিয়ে এসেছিল ভারতবাসীর

মধ্যে মিলনের যে সুর নজরুল বয়ে এনে ছিলেন তাঁর গানের মধ্যদিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ভারতের স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে□ □□□□□□ তালে নিবদ্ধ এই গান জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল।

তেমনি একটি গান-

-মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান

মুসলিম তার নয়ন-□□□,হিন্দু তাহার প্রাণ'

□□ □□।{□□ -া-া□□ □□□ □□ □□া । □□-া□□ □□ □□□-া□□ -□□ ।

মো রা □ □□ ক্ বৃ ন্ তে □ দু □ টি □ কু □ সু ম

□□□

[-া -া]

। □□ াা□□ □□□ □□ □□ □□।□□ -া -া-া□-া -া□□ □□}।

□□ □ ন্ দু মু □ □ ল্ □□ □ □ □ □ ন্ -মো রা'

। □□ □□-া -া□□□-া □□ □□। □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ -া।

মু □ □ স্ লি ম্ □□ □ □ □ □ ন্ □ □ □ □

[-□□□-□□□-□□-া]

।{□□ □□-া □□□□□ -া □□-□□। □□ -া-া-া□(□□ □□ □□ □□)}।

□□ □ ন্ দু তা □ হা র্ প্রা ০ □ □ □ □ □ ণ্

হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের হ□□ থেকে পরস্পরকে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলার যে পথ নজরুলের এই গানের মধ্য তৈরি হয়েছিল তা অস্বীকার করবার নয়। বরং সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করেছিল। সুরের □□□□ □□□□ □□-প্রাণ ছুঁয়েছিল আবদ্ধ করেছিল ভাইয়ে-ভা□□□ □□□□□ □□□□□

নজরুলের রচিত গা গুলোর মধ্যে -□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□' এ গানটি নজরুলের সুর কর স্বদেশী গান। খাম্বাজ রাগে গানটি সুর করা এবং দ্রুত –□□রা তালে গানটি নিবদ্ধ করা হয়েছে। □□□□□□□□□ আগে গানটি সৃষ্টি এমনকি গানটি এইচ,□□,ভি তে ১□□□ সালে রেকর্ড করা হয়।

খাম্বাজ রাগে হলেও কোথাও সুরের তেমন মীড় এর ব্যবহার নেই। গানটিতে কয়েকটি অংশ আছে

প্রথম অংশে ‘দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার’ □□ বাণীতে কোমল ণ এর ব্যবহার করা হয়েছে।

I □□ □□-র্সা ।না নর্সা-রর্সা I

দু য়া র ভে ঙে০ ০০

I□□র্সা ণা ।□□□ -া I

আ স বে জো য়া র

দ্বিতীয় অংশে ‘কল্‌জে চুঁয়ে গলছে রক্ত দল্□□ □□□□ □□□□ □□□’ এখানে কোমল ণ কে খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

□□□

I □□ র্সা র্সা। না র্সরা র্সা I পা র্সা ণা ।ধা-া □□ I

ক ল্‌ জে চুঁ য়ে০ ০ গ ল্‌ ছে র ক্‌ □

I □□ □□ □□□□ □□া I □□-া□□□□□ণর্সণা-□□□ I

□ল্‌ ছে□□ য়ে □ ড ল্‌ ছে কা□ □□□ □ □

এভাবে প্রতিটি অংশেই কোমল সুরের ব্যবহার রয়েছে। তালের ব্যবহার দ্রুত হওয়ার কারণে তেমন কোনো ক□রুণ সুর কানে লাগেনা।

-ভারতের দুই নয়ন তারা হিন -মুসলমান’গানটিতে কোমল স্বরের ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ভীমপলশ্রী রাগের একটু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তবে শুদ্ধ (□)এবং কোমল(□) □□□□ ব্যবহার করা □□□□□□□□ □□□□ তেওড়া তালের ব্যবহার করা হয়েছে।এ গানটিও স্বদেশী গান হিসে□□ □□□□□□

I □□ □□া□□□□-া□জ্জা-□□ I □□ □□ □□□□□-□□□মজ্জ-□□ I

□□ □ □ তে□ র্‌ দু ই □ □ □ □□□ □ □□□ □

I □□ ণা পা ।জ্জা-□□ □□□-□□ I □□-া-া□-া-া□-া-া I

হি ন্‌ দু মু □ □ ল্‌ □□ □ □ □ □ □ ন্‌

‰ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় টেনে না তারে কোলে’গানের সুরটিতে একটা মায়া আছে ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে ফিরছে এর যে কষ্ট তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সুরের মধ্যদিয়ে। একটি

শুন্যতা অনুভব হয় সুরটির মধ্যদিয়ে। যেমন কেঁদে যায় বাণীর জায়গাতে কোমল ণ-কে এমন□□□□ ব্যবহার ক রা হয়েছে যে এতে সুরের কষ্টের রূপ ফুটে ওঠে।

। □□ পা র্সা ।না রর্সাঃ-□□।

ভাই য়ে র দো রে□ □

। □□ ধা পধণা ।ণা ণর্সা ণধপা]

ভাই কেঁ□□ দে যা□ □□য়্

।□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□।□□□-□□□□-□□□□□-া-া।

টে নে০০ নে□ □□□ □□□ রে□ কো□□□□□□ লে□□

□□□

স্বরলিপি খেয়াল করলে বোঝা ম □□ যে নজরুলের গানের সুরের বৈচিত্র্য অনেক। □□□□ □□□ একই স্বরের মধ্যে রাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বাণীর অর্থ অনুসারে অ□□□ □□□□□ মিশ্রণ □□□□□□□ □□□□ □□শেষ কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন কোনো নির্দিষ্টনির্দিষ্ট রাগে গানটির সুর করলেও দেখা যায় সেখানে একটি জায়গায় এমন ভাবে এমনি একটি সুর ব্যব র করেছেন যে সেখানে □ছুটা রাগচ্যুত হলেও তাতে তেমন শ্রুতিকটু লাগেনা। আরকটি বিষয় আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নজরুলের গানের সুর অলংকা প্রধান। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান যেমন বাণীপ্রধান এবং সুরগুলো একটি স্বর বা সুরের সাথে মেখে মেখে যায়। অর্থাৎ মেলোডীটা রবি ঠাকুরের গানে বেশি। সেখানে নজরুলের গান একটি দানাদার কাজ যুক্ত। কারণ নজরুলের গানের সুর খেয়াল এবং ঠুমরী গানের সুরকে নির্ভর করে সৃষ্টি। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সুর ধ্রুপদ ও ধামার গানকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি। এই কারণে এই দুই মহান রচয়িতার গানের সুরে বড় রকমের পার্থক্য আমরা দেখ□□ □□□□ পরবর্তী অধ্যায়ে আমি নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের নান্দনিকতা সম্পর্কে □□□□□□□ □□□□□□

□□□

তথ্য নির্দেশ

□.□.করুণ ময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ;*বা□□ □□□□□□,□□□□,পৃ□□□□

□□□

পঞ্চম অধ্যায়

দেশাত্মবোধক গানের নান্দনিকতা

পঞ্চম অধ্যায়

দেশাত্মবোধক গানের নান্দনিকতা

প্রাচীনকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধিজনেরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন যে সংগীত কেন এবং কীভাবে মনকে রঞ্জিত করে।এ কথা সত্য যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় গড়া ভীত□ □□□□□ প্রাচীন যুগের মানুষ এক সময় প্রতিকূলতার স্রোত পেরিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে স্বস্তির লোকে তখনই তার মাঝে উন্মেষ ঘটেছে সৌন্দর্য চেতনার□ নিজেকে নিজের মনোভাবকে সুন্দরভাবে প্রকাশের ব্যাকুলতা।এজন্যই চেতনা বল □□,□□ল্পের মূল চেতনা হচ্ছে সৌন্দর্যচেতনা অথবা সৌন্দর্যেরই অপর নাম শিল্পচেতনা।কালক্রমে শিল্পকলার সৌন্দর্য অন্বেষণে বা বিশ্লেষণে: বিষয়রূপ প্রতিষ্ঠা পায় সৌন্দর্যতত্ত্ব ব□ নন্দনতত্ত্ব,□□□□□□□□ □□□□ □□□ Aesthetics.

"নন্দনতত্ত্ব, শব্দটি ইংরেজি Aestheticsএর প্রতিশব্দ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮□□-□□□□) □□□ একটি প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন।নাম হিসেবে নন্দন মানে পুত্র।আবার নন্দন মানে স্বর্গের উদ্যান বিশেষণ হিসেবে নান্দনিক শব্দটির মানে আনন্দদায়ক সুন্দর।নন্দন শব্দটির সংগে সৌন্দর্য ও আনন্দের নিবিড় যোগাযোগ আছে Aasthetics শব্দটি গ্রিক Aistetikos ধাতু থেকে □□□□□□□□□□ আক্ষরিক অর্থ অবলোকন। বিশে ভাবে অবলোকন প্রত্যক্ষণ,অনুধাবন To perceive.বর্তমানে Aesthetics এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় নন্দনতত্ত্ব প্রায় স্থায়ীরূপ লাভ করেছে।নন্দনতত্ত্ব বলতে শিল্প ও দর্শন শাস্ত্রে বোঝায় সৌদর্যের অনুসন্ধান,সৌন্দর্যের অনুশীলন

এমনকি সৌন্দর্যের দর্শন এবং বহুলাংশে শিল্পের নানাবিধ উপকরণ ও উপকরণ সমূহে সমন্বয় ল্পতত্ত্ব ও শিল্পদর্শন সম্পর্কিত বিবিধ প্রসঙ্গ।"

নন্দনতত্ত্ব একটি শিল্প আর শিল্প হতে গেলে টলস্টয়(-) মতে যথার্থ শিল্প হতে শিল্পের বিষয় হবে গুরুত্বপূর্ণ,যা মানুষের নিকট প্রয়োজনীয়,নৈতিক বিচারে যা শুভময় ও শিক্ষাপ্রদ।প্রকৃত শৈল্পিক সৃষ্টি বহির্নির্দেশে হয় না,প্রকৃত শিল্প দৈবলব্ধ-যা সৃষ্টিশীল রহস্যময়তা শিল্পীর আত্মাকে জাগ্রত করে ও প্রণোদিত করে জীবনের মহত্তম অনুভব ও মনুষ্যত্ব ভাবনায় প্রাণিত করে।শিল্পীর মন ও মননজাত সৃষ্টি হলো শিল্প শিল্পের উদ্দেশ্য হলো জী নান্দনিকভাবে উপস্থাপন। হত্ত্বের অনুভবের সৌন্দর্যই শিল্প।নন্দনতত্ত্ব শিল্পীর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া তাঁর ব্যক্তিগত-দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধের বৈভিন্ন্য,শিল্পের অন্তর্গত সত্য,সৌষম্য,নির্মিতঅনুভবের শৈল্পিক কারুকাজ এবং শিল্পের সার্বিক সৌন্দর্য অনুন্ধান,বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করে

এক একজন ব্যক্তির ভাবে সৌন্দর্যবোধের অনুভব ক্রিয়াশীল থাকে।পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মনের -অনুভব স্বতন্ত্র।প্রত্যেক ম র ব্যক্তিগ ,ভৌগোলিকও গত অব ,ধর্ম- -সংস্কৃতি,অর্থনীতি ও রাজনীতিবোধ আলাদা।মানুষের পেশা ও শিক্ষাগত অ ওস্বতন্ত্রপূর্ণ।সমাজে উচ্চবিত্ত,মধ্যবিত্ত,নিম্নবিত্ত শ্রেনির মানুষ রয়েছে।এর ফলে এদের মানসিকতার ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক।তাই তাদের সৌন্দর্য অনুধাবনের প্রক্রিয়া আলাদা।নজরুলও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তাঁর চোখে যে সৌন্দর্য ধরা পড়েছে সেটাকেই তিনি বাণীবদ্ধ করেছেন। এভাবেই প্রকৃতি এবং সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে তাঁর নান্দনিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

.শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়

.

.একি অপরূপ রূপে মা তোমায়

.ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি

.গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা

.

.স্বদেশ আমার জানিনা কবে শুধিব কবে ঋণ

□.জননী জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা

□.লক্ষ্মী মা তুই আয় উঠে গো

□□.বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচলখানি

□□. সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়

□□.ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে

□□ □□গুলো দেশমাত□□ □□□□ □□□□□□ □□'র আজন্ম লালন করা ভালোবাসা ও ভক্তিমেশানো শ্রদ্ধাঞ্জলি। এ সব গ□□ □□□□□□ □□□□□□□□,□□□□-শালুক,নদীনালা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশকে

□□□

ছবির মতো স্পষ্ট করে তুলে ধরে। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি তার যে রুক্ষ কঠিন মাটি লালধূলিধূসরিত শুষ্কপ্রান্তর তার সাথে পূর্ববাংলার সঙ্গে কোনো মিল নেই।নজরুল ময়মনসিংহে,কুমিল্লাতে বহুবার এসেছেন।মিশেগিয়েছিলেন এখানকার মানুষের সংগে। □□□ আরো বেশি বা লার প্রকৃতির রূপ □□□ □□□□ সৌন্দর্যপূর্ণ ছিল।এ ছবি সম্পূণ বাংলার।সাধারণ মানুষের চোখে প্রকৃতি আর একজন □□'র চোখে প্রকৃতি ভিন্নতর হ□□□□□ □□'র চোখে প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যঐশ্বর্য হয়ে ধরা পড়ে। কবি আপ্লুত হয়ে বলে :-

–এই প থম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম।মনে হলো এই আমার মা তাঁর শ্য - স্নিগ্ধ মমতায় তাঁর গভীর স্নেহবসে তার উদার প্রশান্ত আকাশের কখন ঘন কখন ফিরোজা নীলে আমার দেহমন প্রাণ শান্ত উদার আনন্দছন্দে ছন্দায়িত হয়ে ওঠে।আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ সুন্দর রূপে আমার জননী জন্মভূমি রূপে।''[২]

-শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়

□□□-□□□ □□□-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়'

কবি মাতৃভূমির রূপে □□□□-আপ্লুত হয়ে অন্যকে আহ্বান জানাচ্ছেন তা দেখতে আসার। যা সুন্দর তা অন্যকে দেখানোর ইচ্ছা সহজাত। সহজাত এ প্রেরণা সহজাত সুরেই অনন্য হয়ে রূপায়িত হয়েছে। স্বদেশের রূপ সৌন্দর্যের অবলোকনে যে আনন্দ তার রূপায়ণ অনবদ্য এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে এ গ□□□ দেশমাতৃকাররূপ আবিস্কারে বিস্মিত হন বলেই অন্যকে আহবান করেছেন সে রূপ দেখার।গানগুলোর সুরের গাঁথুনিতেই একটি বন্দনামূলক ভাব প্রকাশ পেয়ে ,বাণীগুলোর

মধ্যে জন্মভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।সব মিলিয়ে তাঁর এই দেশবন্দনামূলক গানের মধ্যে অপূর্ব নান্দনিকতা ফু□ □□□□□□

‘নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার

সাঁঝের বারান্দাতে দাঁড়ায় টিপ পরে সন্ধ্যা তারার ’

এই বাণীতে কী অপূর্ব ভাবনা ভেবেছেন কবি। নদী স্রোতে পাথরের নুড়িগুলো চুড়ির মতো □□□□সন্ধ্যা তারাটা দেখলে মনে হয় টিপ পরে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছে । এটি একমাত্র বাংলাদেশের প্রকৃতিতেই সম্ভব তাই এই সৌন্দর্য নিয়েই কবি এই ভাবনা ভেবেছেন□এই অপরূপ

□□□

সৌন্দর্য বাংলার চিরায়ত দৃশ্য। আরেকটি বিষয় হলো সুরের ক্ষেত্রে সাঁঝের বারান্দায় কথাটিতে সন্ধ্যা রাগের ব্যবহার করে একটি হৃদয়হরা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বাণী এবং সুরের একটি □□□□□ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

-□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□

চির মনোরম চির মধুর’

প্রকৃতির এই চির মনোরম পরিবেশকে কবি চির মধুর বলছেন কবি নমস্কার করছেন এ চমৎকার পরিবেশ অন্য কে□□□ দেশে নাই। প্রকৃতির এই রস সুধা শুধুমাত্র এই ভূ-□গুলেআ□ কোথাও নাই। বাংলাদেশের যে চিরচেনা রূপ তার একটি সুন্দর চিত্র কবি এই গানে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশবন্দনা গানের সাথে বন্দনা করার মতো একটি সুর সংযোজন করা হয়েছে যার মধ্যদিয়ে চমৎকার নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে।

-একি অপরূপ রূপে মা তোমায়হেরিনু পল্লী জননী

ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনি’

ছয়টি ঋতুর দেশ বাংলাদেশ যেখানে প্রকৃতির ছয়টি রূপ বা প্রকৃতির ছয়টি আমেজ পাওয়া যায়। ফসলেরও পরিবর্তন হয়,পরিবর্তন হয় □□-ঘাট পরিবেশের ক্ষেত্রেও। সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে কবি তাঁর মনের পটে এঁকে সেটিকে বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে অপূর্ব দৃশ্যপট তৈরি করেছেন। □□□ বাণীর অর্থের সাথে মিল রেখে এমনভাবে সুরারোপিত করেছেন যে গানটি শুনলে শ্রোতামনে বিশেষ ভালোলাগা এবং ভালোবাসা তৈরি হয়। আর এই সৌন্দর্যের প্রকাশই একজন সফল □□,সুরকার করতে পারেন যা নজরুল পেরেছিলেন। গানটির সুর বাউল,□□র্তন,ভাটিয়ালী মিশ্রণে

□□□□গানের মূল সুরের সাথে এমনিভাবে লোকসুর ও কীর্তনের সুর মেশানোর ফলে গানটির □□□□□ কাদামাটি মাখা লাবনীই যেন ঝলমল কর। কেবল গলা ছেড়ে গাইলেই এর রূ পুরোপুরি ফুটে উঠবে।

–একি অপরূপ রূপে মা তোমায়-গানটির সুর বাউল,কীর্তন,ভাটিয়ালির মিশ্রণে রচিত। গানটির মূ আবেদনের পরও আর একটি আবেদন আছে কথার সঙ্গে মিশিয়ে সুরন্যাস,যেমন ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে গো কীর্তন শোন রাতে মা-চরণদ্বয়ে প্রথমটিতে ভাটিয়ালি ও দ্বিতীয়টিতে কীর্তনাঙ্গ সুরের ব্যবহার ভাষার ব্যঞ্জনাকে আরো গভীর ও চিত্তাকর্ষক করেতুলেছে।"[৩]

□□□

বাংলার মাটির সুর হলো কীর্তন ও বাউল গানের সুর। এর থেকে সুর নিয়ে রচনা করা হয়েছে লোকসুর। পাওয়া না পাওয়,আনন্দ-বেদনার সুর মিশিয়ে লোকসুর সৃষ্টি।

"অতীতের সংগে এবং বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নসাধ ও আকাঙ্খাকে লালনের চিন্তা সুন্দর।দেশের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ,প্রকৃতির প্রতি যে আকুলতা তা প্রকাশে নজরুল যে সুর ব্যবহার করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।কারন সুর অনুভূতিকে প্রকাশ করে।একটি গানের নান্দনিকতা নির্ভর করে তার সুরের উপর,তার প্রকাশের উপর।পল্লী জননীর যে ছবি এঁকেছেন শব্দে ও বাক্য বিন্যাসে তার সুরও মাটির সুর।গানগুলোর বাণী আধুনিব,বাণীর বিন্যাসও আধুনিব কিন্তু আধুনিক আঙ্গীকের এই গানে তিনি সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন লোকজ সুর মিশিয়ে □□□□□□ □□□□□□□□ □□টি থেকে উঠে আসা এক বিশেষ সংগীত শৈলি কীর্তনের সুর "[□]

-ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি'

□□□নটিতে কবি বাংলার মাটিকে সোনার চেয়ে খাঁটি বলছেন। ত□□□ □□□□□ □□,ফুল,□□□ তৃষ্ণা মিটাই। প্রকৃতিকে □□□ই আমরা বেঁচে থাকি। এই গানটিতে কবি প্রাচীন □□□□□,সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যের □□□ □□□□□□

-এই মাটি এই কাদা মেখে এই দেশেরই আচার দেখে'

এই দেশের সমস্ত মাটি, □□, ফুল, □□ আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে।এই জন্মভূমি তার বুকের রসনিসৃত করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেই কথাগুলো এত চমৎ□□ভাবে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির কথা স্বল্প পরিসরে বলেছেন এ গানের সঞ্চারীতে।

‘এই মাটি কাঁদা মেখে

এই দেশেরই আচার দেখে

সভ্য হলো নিখিল ভূবন দিব্য পরিপাটি’

ভারতবর্ষ হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন;মানবতা ও প্রেমপ্রীতিতে অনন্য। ভারতের অতীত মহিমা ব্যাপ ,সামাজিক রাজনীতিতে উল্লেখযো —এমন উক্তি সঙ্গত ক □ দেশেরমানুষকে সম্মুখভাবনায় যেমন চালিত করে তেমনি দেশকেও নতুন করে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ □□□□

□□□

□□□□ অতীত যার উজ্জ্বল সে নিশ্চয় ভবিষ্যতেও উজ্জ্বলতর দিনের সৃষ্টি করবে এবং সে লক্ষ্যে বর্তমানে সে তৎপর হবে। নিজের দেশ সুন্দর-নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মহৎ ও সমৃদ্ধ-□ □□□ ভাবার মাঝে মানবাকাঙ্ক্ষারই নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে। নজরুল তাই বলছেন এদেশে □□□□ দেখে সভ্য হলো নিখিল ভূবন কী আনন্দের □ □□ গর্বের উপলব্ধি;আমাদের আচার অন্যকে সভ্য ও মার্জিত করে-পরিপাটি ও শুদ্ধ করে। এমন জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তাইতো কবি □□□□□--জননী জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা’ ভারতবর্ষে মিলেছে সকল জাতি,সকল ধর্ম। □□□□□ বিরোধ নেই আছে মিলনের সৌ ,কোলাহল নেই আছে ঐক্যের সৌহার্দ্যও শান্তির স্নিগ্ধতা। বিরোধ নেই ‘ভাষা আর বেশ’□□□□□ □□-কল্লোল ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠেছে ...

□□ □□□□ □□□ □□□□□□□

জৈন পার্শী বৌদ্ধ,শাক্ত,খৃস্টান বৈষ্ণব

□□’র মানবতায় ভুলিয়া বিরোধ,এক হয়ে গেছে সব।

সকল জাতির বসবাস ভারতে যাঁদের সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে পর □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□যেখানে সকল জাতি ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসাথে বসবাস করছে। ‘গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা’গানটি কবি অতীতের গৌরব ও মহিমার গুলোকে স্বাতন্ত্রিক একমাত্রা □□□□□□□পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকদের মন্তব্য হচ্ছে:-ভারতবর্ষ হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন, ম□□□□□□ □□□ □□□□র প্রতি ভালোবাসায় অনন্য।

এবং স্বদেশকেই অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

-□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□

যেদিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ'

দেশের উপর স্বর্গ হতে শান্তি জল পড়ছে আর □□□ □□□ □□ লক্ষ্মী - ফুল,□□□ □□□□ □□□□□ □ গানে যেমন হিন্দুদের লক্ষী দেবীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন জীব-জন্তুর কথাও □□□□□ দেব-দেবীর আশির্বাদ নিয়ে জীব-জগৎ যেমন বেঁচে থাকে সেভাবে কবি ব□□□□ □□□□□□ তেমনি হাঙ□,কুমির,শার্দুল শাপ এই দেশের মানুষের খেলার সাথী তেমনি একদা এই
দেশের ছেলেরাই দেশ-বিদেশ জয় করেছে এমনটা বাণীতে উল্লেখ করেছেন। এভাবে একটি গানে □□□□ মিশ্রণ ঘটানো বেশ কঠিন ব্যাপার কিন্তু সেটি খুব সহজেই করেছেন এবং সুরও খুব চমৎকার

□□□

□□□□□□□

%স্বদেশ আমার জানিনা তোমার শুধিব কবে ঋণ' □□□ □□ □□□□□ মাতৃভূমিকে □□□□□ যে জানিনা তোমার ঋণ কবে শোধ করতে পারব □□□□ □□-দিন অপেক্ষা করছি শুভদিনের জন্য কিন্তু পরিশ্রম করে বা যুদ্ধ করে তা অর্জন করে নিচ্ছিনা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। যে পাগল তার কোনো চিন্তা থাকেনা,থ□□ না কোনো ভালোমন্দ জ্ঞান ঠিক সেভাবেই যেন আমরা □□ □□ অভাগিনী মায়ের সন্তানের মতো।আ□□□র যেন কোনো দায় ভার নেই।

%খাই দাই আরামে ঘুমাই
পাগলের যেন ব্যথা বোধ ন
□□□-লিখন বলিয়া এড়াই ভীরুতা,শক্তি ক্ষীণ।
অভাগিনী তুমি,সন্তান তব সমান ভাগ্যহীন।।'

□□ □□□□□ কথায় গানটিে বাস্তব অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেদার রাগে সুরারোপিত একতালে নিবদ্ধ গানটির আবেদনটাই আলাদা। সুরে মাখামাখি করে গানটি গাওয়া হয়েছে কিছু নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি যারা সাধার মানুষকে এতদিন তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য করেছে। ক্ষুদ্র,ক□□□ □□□ □□□ যাদের অবহেলা করেছে তাদের চরণ ধরে যদি এবার মুক্তি আসে এমনি কথা ব্যক্ত করেছেন □□□ বাণী এবং সুরে গানটির অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

%জননী মোর জন্মভূমি তোমার পরে নোয়াই মাথা'-

মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও বড় এমনি একটি কথা হিন্দু ধর্মে বলা আছে। আসলে আমরা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমরা মাতৃভূমির কারণেই

বেঁচে আছি। তাই সেই মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে কবি'র এই মাথা নোয়ানো। এই গানে কবি জগদ্ধাত্রী দেবী এবং মাতৃভূমি এই দুই মায়ের মিলনে গানের বাণী ব্যবহার করেছেন। গানের শেষ চরণটিতে একটু আক্ষেপ করে বলেছেন যে, মাগো নিজের ছেলের মুখের খাবার কেড়ে যাদের খাওয়ালে তারাই আজ তোমাকে দাসী বানিয়েছে। আর অন্যায়-অনাচার দেখে মনে হয় বিধাতা বলে কেউ নেই। বড় অনিয়ম অবহেলায় চলছে সবকিছু□

'ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে

তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে

□□□

দেখে শুনে হয় মা মনে,নেইক বিচার,নেই বিধাতা।'

'লক্ষ্মী মা তুই ওঠ্‌গো □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□' □□ □□□□ □□□ □□ লক্ষ্মী আঁচল ভরে ধা□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ গানটিতে কালজয়ী একটি ছড়া'র ব্যবহার করা হয়েছে রত্ন বোঝাই সোনার তরী ডুবে গেছে এখন এতটাই অভাব যে ছেলেরা পান্তা ভাতও খেতে পাচ্ছেনা। এ তোমার কেমন বিচার মা? গানটির □□□□□ অংশে বলা হচ্ছে □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ নারায়ণ যে অনন্ত ঘুমে ঘুমাচ্ছে। তোরও কি মা সেই ছোঁয়া লেগেছে?মা লক্ষ্মীকে বলছেন কোন দুঃখে তুই বাপের বাড়ী রইলি মা। তোর পায়ে ধরি এখন তোর সন্তানদের অমৃত এনে বাঁ□ □□□ □□□□□ গানের বাণীতে মা লক্ষ্মীকে আকুতি জানানো হয়েছে।

□□□ মধ্যে একটি সুন্দর চি□ ফুটে উঠেছে। বাণী ও সুরের মেলবন্ধনে একটি নান্দনিকতা আমরা দেখতে পা□□□ ব্যঞ্জনার মধে □উত্তর ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে আমরা সুরের যে ঢং দেখতে পাই তাতে লক্ষ্যকরলে দেখা যায় কোমল সুরের ব্যবহ অর্থাৎ □□□মাত্রায় করুণ সুরের ব্যবহার।সুখের সুর উত্তর ভারতী □□□□□ পদ্ধতিতে নেই বললে ভুল হবেনা যার কারণে কোমল সুরকেই গানে এমন □□□□ ব্যবহার করা হয়েছে যে মনে হয় সুখেরই সুর।নজরুলের দেশাত্মবোধক □□□□ □□□□ □ সুরের উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন।নজরুলের দেশবন্দনামূলক গানগুলোর সুর এবং □□□□□ ভিতর একটি নান্দনিকতার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়।

'সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়

□□□□ আমন ধানের ক্ষেতে'

গানটিতে প্রকৃতির বিশেষ একটি রূপ বর্ণনা করে মাঘের আমন ধানের ক্ষেতে বাতা সোনা রঙের ধান যে অপূর্ব র ধারণ করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কবি তারই চিত্র তুলে ধরেছে গানটি খাম্বাজ রাগে নিবদ্ধ গানটিতে ঢেউ খেলে যায় কথাটিতে সুরেরও একটি ঢেউ খেলানো ঢং তৈরি করেছে বাণী ও সুর মিলে একটি বিশেষ নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে।

এই গানের একটি অংশে বলা হয়েছে-

চন্দ্র ঘুমায় গগন তলে

সাদা মেঘের আঁচল পে ’

চাঁদ আকাশে সাদা মেঘের আঁচল পেতে ঘুমাচ্ছে এই কাব্যিক ভাবনা একজন দক্ষ গীতিকার না হলে মাথায় আনা স ব নয়।আবার নটকানো রং শাড়ী পরে বালিকারা শিউলী ফুল কুড়াতে যায় এবং তার এই মুহূর্তটা মনে হয় প্রজাপতির মতো উড়তে মন চায় এই ভাবনা একমাত্র সুচিন্তিত ’র মনের পটে ছবি আঁকতে পারে

ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে-

গানে নজরুল শরৎকালের গ্রামের বালিকারা যেভাবে শালুক পদ্মফুল শাপলা তুলে বেড়ায় তার বর্ণনা এখানে দিয়েছেন। সারাবেলা রোদে পুড়ে তারা খাল বিল থেকে এগুলো কুড়িয়ে বেড়ায় তাই রোদে পুড়ে তারা কালো হয়ে তাই কবি ভোমরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শরৎ মেঘের গুচ্ছ দেখা যায় তাই মনে হয় ঝিলের জলে সাদামেঘ ঢেউয়ের তরঙ্গের সাথে মিশে যাচ্ছে। মেঘ বলাকারা যেন খেলা করছে।সব মিলিয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে গানের বাণীতে। প্রকৃতির এক বিশেষ নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে এই গানে।

তাঁর সংগ্রামমূলক ,জাগরণমূলক গা ,ব্যঙ্গগীতির ক্ষেত্রে একটি বীর্যমত্ত,তীব্র দৃ প্রত্যয়ী ভাব ক্ষেত্রেও তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও বীররসাত্মক ভাব লক্ষ্যণীয়।কাজী নজরুলে গুলো প্রথাসিদ্ধ হলেও প্রকৃতি অনুধ্যানের যে একটি নিজস্ব প্রক্রিয়া এবং নজরুল সেটিকে যে ভাবে গানে উপস্থাপন করেছেন তা শ্রোতাকে আলোড়িত করে।স্বদেশের রূপ সৌন্দর্যের অবলোকনে যে আনন্দ ত র রূপায় অনবদ্য এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে এসব গান।নজরুলে দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানগুলোর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মানু কে উদ্দীপ্ত করতে নজরুলের সংগ্রামমূলক গানগুলোর তুলনা না। যে গান

□□□□□ যুদ্ধ করতে একত্রিত করেছিল,দেশকে শ□ মুক্ত করতে উৎসাহিত করেছি□□ প্রাণে প্রাণে নব আশার সঞ্চয় করেছিল নতু□ □□□□ □□□□ □□□□□□,□□□□□□ □□□□হীনের মুখে ভাষা স্বপ্ন □ স্পৃহা। তাই তিনি জাগ্রত করেছিলেন ভারতবাসীকে □-আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল □□□'নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন এই জাতিকে স্বাধীনতা অ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ জাগলেই সকাল হবে তথা স্বাধীনতা আসবে। এ রকম কিছু সংগ্রামী গান:-

□.দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে

□.কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট

□□□

□.এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল

□.মোরা ঝঞ্ঝার মতো উ

□.□□ □□□ □□□□□ □□□□□

□.□□ □□□ □□ □□□ □□

□.তোরা সব জয়ধ্বনি কর

যে গান মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে যে গান আপনার মাঝে বিবেককে জাগ্রত করে সেটাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান□ □□ গান সত্যের জন্য লড়তে শেখায়,স্বাধীন হওয়ারসাহস জোগায়□□□ □□□□□ -লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার'এ অন্ধকার ভেদ করে যেতে হবে ভারতমায়ের সন্তানেরা সাবধান হও। অসহায় জাতি ধুঁ□ ধুঁকে মরছে জানে না কীভা□□ পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু যাঁদের মাতৃভক্তি অসীম তারাই এই সংকটের থেকে মুক্ত করবে ঠিকই।এ□ গানের বাণীতে নজরুলের ভারতমাতাকে স্বাধীন করার যে আহ্বান জানিয়েছেন তা সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করার নয়। যেমন শব্দচয়ন তেমনি সুরের গাঁথুনী।একি গানে তিনি নেতৃত্বদানকারীর সন্ধান করছেন আবার তিনি হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ক'রে যেন কেউ এই আন্দোলনকে ব্যাহত না করতে □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□-হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন,কাণ্ডারীবল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর ম'□□' অপূর্ব বা□□ □□□□□□ □□□□□□□ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□! তারা কোনো কিছুরই আর ভয় করেনা। বাণীর যেমন □□□□ তেমনি সুরের কাঠামোটাও বীররস প্রধা সব মিলিয়ে চমৎকার একটি গান -□□□□ □ লৌহ

□□□□’ □□□□□বাণীতে বন্দিশিবিরে বন্দিদের উদ্ধারের জন্য তিনি এই বাণী ব্যবহার করেছিলেন। আর সেই জেলের লোহার ত য় লাথি মেরে ভাঙার কথা বলছেন। সেখানে নির্ভীক হয়ে প্রলয় □□□□ □□□□তে বলছেন। সুর-বাণীর সৌন্দর্য জনমনে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

-□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □ব বন্দীশালা -

আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি’

-এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল’-গানটিতে কবি বলছেন যে শি□□ □□□□

□□□

সন্তানদের পরানো হয়েছে সেই শিকল পরেই অত্যাচারীদের শিকল বিকল করবে ভারত সন্তানর □ □□□□ □□□□ □□□ ব্যবহার করে গানটির একটি আলাদা মাত্রা সৃষ্টি করেছেন। আর এই গানটি দ্বার দেশাত্মবোধক গানের আলাদা স্বাত তৈরি করেছিলেন নজরুল যারা লাঞ্ছিত তারাই এই অত্যাচারকে লাঞ্ছনা হানছে অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করতে করতে ভারতবাসী তাদের বিরুদ্ধে □□□□□ □□□□□□

-এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা

মোদের অশ্রু দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল’

□□□□□ □□ণী ও সুর অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছে□খাম্বাজ রাগে হলেও সুরে কোথাও কোমলীয়তা প্রকাশ পায়নি। বিদ্রোহী ভা -ই এই গানের পুরো অংশ জুড়ে ছিল, তেমনি বাণীও সুর দুইয়ে মিলে নান্দনিকতার প্রকাশ□ □□□□□

-বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ নবযুগ ঐ এলো ঐ’ এই গানে সত্যের জয়গান গাওয়ার আহ্বান জানানো □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ জেগে ওঠ উঠে দাঁড়া এমনি আহ্বান জানানো হয়েছে এই গানে। কবি এমন বাণী এখানে ব্যবহার করেছেন যে সকল মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ছুটে এসে□ □□□□ এই দেশ আমার এই দেশের মানুষ আমার। শুধু আমার আত্মস্বার্থ ভেবে বসে থাকলে □□□□□□এই সমগ্র দেশই আমার সকল মানুষই আমার এই ভাবনাই অন্তরে লালন করার কথ বলছেন নজরুল। তাই কি ’র আহ্বান-

ভুলেছি পর ও আপন ছিড়েছি ঘরের বাঁধন

স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।

এই বাণী ও সু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেবিদ্রোহী করে তুলেছিল ভারতসন্তানদের। গানের বাণী এতটাই অর্থবোধক ছিল যে মানুষকে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলেছিল। দ্রুত-দাদরা তালে সুরও বাণীর যে মিশ্রণ তা একটি অসম্ভব ভালো গানের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর সুর-বাণ□□ আর তালের যে মিলন তাতে এক অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

-বল নাহি ভয় নাহি ভয় বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়'গানটি -□□ □□ □□□□ □□□□' □□□□ সংগে সাদৃশ্য রয়েছে। এখানে নিজেকে পুরুষোত্তম এবং চির দুর্জয় বলেসম্মোধন

□□□

করেছেন। আন্দোলন সংগ্রামে যাঁরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে সবার জীবন পূর্ণ ক□□ □□□ গেছে, তাকে ঐ মৃত্যু লয় করতে পারেনি। কবি বলছেন:-

-ওরে পর বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয়?

তুই আত্মাকে চিন্ বল্ আমি আছি সত্য আমার জয়'

নিজের স্বাধীনতা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। অন্যের ভরসায় থাকলে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করে □□□ □□□□□ তাই কবি এই কথার উল্লেখ করে ,যে স্বাধীনতার জন্য পরের মুখপানে চেয়ে থেকোনা।

-তোরা সব জয়ধ্বনি কর

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখির ঝড়'

গানের বাণী ও সুরে তাণ্ডব ঝড়ের তাণ্ডবতা সৃষ্টি করেছেন কবি। খেমটা তালের ঝোঁকে ঝোঁকে বজ্রশিখার মশাল যেন বৈশাখি মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎচ্ছটা ছড়াচ্ছেন। কাল বোশেখের ঝড় আসছে অসুন্দরকে ছেদন করতে জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে আবার নূতন করে গড়তে। প্রলয়ের রূপকে ভয়ঙ্কর বেশে যে বি বের আহ্বান এবং প্রাণহীন রুগ্ন অসুন্দরকে বিনষ্ট করে সুন্দরের জীবন গ□□ তোলার যে প্রত্যয় তাই-ই □□□□ বিপ্লব।ব□□'র দৃঢ় বিশ্বাস বিপ্লব সফল হবেই এবং নতুন কেতন □□□□□□–চির পরিচিত গানটিতে যেমন একদিকে বহিঃশারীরিক রূপায়ণে যত্নবান অন্যদিকে তেমনি শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিতে গানটির মানসরসায়নের রূপায়ণেও অসামান্য দক্ষতায় পারদর্শী।''[৫]

নজরুলের সংগ্রামী গানের মধ্যে অ□□ -□□র্চ সংগীত'স্বতন্ত্র ধারার কিছু গান। নজরুল ছিলেন একজন সৈনিক এবং সৈনিক হিসেবে তিনি প্রতিদিন কুচকাওয়াজ করতেন। কুচকাওয়াজ করতে গিয়ে একটি নতুন ছন্দ ও লয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। কুচকাওয়াজের এই ব্যতিক্রমী দীপ্তভঙ্গিমার

ছন্দটি এবং বীররসের সুরটি নিশ্চয় নজরুলের মতো অন্যদের আকর্ষণ করে। লেফ্‌ট-□□□-লেফ্‌ট,লেফ্‌ট-র□□-লেফ্‌ট এই শব্দগুলো স্থানে বসিয়ে দেন চল্ চল্ চল্ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ রচনা করেন চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল গানটি। এ গানটি গাওয়ার সময় বা শোনার সময় শুধু তরুণ-তরুণীরাই না সকলের শিরায় শিরায় উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। □□□□ □□□ বাজছে এরই মাধ্যমে ডাক দিচ্ছে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার।তাই এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান

□□□

□□□□ ধরণী আজ উতলা। তাই তরুণেরাই তো ছুটবে নতুন স্বপ্নে রাঙানো একটি নতুন অরুণের আশায়। তরুণেরাই পরাধীনতার শৃংখল ভাঙতে আত্মপ্রত্যয়ী হবে।গানটির সু· মার্চের সুর এবং বীররসের প্রকাশ ঘটেছে প্রতিটি সুরপ্রক্ষেপণেই। গানটি সাধারণভাবে অলঙ্কারমণ্ডিত নয় কিন্তু □□-লয় দুই আছে শুধু □ সুরের তেমন বৈচিত্র্য নেই।

এ রকম আরোকিছু গান যেমন-

□.□□□□ □□□□

□.চলরে চপল তরুণদল

□.□□□□ □□□ □□

উপরের অনবদ্য সৌন্দর্য হচ্ছে গা· গুলোতে ব্যবহৃত মার্চের সুর,ছন্দ ও তাল] □ □□ সুরের চলন-গড়ন সরল কিন্তু বলিষ্ঠতায় ও দৃঢ়তায় উজ্জ্বল। এ সুরগুলোতে কোমলতা নেই আছে বীর্যবানদের চেতনায়-পেশীতে আরো সাহস যোগানোর প্রেরণা। রাঙা প্রভাত আনার আহ্বান আসলে জীবন জাগানোর আহ্বান □--এ গান জাতির সুখ সমৃদ্ধির জন্য তথা জাতির মুক্তির জন্য আমাদের অসহায়ত্বকে,দীনতাকে অতিক্রমণের সাহস জোগায়। মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,সে শিল্প জীবনকে উন্নত করার পথ দেখায়। নজরুলের এ সব গান আমাদের উন্নত জীবনের স্বপ্নে চালিত করে। আর এখানেই এ গানগুলোর নান্দনিকতা।"□

শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গা· গুলো দ্রোহী চেতনার রঙে রঙিন ক্ষীপ্র-বলিষ্ঠ□ এ গানগুলো বাংলাগানের ধারায় একেবারেই স্বতন্ত্র। প ধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি কাম· □□□ □ □□□□□□ মানবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। নজরুল মানবতার কবি। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই মানুষের অপমান ও লাঞ্ছনার অবসান কামনা করেন। অসুন্দরকে তাড়িয়ে সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়

নিজেকে উৎসর্গ করেন। শিল্পরচনার সকল ক্ষেত্রেই নজরুলের নন্দনচেতনা উৎসারিত হ□□□ মানবপ্রেমকে ঘিরে। নজরুল সর্বদা মানবপ্রে□□র চেতনায় সক্রিয়। আবর্তিত ধনী □□□□,□□□□□□,ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ কামনায়। অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ও নানাবিধ অসংলগ্নতাকে দূর করতে তিনি সংগ্রামী বীর এবং সে জন্যই বিদ্রোহী-অবিনাশী লড়াকু সৈনিক। তাঁর সংগ্রাম ও সংগ্রামের পরিণতির কথাও তিনি স্পষ্ট করে□

□□□

বলেছেন অগ্নিবীণা কাব্যের বিদ্রোহী ব□□□□:-

-যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবেনা'

□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□---আমি বিদ্রোহী হয়ো -বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ে বিরুদ্ধে,অত্যাচারের বিরুদ্ধে,যা মিথ্যা কলুষি ,পুরাতন,পঁচা-সেই মিথ্যা জগতের বিরুদ্ধে,ধর্মের নামে ভণ্ডামী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।''[৭]

নজরুল তাঁর দেশবাসীর জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করতে চান। শিল্প তাঁর সাধনা কিন্তু জীবনের চেয়ে বড় নয়। জীবন আগে পরে শিল্প, মানুষই মুখ্য মানুষের কল্যাণ সাধনাই তাঁর শিল্পসাধনার লক্ষ্যবস্তু। মানবতাবাদী বলে বিবেকতাড়িত এবং এ জন্যই নজরুলের দেশাত্মবোধক গান শুধু দেশাত্মবোধক গান হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিৎ নয়, মানব প্রেমের নিরিখে বৃহত্তর ক্যানভাসে এসব গানের মূল্যায়ন প্রয়োজন। নজরুল আপামর মানুষের কল্যাণের জন্য স্বপ্নও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য পত্রি সম্পাদনা ক ,রাজনীতির মাঠেও বিচরণ করেন। নজর □□□□,উপনিবেশবাদীরা শুধু দুর্বৃত্তই নয়-প্রতারকও বট ; ওরা আসলে নিষ্ঠুর ও নির্মম। ওদের চেহারা দেখে ভেতরটা বোঝা য □□,আচরণ দেখে তাদের মতলব কোনোদিম বোধগম্যে □□□□□□□□□□ ওরা ভেতরটাকে সুন্দর করে ঢেকে রাখে। নজরুল তাদের হিংস্র চেহারাটা দেখেছেন,তাঁরকাছে স্পষ্ট ওদের শুভঙ্করের ফাঁকির সূত্রাবলী,ঔপনিবে□□ □□□□□ □□□□□□□ নির্যাতনের প্রকৃতি। তাই নজরুল বলছেন -□□ □□□ □□ □□□ □□,বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের □□,তুই আত্মাকে চিন্ বল আমি আছি সত্য আমার জয় ' নজরুলের গানের নান্দনিকতা এখ□□ যে, এ সব গান ঔপনিবেশিক এই অন্ধকারকে যেমন চিহ্নিত করতে শেখায় তেমনি আত্মশক্তিকে

চিনিয়ে দেয় ।তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ গুলোকে জাগ্রত করার স্বপ্নে রচনা করেন এই গান গুলি ।

□.□□□□ অনশন বন্দী ওঠরে যতে (ইন্ট রন্যাশনাল সংগীত)

□.ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল(কৃষাণের গান)

□.ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল(শ্রমিকের গান)

□.□□□□ □□□□ □□□ □□□□(রক্ত পতাকার গান)

□□□

□.আমরা নিচে পড়ে রইব না আর শোনরে ও ভাই জেলে

(□□□□□□ □□□/জেলেদের গান)□

এই গানে নজরুল সকল ভাগ্যহতদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন 'জাগো ত□□□□-বন্দী ওঠরে □□, জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত ' এই গান পৃথিবীর সকল শ্রম মানুষের জন্য সৃ □ ইন্টারন্য □□□□ □□□□□□ সুরে এই গানে বাণীটি□কিছুটা মিল রেখেছেন কিন্তু বেশিরভাগ অংশ নজরুলের চিন্তা-চেতনা থেকে সৃষ্ট । সমাজে যারা সবকিছু থেকে পিছিয়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য নজরুল উদ্বুদ্ধ করেছেন এই গানে ।

-শোন্ অত্যাচারী!শোন্রে সঞ্চয়ী!

ছিনু সর্বহারা,হব সর্বজয়ী ।'

কৃষক সারাদিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দুমুঠো ভাতও ঠিকমত পায়না কারণ এত পরিশ্রম করে যে ফসল ফলায় তা শাসকপক্ষ সবই নিয়ে নেয় । তাই কবি তাঁর বাণীতে বলছেন □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ মরব চল্□ কিন্তু এই বাণীর মধ্যে একটা প্রতিবাদ রয়েছে । লাঙলের মুঠি শক্ত করে ধরার কথা বলছে মানে প্রতিবাদের হাতিয়ার লাঙল হাতে নিয়ে কঠোর ভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা ব□□ □□□□□□

-ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কষে লাঙ্গল

□□□□ মর্□ □□ –ভালো করেই মর্ব এবার চল্

মোদের উঠান ভরা শষ্য ছিল হাস্য ভরা দেশ

ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ'

শ্রমিকের গানে নজরুল যে শব্দচয়ন ক□□□□□ তাতে তিনি শুধু উৎসাহিত করেননি বরং বিপ্লব সৃষ্টির □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ বাণীতে। এই গানের বাণীতে কবি বলছেন শ্রমিকদের এত শক্তি যে, □□□□□ □□□,তুষার গলে,মরুভূমিতে সোনার ফসল ফলে তাদের হাতে। কিন্তু কষ্টের বিষয় হলো সিন্ধু ম'থে এনেও একবিন্দু জল তাদের জোটেনা। শ্রমিক কতো পরিশ্রম করে পাতাল খুড়ে খনি থেকে আনে ফণির মাথার মণি এগুলো দিয়ে শনি হলো ধনী কিন্তু শ্রমিকের গায়ের ঘামের দাম দেয়নি। দিয়েছে লাঞ্ছনা তাই কবি সকল শ্রমিককে ফণি মনসার না -নাগিনী বলে সম্মোধন করে এদেরকে গর্জে ছোবল মারার কথা বলছেন। এখানে এই বাণীর যে ব্যবহার তিনি করেছেন

□□□

নজরুলের নান্দনিকতা জ্ঞানসত্যিই প্রশংসা প্রশংসনীয়□ □□ □□□ □□□ পেয়েছেন সাহিত্য জগতে। তাঁর বাণীসত্য পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে□□

□ ভাই আমাদেরি শক্তি-□□□

পাহাড় টলে তুষার গ'লে
মরুভূমে শোনার ফসল ফলে রে
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।
আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খণি
□□ □□□ □□□□ □□
তাই পেয়ে সব শনি হ'ল ধনী রে
□□□□ □□ □□□□□ □□□-নাগিনী আয় রে গর্জে মার ছোবল্।

ধীবরদের জন্য গানেও নজরুল সেই চিরাচরিত দৃশ্য এঁকেছেন। কিন্তু এটি চিরাচরিত দৃশ্যটি হলেও এর বাণীর যে চিত্র তা সমাজে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া নানা দৃশ্যগুলো এত সাবলীল ভাষায় উপস্থ পন করেছেন যে ভাষায় প্রকাশ ক□ □□□ সর্বহারা তারা যাদের □□□□ মতো মাথা গোঁজার মতো ভিটে টুকু নেই তাদেরকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□-

-আমরা নিচে পড়ে রইব না আর শোনরে ও ভাই জেলে
এবার উঠব রে সব ঠেলে

ঐ বিশ্ব সভায় উঠল সবাই রে ঐ মুটে মজুর হেলে

এবার উঠব রে সব ঠেলে'

নজরুল ঘুমন্ত ভারতবাসীকে জাগাতে চেয়েছেন। সেই জন্য তাদের মধ্যে চেতনা বিনির্মাণ করতে □□ □□□ □□□□□ জাগরণই সংগ্রামের পূর্বশর্ত। আত্মজ্ঞানহীন দুর্বল ও অসহায় মানুষকে তিনি জাগানোর জন্য এই গান লেখেন। পরাধীনতার যন্ত্রণ□□□ আত্ম জাগরণের এক শক্তিতে রূপান্তরিত □□□ □□□□□□□ যে প্রেরণা সৃষ্টি সেখানেই এ গানগুলোর নান্দনিক□□□

□□□□□□ □□□ □□□□ □□□জের শতভাগ উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□

□□□

জনগোষ্ঠীর অর্ধেক। আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে মুর্খ ও অচেতন রেখে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়- এ বোধ থেকেই না□□ □□□রণমূলক গান রচনা করেন। নজরুলের নারী চরিত্রগুলো প্রেমে যেমন কোমল তেমনি যুদ্ধেও বীরাঙ্গনা-□□□□□ দৃঢ়তায় অতুলনীয়। নারী অব ,□□□ □□ □□□;বুদ্ধিহীনা নয় বুদ্ধিমতি। তাই তাদের গুণগান করেছে কবি গানের মাধ্যমে। তেমনি আরো কিছু গান যা নারীর প্রশংসা বা নারীর বীরত্বের কথা কবি বলেছেন।

□.চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা

□.জাগো নারী জাগো বহ্নিশি□□

□.গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়

□.আমি মহাভারতী শক্তিনারী

ইতিহাস ও পুরাণে□ বর্ণাঢ্য জগৎ থেকে নারীকে উপস্থাপন করেছেন তিনি তাঁর গানে যে ন□□□ বিহ্নিশিখা। যে নারী ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয় যে নারী অনন্যা। যেমন-"আ□□□ □□□□□ সুলতান হুসাইন নিযাম সাহের কন্যা ও বিজাপুর রাজ্যের বিধবা মহীয়সী চাঁদসুলতানা।"[৮]

চাঁদসুলতানা দ্রোহী এক নারী ।–□□□□ সালে আকবরের পুত্র মুরাদ এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর □□□ □□□-□-খানান বিরাট সৈন্যদল নিয়ে বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করলে বিধবা প্রবল শৌর্যও বলিষ্ঠতা নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রয়াস পান। শেষে ১৫৯□ সালে মোগলের সঙ্গে তার সন্ধি স্থাপিত হয়।"[৯]

□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ মুসলিম সমাজের নারীদের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□চাঁদের সংগে তুলনা করেছেন।

-চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা চাঁদের চেয়েও জ্যোতি

তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কি শক্তিমতী'

এই গানের বাণী এমন চমৎকার করে নারীদের প্রশংসা করা হয়েছে যা অতুলনীয়। নারী ঃ ঘরের রান্ন-বান্না,ছেলে-মেয়ে লালন-□□□□ □□□,স্বামীর সেবারমধ্যে সীম বদ্ধ নয় তাকে শেখালে সে চুড়ি পরেও তরবারী ধরে যুদ্ধ করতে পারে তার প্রমাণ ইতিহাসের সাক্ষী চাঁদসুলতানা।

এছাড়াও এ গানে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই নারীর সাথে হিন্দু ধর্মের শক্তির দেবী দুর্গা ও লক্ষ্মী-

□□□

সরস্বতীর কথা তুলে ধরা হয়েছে। যা এই গানকে অতি ঁচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তিনি □□□□□□□-

-তুমি দেখালে নারীর শক্তি স্বরুপ চিন্ময়ী কল্যাণী'

চিন্ময়ী কখন□ □□□□ জগতের কল্যাণের জন্য রণরঙ্গিণী রূপ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ লেখায় গুণের প্রতীক লক্ষ্মী, ধন-সম্পদের এবং সরস্বতী বিদ্যার দেবীকে এই গানে সংযোজন □□□□□□□ শব্দচয়ন করার ক্ষেত্রে নজরুলের তুলনা একমাত্র তিনিই। এত সহজ প্রাঞ্জল ভাষা বলেই □□□ □□□□□ মানুষও এর অর্থ বুঝতে পারবে। তেমনি সুরকেও সহজ করে ব্যাবহার করা হয়ে □□ □□□□□ □□□ বাণী ও সুরের মিশ্রণে এক অপূর্ব নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে।

-রণরঙ্গীণি ফিরে এসো

তু□□ □□□□ □□□□□,ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী'

নজরুলের নারী জাগরণমূলক গানগুলো শিল্পধন্য-নারীর সংকল্পঋদ্ধত ,দৃঢ়চিত্ততা গানগুলোকে স্বতন্ত্র এক নান্দনিক ঔজ্জ্বল্যে মহিমান্বিত করেছে।

প্রত্যেকটি গানই নারীকে শৃংখল মুক্তির আহ্বান জানায়। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানটি এখনো প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয়। গানটির বাণীতেই ফুটে উঠেছে তির্যক একটি গতি,একটি ক্ষিপ্রতা।

□□□□ □□□□ □□□□ বহ্নিশিখ□
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিক□□
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্ব□□□

জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী

বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা।

বহ্নিশিখার মতো প্রচলিত শব্দাবলির সঙ্গে সার□-এর সুর আমাদের চকিত করে,নারী শক্তির উদ্বোধন প্রত্যাশা ত্বরান্বিত করে এবং শিখার মতোই বিকশিত হবে তার স্বতন্ত্র অস্তিস্ব ও অধিকার নিয়ে- এ বোধ অগ্রগামী চিন্তার প্রকাশ

-গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়

রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী-□□□ □□□ □□□'

□□□

□□ □□□□ নজরুল লিখেছেন মুসলিম সমাজের নারীরা আদর্শ হয়ে আছে পৃথিবীতে।তাদের সতীত্ব,ত্যাগ,বীরত্বে এমন কি শৌর্যে সাহসে মুসলিম নারীরা গোটা বিশ্বে অনুসরণীয়। এম □□□□ এই গানে কবি মুসলিম □□□□□□ □□□□দের প্রশংসা তুলে ধরেছেন।

-নবী নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রানী'

তেমনি আবার লিখেছেন-

-রহিমার মত মহিমা কাহার তাঁর সম সতী কেব'

যেখানে যে ক্ষেত্রে যার যতটুকু অবদান সম্মান সেটুকু বাণীর মধ্যে এনে গানটি □□□□□□□□ সাজিয়েছেন যা সত্যিই প্রশংসার। গানের সুরটি মিশ্র মালকোষ রাগেসৃষ্ট দাদরা তালে নিবদ্ধ। মালকোষ একটি গম্ভীর বীররসাত্মক সুরের রাগ। যা এই গানটিতে একটি অন্যরকম □ গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়□ যখন গানটি গাওয়া হয় তখন গানের সেই গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে।

নজরুল এই গানের বাণীতেও মানব নারী ও হিন্দু ধর্মের দেবীর বর্ণনা □□□□□□□□ □□□□ নারী একই সঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্য □□□□ □□□□□ □□□□ সে কোমল□ □□□□ তেজজ্যোতি,নারী পুরুষের প্রেরণাদায়ীনি। দেবী শ্রীদুর্গা অসুরকে □□ □□□ দেবতাদের রক্ষা করেছিলেনএবংসেই দেবী দুর্গার আরও নাম গার্গী,মৈত্রেয়ী,□□□□□□তারই শক্তি আমার মধ্যে □□ সারাবিশ্বের সর্বদ্বন্দ্ব দূর করি এবং অন্ধকারকে দূর করে নবারুণ □□□□□ □□□□□□এর মধ্য দিয়ে নারী শক্তিকে তুলে □□□ □□□□□ □ নারীর শক্তির মাঝে দেবীর শক্তি লুকিয়ে আছে তাই দিয়ে জয় করবে সকল বাধা সে কথাই কবি বলতে চেয়েছেন।

-□□□ □□□□□□□□ শক্তিনারী...

আমি ভবনে করুণ -কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি,'

আমি গার্গ,মৈত্রেয়ী,ভগবতী শক্তি

আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে তিমির বিদারি।'

নারীর মর্যাদা কবি তাঁর লেখার মাধ্যমে তুলে এনেছেন। গানে এমন করে নারীর প্রশংসা করার জন্য বর্তমান স□□□□□ □□□□□ □□□□র ত্রুটি ঢেকে অতীতের গৌরবকে ধারণ করে সুকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে সমাজের মঙ্গল সাধিত করে।

□□□□□ সমাজের উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনের ধারায় আনার জন্য কবি তাঁর লেখায় যেমন

□□□

□□□□□□□তেমনি পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বহু মুসলিম জাগরণমূলকগান রচনা করেছেন। যেখানে নজরুল তাঁর লেখায় বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের ভালোকাজের বর্ণনা □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □পাশাপাশি বর্তমানের মুসলিম সমাজের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যাঁরা বে-খেয়াল হয়ে আছেন।মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগাতেই তিনি এই ধরনের বাণী ব্যবহার করেছেন। মুসলিম জাগরণমূলক বেশ কিছু গান তিনি রচনা □□□□□

□.দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে

□.কোথায় তখত তাউস কোথায় সে বাদশাহী

□.জাগে না আর সে জোশ লয়ে আর সে মুসলমান

□.আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি ভয়

□.ভুবন জয়ী তোরা কি সেই মুসলমান

□.বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান

□.ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি

□.খুশি লয়ে খোশ রোজের আয়

এই ধরনের গানের বাণী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়নের জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে।

-দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে দীন-ই ই□□□□□ □□□ □□□□

□□□-বে খবর,তুই ও ওঠ জেগে,তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল

এই গানটিতেও একি আক্ষেপ করা হচ্ছে যে এক সময়ে মুসলিম বীর ছিল যারা মুসলিম সমাজের অনেক উন্নয়ন করেছিল কিন্তু এখন সেই বীর নাই। নিজেকে আল্লাহর জন্য কোরবানী করবে আত্মত্যাগ করবে এই মানসিকতার মুসলিম নাই □ □□□ □□□ □□□□□□□-

-হাসান হোসেন সে কোথায়,কোথায় □□□ □□□□□

কোরবানি দিতে আপনায় আল্লার মুখ চাহি।'

গানটি খাম্বাজ রাগে উপর সৃষ্টি এবং কাহার্বা তালে নিবদ্ধ। সুরে খাম্বাজ রাগের কোনো করুণ রসের আমেজ পাওয়া যায়না। বাণীর ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের যে অতীত ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন এবং বর্তমান □□□□□ যে দুর্বলতা স্থাপন করেছেন তাতে বাণীর এক অপূর্ব নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে।যুদ্ধের সময় দামামা বাজে যা যুদ্ধে যাওয়ার বা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয় একটি

□□□

উন্মাদনা জাগায়□ □□ □□□□ □□□□ যে শব্দ□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ হাতে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। ইসলামের কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সব ইসলামি উপজীব □□□□□ □□□ □□যোগিতার কথা চমৎকারভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। একসময় ইসলামের জন্য অনেক বাদশ-নবাব শুকনো রুটি খেয়ে বহু কষ্টে ইসলাম প্রচারে কাজ করেছে। সেইভাবে নিবেদিত হয়ে এখন কেউ কাজ কাজ করে যে স্তরে তারা ইসলামের স্থান রেখেগিয়েছিল সেই শক্তি ও জৌলুশ ফিরিয়ে আনার জন্য বলছেন কবি। গানটি ইমন মিশ্র রাগে সুর করা হয়েছে। আর একতাল তিনমাত্রা ছন্দে গানটি গাওয়া হয়েছে বিপ্লবী সুর ও ছন্দে যা অপুর্ব ব্যঞ্জন প্রকাশ পেয়েছে।

যে কোনো ধর্ম প্রচারে বাধার সৃষ্টি হয়েছেইসলাম ধর্মেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি □□ □□□ □□□ সাম-মৈত্রী মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন □□□-□□,উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ইসলাম ধর্মে নেই এবং মানুষের গড়া কুসংস্কারচ্ছন্ন নিয়ম ভেঙে একা□□ □□□□□□□□□□□ পুরুষের সমান অধিকার দি□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ গানটি লিখেছেন কবি।□□ □□□□□□ □□□□ মাধ্যমে এর আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের চেতনা বৃদ্ধি করবে এমনি আশা।

-নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর্ □□ □□□□

মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার'

নজরুল জানতেন এই পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্র দায়কে এগিয়ে না নিলে দেশের পূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এবং এই সম্প্রদায়ের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে ।এজন্যই তিনি মুসলিমের ভিতর সেই উদ্দ্যমতা তৈরি করতে চেয়েছেন নজরুলের গানের মধ্যে রয়েছে ব্যঙ্গগীতি যা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে

সত্য কথাটি তুলে ধরা হয়েছে। তখনকার সময়ের ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গকরে বাণী ব্যবহার করে গানরচনা করেছিলেন নজরুল যা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল বাংলায় রচনা □□□□ □□□□ তেমন এই বিষরগুলো না বুঝতে পারলেও বাঙালিরা খুব মজা পেতেন।

ব্যঙ্গগীতি মধ্যে রয়েছে-

□.সুপার(জেলের) বন্দন

□□□

□.সাইমন কমিশনের রিপোর্ট

□.ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস

□.প্যাক্□

□.রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স

□.লীগ অফ নেশন

□.সর্দা বিল

□.ভূত ভাগানোর গান

□.দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের

□□. □□□□□ □□□ □□□ □□ □□

□□.দে গরুর গা ধুইয়ে

□□.নখ দন্ত বিহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু

এ গান গুলোর বাণীর মাঝে এ মজার ব্যাপার রয়েছে বাণীর কৌতুক পূর্ণ ব্যবহার। জেল সুপ□□ নজরুল বা সে সময় যাঁরাই ব বরণ করেছেন তাঁদের খুব কষ্ট হয়েছে জেলের ভিতর। সেটা □□□□-□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ -তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে'গানটিতে তা□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□-

-রেখেছ শান্ত্রী পাহারা দোরে

আঁধার কক্ষে জামাই আদ□□

বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে

তুমি ধন্য ধন্য হে'

□□□ □□□□-

□-কাঁড়া চালের অন্ন-□□□

□□□□ □□□ □□□□-লোভন

বুড়ো ডাঁটা-ঘাঁটা লাপসী শোভন,

তুমি ধন্য ধন্য হে

নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন আগ্রাসী ও অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে ঐক্য

□□□

প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। অপশক্তি বুঝতে পারে যে জনগণের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হলে তাদেরকে ভারত ছাড়তে হবে। তাই অপশক্তি তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঐক্যপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে □□□ আগ্রাসীরা যেমন যেমন ধূর্ত তেমনি শক্তিশালী। তাই তাদের আচরণে থাকবে দানবীয় ও ধূর্ততার নোংরা পরিচয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে উনিশ শতকে উপমহাদেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দাঙ্গার ক□□□ যে মানবিক বিপর্যয় তা ঐ ইংরেজদের সৃষ্ট অশুভ কর্মকাণ্ডের ফসল□ □□□□ □ দেশে হিন্দু-মুসলিম বিবাদ বাধে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে ধর্মের অপব্যবহারে চেতনালোকে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হয়েছে। মানবিক চেতনার এতখানি অবক্ষয় ঘটে যে,শুধু সমজাতিই নয়,সমগোত্রের না হলেও কাউকে ছোঁয়া যাবেনা। ছুলে তথা স্পর্শ করলেই জাত যাবে। বিভ্রান্তিকর এই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তাক্ত □□ □□□□– □□□ □□ □□ মায়ের বুক। ঐক্যে ফাটল ধরল বার বার–ধর্মররক্ষার অজুহাতে। সাম্রাজ্যবাদ ধর্ম ব্যবহার করে কখনো প্রকাশ্যে কখ□ □□□□□ □□□□□-ছদ্ম এক আবরণে বা অর্থনীতির শুভঙ্করের ফাঁকিকে কাজে লাগিয়ে। সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি রক্ষার জন্য নজরুলের যে প্রচেষ্টা তা তাঁর গানগুলোতে উজ্জ্বল।

□.মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু- মুসলমান

□.ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু -মুস□□□

□.□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

□.□□□□র দোরে ভাই কেঁদে যায় টেনেনে তারে কোলে

□.জাতের নামে বজ্জাতি

নজরুলের এ সব গানের বাণী ও সুর একটি উদারনৈতিক মানবিক আবেগ থেকে উৎস নজরুলের এ গানগুলো জাতিবৈরিতার অবসান লক্ষ্যে ইতিহাসের মাইকফলক। সকলেই মায়ের সন্তান। বিপদে □□□□ □□□ □□–ই আসবে। তাই ভাই হয়ে ভাইকে বিপদে ঠেলে দিলে তখন কেউ রক্ষা করবে □□ □□□ □□-□ □□□□□ □□□ □□□□□-পরের মতন দিসনে আজিকে ঠেলে' বলে আবেদন রেখেছেন যৌক্তিক ভাষায় দরদী সুরে -ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু-মুসলমান' □□□□ □□□□-

-আল্লা বলে কোরান তোমায় এলো বলে বেদ

□□□

যেমন পানি জলের ভাই শুধু নামের ভেদ'

-□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□' এই গানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাদের বিরোধের পরিণাম কি।

-ওরে তোতা করিস লাঠালাঠি সিন্ধু ডাকাত লুটেছে ধান

তাই গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান'

□□□□-

-তোরা করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান

আজ বুঝলি নে হায় নাড়ী-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান'

ভাই ভাইয়ের শত্রু হতে পারেনা এ শত্রু হয়না। শত্রু হয় অন্যেরা। আমাদের মাঝে দেয়াল তুলতে চায় যারা তারাই শত্রু। নজরুল চায়ভাই□□ □□□□□ সম্প্রীতি থাকবে। শত্রুতা নয় ব , □□□□-দ্বেশ নয়,প্রেমই নজরুলের আরাধ্য। মিলনেই সৃষ্টি হয় প্রেম। প্রেম মানুষকে যত কাছাকাছি আনতে পারে অন্য কোনো পথে মানুষ এত বেশি কাছাকাছি আনতে পারেনা। আর এমনি ক্ষমতার □□□□□□ সে,যে সহজ ভাবে অন্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে দূর করে ছোট ছোট □□□□ □□□□□-বিভ্রান্তি,ভুলিয়ে দেয় অনেক দুঃখ বেদনা। মানবসভ্যতার এই অগ্রগতির মূলে আছে মানুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। নজরুল এই মানবমিলনের যে সংগীত সৃষ্টি করেন তা সংখ্যায় কম হলেও এর তুলনা বাংলা গানে নেই। এ গানগুলো বিভেদহীন কালিমামুক্ত একটি উজ্জ্বল জীবন ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন আমাদের মনে ছড়িয়ে দেয়। নতুন জীবন ও স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণঘটেছে সুর ও তালের সুন্দর সমন্বয়ে। দেশ ও দেশের মানুষ একাকার হয়ে গিয়েছে নজরুলের গানে। একটি গানের ছোট পরিসরে তিনি তুলে ধরেন তাঁর সমস্ত চেতনার নির্যাস। নজরুলের কাছে জাত □□ □□,ধর্ম বড় □□-□□ □□□□ মানুষ। □□□ □□□□□□□ -মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,নহে কিছু

□□□□□’ সমস্ত কিছুই মানুষকে ঘিরে। মানুষের স্থান সবার উপর। দুষ্টুচক্র সবসময়ই কট্টরপন্থী □□□ □□ই তারা উদারনীতির ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ঢেকে রাখে। গোড়ামিকে উস্কেদেয় এব□ বিচ্ছিন্নতাকে নিশ্চিত করে। কৌশলে গোঁড়ামির শেকড় রোপণ করে ধর্মের নরম পলিমাটিতে। নজরুল জানেন জাতের নামের বজ্জাতির তাৎপর্য ধর্মের নামে অধর্মের অন্তঃসারশুন্যতাকে।

□□□

-জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি,ভাবলি এতেই জাতির জ্ঞান
তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশখান।’

তাই সকল ধর্মান্ধতার বিপরীতে অবস্থান। অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও সুরে বোঝানোর কী আপ্রাণ চেষ্টা।

- দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে
বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।’

□□□ন যুক্তি দিয়ে; দুজনার মধ্যে কোে □□□□ □□□,চাঁদ সুরুজের আলো তাদের গায়ে ভিন্নভাবে পড়েনা। বাইরে শুধু রঙের তফাৎ ভিতরে ভেদ নাই।

-সৃষ্টি যাঁর মুসলিম রে ভাই হিন্দু সৃষ্টি তারি
মোরা বিবাদ করে খোদার উপর করি যে খোদকার’

□□□□ □□□□:

-হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই
এক বৃন্তে দুটি কুসুম এক ভারতে ঠাঁ ’

ধর্মের নামে অপব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে অপরাজনীতির জিগির তুলে মানুষে মানুষে হানাহানি,রক্তপাত,মৃত্যু আসলেই সভ্যতাকেই থামিয়ে দেয়। আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ আমার ধর্মটাই সঠিক এমন কথাকে নজরুল গ্রহণ করেননি কখনো । □□□ ধর্মের প্রতি রয়েছে তাঁর সমান শ্রদ্ধা। তাঁর বিশ্বাস সকল ধর্মেই রয়েছে শুদ্ধ হওয়ার তথা সত্যে পৌঁছার একটা প্রণালি। আর সত্য সুন্দর সবখানেই আছে,তাকে চেনার ও দেখার মন ও চোখ আগে থাকা দরকার। ধর্মচ্যুত হওয়া আসলে আদর্শচ্যুত হওয়া।“পুড়ে যাক পুঁথির বিধান,সত্য হোক বিধির

□□□□-পুঁথির বিধান মানুষের তৈরি বলে সংকীর্ণ,আর □□□□ বিধান সত্যের বিধান বলে অবশ্যই □□□□ □ □□৯।''[□□]নজরুলের এই গানগুলো চিরকালের শান্তনিরীহ বাঙা□□ নির্জীব প্রাণে জীবনের উচ্ছ্বাস এনে দিয়ে□ ,□□ □□□□-নুয়ে পড়া মানুষকে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ানোর প্রেরণা □□□□□□ রুখে দাঁড়ানোর এই রূপায়ন অসাধারণ প্রকাশ গুণে মহিমান্বিত। আর এখানেই এ গানগুলোর নান্দনিকতা।

□□□

তথ্য নির্দেশ

□.মোহাম্মদ আবুল খায়ের,*নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা;*□□□□;পৃ;□□□

□.নজরুল রচনাবলী ,চতুর্থ খণ্ড,পৃ-□□□

□.□.করুণাময় গোস্বামী,*নজরুল গীতি প্রসঙ্গ,*□□□□ □□□□□□,□□□□,□□□,পৃ;□□□□

□.ইদ্রিস আলী;*নজরুল সঙ্গীতের সুর,*নজরুল ইনিস্টিটিউ ,□□□,দ্বিতীয় সংস্করণ ২□□□□

□.মাযহারুল ইসলাম ;*নজরুলের গানে সাংগীতিক অনন্যতা,*,দৈনিক ইত্তেফাক,□ই জ্যৈষ্ঠ,১৩৯৭□

□.মোহাম্মদ আবুল খায়ের,*নজরুল সঙ্গীতের নান্দনিকতা;*প্রথম প্রকাশ ,

অ্যাডর্ণ পাবলিকে□□,□□সেগুন বাগিচা,ঢ□□-□□□□,□□□□,পৃ;□□□

□.প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ'র পত্রের উত্তরে নজরুলের লেখাপত্র

আব্দুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী ,চতুর্থখণ্ড,পৃ-১৪□□

□.মাসুদা খানম,*নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*,পৃ-□□□□

□.খান বাহাদুর আব্দুর হাকিম,সম্পাদিত,*বাংলা বিশ্বকোষ*;□য় খণ্ড,পৃ-□□□□

□□.মোহাম্মদ আবুল খায়ের,*নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা;*প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২□□□

অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন।

□□□

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম এ· বিশেষ যুগের কবি হয়েও যুগোত্তীর্ণ কবি।নজরুলের ভিতর দেশাত্মবোধের চেতনা তৈরি হয়েছে সেই বার তের বছর বয়স থেকেই।নজরুল নিজেও ছিলেন প্রান্তিক শোষিত জনগোষ্ঠীরই একজন। তাই তাঁর গান শোষিত মানুষের আশা-ভর□□ □□□□ শ্রমক্লান্ত অধিকারবঞ্চিত জীবনসংগ্রামের উপকরণে ঋদ্ধ নজরুল এ গানগুলোতে যে মানব□□□□ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা মানুষের সঙ্গে মানুষের মানবিক সম্পর্ককে শুধু আস্থাশীল ও দৃঢ়ই করেন,এ সম্পর্ককে আরো পরিশীলিত ও কল্যাণকামী করে তুলে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের যে সর্বমানবিকতার স্বপ্ন এবং স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত সংগীতগুচ্ছ তা নিপীড়িত ও শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত আপামর জনসাধারণকে নতুন বোধ ও প্রত্যয়ে,বিশ্বাস ও আবেগে উদ্বুদ্ধ □□□□কবি নজরুলের গান· রচনার সাল দেখলে দেখা যায় সব দেশাত্মবোধক গান গুলোই তিনি □□□□বর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে অর্থাৎ লেটো গানকে যদি তার দেশাত্মবোধক গানের শুরু হওয়ার □□□য় হিসেবে ধরি তাহলে সেই ছোটবেলা থেকেই নজরুল দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন এবং লেটোগান দিয়েই গান লেখা শুরু করেন।

□ □□□, নীল কুঠির ঐ নীলবাঁদরদের ছিল বদের সর্দার।
বাঙলা মায়ের শ্যামল প্রান্তর করছিল ছারখার।

নীল চাষেরি জন্যে রে ভাই,
মারলে শিশু ইংরেজ কসাই,
□□,বোনদের উপর রে ভাই,
হচ্ছিল যে অত্যাচার...

Dhaka University Institutional Repository

□□ লেটো গানদিয়ে □□□□□ আদায়ের যে সচেতনতাবোধ তার সূচনা করেছিল □□□ লেটো গানের মধ্যদিয়ে নজরুলের গান লেখা শুরু হয়।তিনি শেখ বাকুর গোদার দলে যুক্ত হন বিভিন্ন ধরনের □□□ □□□□□□□□ বিশেষ করে সনাতন ধর্ম নিয়ে বেশি গান রচনা করেন।তাঁর গানের সুনাম বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে এবং এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তিনি নিমশাহ্ লেটোর দলে ওস্তাদ পদে নিযুক্ত হন।এরপর অন্যান্য গান রচনা করলেও দীর্ঘদিন বাদে তিনি

□□ জানুয়ারি □□□□ □□□□ '□□□□□□ □□□□' জন্য তিনি প্রথম দেশাত্মবোধক ভাঙ□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ রচনার যে অল্প সময় তিনি পেয়েছেন তার মধ্যে প্রচুর দেশাত্মবোধক গান সৃষ্টি □□□□□□□তিনি শুধু দেশাত্মবোধক গানে নয় সাহিত্যেও তাঁর দেশপ্রেম ফুটিয়ে তুলেছেন।নজরুল যৌবনে কমিউনিস্টপার্টির খ্যাতিমান নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের খুব কাছের মান্ □□□□□অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।যার ফলে তিনি রাজনৈতিক অনেক কাজে যুক্ত ছিলেন।নজরুল ইংরেজবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।কিন্তু গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে খানিকটা আগ্রহ থাকলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সশস্ত্রবি: ব ছাড়া স্বাধীনতা সম্ভব নয়। এ□ -সশস্ত্রবিপ্লব' কে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও □□□ □□□□ □ নজরুল এই আন্দোলন কে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করেছিলেন।তাঁর '□□□□' পত্রিকা তরুণদের এবং সন্ত্রাসবাদীদের □ৎসাহ যোগাতে বড় ভূমিকা রেখেছিল।সন্ত্র সবাদের ব্যর্থতার পর নজরুল -শ্রমিক-প্রজা স্বরা□ পার্টি'র সাথে যুক্ত হন এবং সর্বহারাদের জন্য রচনা ক -□□ম্যবার্দ,কবিতাগুচ্ছ, □□ -□□□□' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন শুধু রাজনীতির দ্বারা সমস্ত জাতিকে একই সূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।জীবন ও সমাজের সর্বস্তরে স্বাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের মাধ্যমেই সমস্তজাতিকে এক করা সম্ভব।তাই তাঁর লক্ষ্য □□ সংগীত ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারত বাসীকে স্বাধীকার আদায়ে জাগ্রত করা □□□□□ □□□□□□□□কে তাদের ন্যায্য অধিকারে□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ অকৃত্রিমভাবে দেশকে ভালোবা□□□□,□□□□বাসতেন দেশের মানুষকে তাই তাঁর□□□□□ □□□□□ মধ্যদিয়ে □□□□□□□□□ দেশের প্রতি প্রেম,চেতনাবোধ,শ্রদ্ধাবোধের উন্মেষ ঘা □□ পেরেছিলেন।একটি গান শুধু বাণীতেই মানুষের হৃদয়গ্রাহী হয়না এর সঙ্গে প্রয়োজন চমৎকার

Dhaka University Institutional Repository

সুরযা র্কা 'র সৃষ্টিতে পুরপুরি পাওয়া যায়।সেই ব্রিটিশদের শাস আমল থেকেই ক '□ দেশাত্মবোধক গান সু: -বাণীতে নান্দনিকতার কারণে ভারতবাসীর দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য সংগ্রামী করে তুলেছি□যার পরিণতি স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে হয়েছিল।পরবর্তীতে বাংলাদেশেরস্বাধীনতার সংগ্রামেও এর প্রভাব দেখা □নজরুলের দেশাত্মবোধ□ □□□গুলোর সৃষ্টির যে সময়কাল তাতে যেমন দেখা যায়অতীতে যেমন স্বাধীন□□ সংগ্রামে ভূমিকা

□□□

রেখেছিল তেমনি আগামীতেও সমাজের তথা জাতীয় সংকটে অতুলনীয় ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আধুনিক বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা-সৃষ্টিশীল,সংস্কারমুক্ত ও উদার মানুষ প্রতিষ্ঠার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তারই রূপায়ণ ঘটেছে এ গানগুলোর বাণী ও সুরে। বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উৎস ও সোপানগুলোকে মানুষের জন্য জরুরি বলেই মনে করি। নজরুলের গানের চর্চায় কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ হবে স্বাধীন চিন্তার সূতিকাগার,দেশের মানুষ হবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত-হবে শুভবুদ্ধির ধারক ও বাহক আর অবশ্যই সে স্বাধীন দেশে চলবেনা ধর্মের নামে যুক্তিহীন বর্বরতা,ধর্মের অপব্যাখ্যা করে কোনো রূপ নিষ্ঠুর ও অশুভ আচরণ। সর্বোপরি ঐক্যের ভিতর দিয়ে যে জ্ঞান ও হৃদ্যতা জন্মাবে তা একটি মঙ্গলময় জীবনের সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করবে-নিয়ে আসবে সত্য ও কল্যাণের সুবাতাস। বলা য ,স্বাধীনতা অর্জন,শুভবোধ ও কল্যাণবোধ সৃষ্টির মাঝেই নজরুলের এ গানগুলোর সার্থকতা। কারার ঐ লৌহ □□□,চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব □□□□ □□□□ □□□□,দুর্গম গীরি কান্তার মরু,মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানগুলোরভাব,ভাষা ও সুর শুনলে যেমনরক্ত টগবগ করে□□□□□ □□□ তেমনি □□□□□□□ □□□□□□□□□ ঘৃণা □□□□□□ মিথ্যাকে,ধর্মের নামে ভণ্ডামিতে তো □□□ অসাম্প্রদায়িক গীতি□□ □□□□□□□□ গদ্যে □□□□□□:-আমি বিদ্রোহ কর্রো -বিদ্রোহের গান গেয়েছি-অন্যায়ের বিরুদ্ধে-যা মিথ্যা,কলুসিত,পুরাতন পঁচা,সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার জন্য জেল খেটেছিলেন।আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকা অবস্থায় তিনি বি□ □□□ □□□ □□□□□ক নির্যাতনের প্রতিবাদে র্কি□গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় ৩৯ দিন □□□ □□শন ভঙ্গ করে □এ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বোঝা যায় তিনি সত্যিকার অর্থে একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন।অন্যের দুঃখে কেঁদেছেন।দেশপ্রেম ও □□□□□বোধের নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন এবং সকল মানুষকে দেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ কে গে□□□

□□□

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

□.□.রফিকুল ইসলাম - *কাজী নজরুল ইসলাম জীব· ও সৃজন*;কবি নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাব□□

তৃতীয় মুদ্রণ,জুন,□□□□□

□.□.করুণাময় গোস্বামী, *নজরুলগীতিপ্রসঙ্গ;*□□□□□□□□□□,□□□,

প্রথমপ্রকাশ ,জানুয়ারি,১৯□□,পুনর্মুদ্রণ,১৯৯৬।

□.□.সুনীল কুমার গু - *নজর ল চরিত মানস;*□□ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,কলকাত□ □□□□□□,

দে,□ □□□□□□,□ষ্ঠ সংস্করণ ,জানুয়ারি,□□□□□

□.মোঃ আবুল খায়ের- *নজরুল সঙ্গীতের নান্দনিকতা;*২□সেগুন বাগিচা,ঢাকা-□□□□,

প্রকাশক-অ্যাডর্নপ□□□□□□□□,প্রথম প্রকাশ,জানুয়ারি২□□□□

□.□.মাফরুফা হোসেন সেঁজুতি - *নজরুল সঙ্গীতে লোক উপাদান;*

প্রকাশক নজরুল ইন্সটিটিউট,ধানমন্ডি,□□□-□□□□,প্রথম মুদ্রণ,ফেব্রুয়ারি-□□□□□

□.আলী হোসেন চৌধুরী - *নজরুলের সৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি;*

পাঠ্য পুস্তক বিভাগ,বাংলাএ□□□□□ □□□,প্রথম প্রকাশ জুন □□□□□

□.পারভীন আক্তার জেমী- *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা;*পাঠ্য পুস্তক বিভাগ বাংলাএকাডেমী, ঢাব□,

প্রথম প্রকাশ জুন ২□□□□

□.□□দানন্দ বড়ুয়া - *সঙ্গীত মুকুল;*৪১কাটাপাহাড় লেইন;টেরীবাজার, চট্টগ্রাম, ণম সংস্করণ □□□□□

□.ইলা মজুমদার - *সংগীতের তত্ত্বকথা ;*□□/□-□ □□□□□□□□□,□□□-□□□□,অন্যপ্রকাশ ,

প্রথম প্রকাশ □□□□, একুশের বইমেলা

□□.□□□□□ খাতুন - *বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর;কাজী নজরুলের সৃষ্টিবীক্ষা;*

ছায়ানট সংস্কৃটি-□□□,ধানমন্ডি,□□□,□□□□□ প্রকাশ□□□ □□ মে □□□□□

□□.আব্দুল □□□□ - *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (সম্পাদনা শাহাবুদ্দিন আহমদ),

নজরুল ইন্সটিটিউট ধানমন্ডি,□□□,প্রথম প্রকাশ,জানুয়ারি ১□□□□

□□.□□□□ □□□□ -*নজরুল ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি;*নজরুল ইন্সটিটিউট, □□□,প্রকাশ □□□□□

□□.□□□□ □□□□ -*কবি নজরুল ;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,শুভ্রা প্রকাশনী,প্রকাশ ফাল্গু□ □□□□□

□□.কল্পতরু সেনগুপ্ত -*জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলা ;*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পাঠ্য,

দ্বিতীয় সংস্করণ ১□□□□

□□.□□□চৌধুরী–নজরুলদর্শন,নজরুল ইনস্টিউ□ ,□□□,প্রকাশ-□□□□□

□□.ধ্রুবকুমারমুখোপাধ্যায়-*নজরুল ইসলাম কবি মানস । কবিতা, রত্নাবলী ;*□□□□□,

□□□

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ,নভেম্বর □□□□□

□□.নাসির উদ্দীন মোহাম্মদ -*সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম,*নজরুল ইন্সটিটিউট,□□□,

প্রথম প্রকাশ জুন □□□□□

□□.নারায়ণ চৌধুরী - *নজরুল চর্চা;*মুক্তধার ,□□□□প্রকাশ □□□□□

□□.পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় - *ধুমকেতুর নজরু* ,□□জী নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ,□□□□□□,প্র□□□ □□□□□

□□.নুরুল হুদা মুহম্মদ ও রশিদুন নবী(সম্পাদিত) *নজরুলের উপন্যাস সংগ্র* ;

নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□ প্রকাশ□□□□□

□□.প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় - *কাজী নজরু*কলিকাতা ।প্রকাশ □□□□□

□□.প্রেমেন্দ্র মিত্র-*নজরুল সন্ধ্যা;*□□রুল প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ;কাগজ কালান্তর,□□□,প্রকাশ-□□□□□

□□.মাসুমা খানম-*নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব;*□□□□ □□□□□□,ঢাকা ।প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ।

□□.মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-(সম্মাদিত)*নজরুল ইসলাম নানা প্রসঙ্গ;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,জুন □□□□□

□□.মুস্তাফা নূরউল ইসলাম -*সমকালে নজরুল ইসলাম;*বাংলাদেশ শিল্পকলাএ□□□□,

□□□,□□□□-□□□□,অগ্রহায়ণ□□□□□

□□.দেবব্রত দত্ত -*সংগীত তত্ত্ব*(নজরুল প্রসঙ্গ)□□ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,কল□□□-□□□□□□□

প্রকাশক ও পরিবেশব ,ব্রতিপ্রকাশনী,বিদ্যাসাগর টাওয়ার(ত্রিতল),ষষ্ঠ সংস্করণ □□ই মার্চ,□□□□□

□□.ইদ্রীস আলী-*নজরুল সঙ্গীতের সুর;*নজরুল ইন্সটিটিউট,,ঢাকা । দ্বিতীয় সংস্করণ২০□□

□□.ব্রহ্ম মোহন ঠাকুর-*নজরুল সঙ্গী নির্দেশিকা;*নজরু ,ইন্সটিটিউট,ঢাক□প্রথম সংস্করণ □□ মে □□□□□

□□.রশিদুন □□□ - গ্রন্থনা -*নজরুল সঙ্গীতের আদি বাণী সংকলন;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০১১ ।

□□.মনিরুজ্জামান মোহাম্মদ- *নজরুল সম্পাদিত সমীক্ষন;*ব□□□ □□□□□□,□□□,

প্রথম প্রকাশ ;ফেব্রুয়ারি □□□□□

□□.মোবারক হোসেন- *স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের অবদান;*নজরুল ইন্সটিটিউট,□□□,জুন □□□□□

□□.মজিদ মাহমু□-*নজরুল তৃতীয় বিশ্বের মুখপা ;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাকা,জুন □□□□□

□□.সালাউদ্দিন আইয়ুব-*নজরুল সাহিত্যে নন্দনতাত্ত্বিক া চার;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাকা,জুন □□□□□

□□.হারুণ-□□-□□□- *চিরঞ্জীব নজরুল;*□□□□ □□□□□□,□□□,প্রথম প্রকাশ ;এপ্রিল □□□□□

□□.□□□ৎ মামুদ-*প্রতিভার খেলা নজরুল;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাকা,প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,□□□,
পরিবর্ধিতসংস্কর□,ফেব্রুয়ারি ১□□□□

□□.সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান-*নজরুলের ধূমকেতু;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢা□□,ফেব্রুয়ারি ১□□□□

□□□

□□.মুহাম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত-*নজরুলের লাঙ ;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢা□□,মে ১□□□□

□□. *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□□

□□.মুজফ্ফর □□□□- *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা;*মুক্তধার ,□□□,ষষ্ঠ প্রকাশনা □□□□□

□□.মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ -(সম্পাদিত) *কাজীর সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল;*
নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,□□□□□

□□.খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন-*যুগ স্রষ্টা নজরুল,আল হামরা লাইব্রেরী;*□□□,পঞ্চম প্রকাশ ,□□□□□

□□.□□□□ উদ্দিন খান-*বাংলা সাহিত্যে নজরুল;*সুপ্রিম পাবলিশার্স,কলিকা□□□□□□□

□□.মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন-*সওগাত –যুগে নজরুল ইসলাম;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,□□□□□

□□.মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) *সমকালে নজরুল ইসলা ;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,□□□□□

□□.নৃপেন্দ্র লাল দাশ-*সিলেটে নজরুল;*মুক্তধার ,□□□,□□□□□

□□.সূফী জুলফিকার হায়দা -(সম্প □□) *নজরুল প্রতিভা পরিচয়;*সূফী জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন,
□□□ □□□□□

□□.মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস(সম্পাদিত) *আমি যাযাবর কবি;*নজরুল স্মৃতি রক্ষাপরিষদ,কুমিল্লা ১□□□□

□□.তিতাস চৌধুরী-*এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ;*ভিনাস প্রকাশনী,কুমিল্লা ১□□□□

□□.অনুপম হায়াৎ -*নাট্যাঙ্গনে নজরুল;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাক□,□□□□□

□□.মোবাশ্বের আলী-*নজরু প্রতিভা;*ইসলামিক ফাউন্ডেশন,□□□,তৃতীয় সংস্করণ ,□□□□□

□□.তিতাস চৌধুরী-*নজরুলের নানাদিক;*মুক্তধার ,□□□□□□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী –*নজরু সংগীত জনপ্রিয়তার স্বরূপ সন্ধান ;*□□□□ □□□□□□,□□□

□□.আবু হেনা □দ্দুল আউয়াল- *নজরুলের সাংবাদিকতা;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢা□□□□□□□

□□.□□□ □□-*নিষিদ্ধ নজরু ;*আনন্দ পাবলিশার্স,কা□□□□,□□□□□

□□.মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত)-*নজরল জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ;*নজরুল ইন্সটিটিউট,ঢাকা,২□□□□

□□.নারায়ণ চৌধুরী-*নজরুল চর্চা;*মুক্তধা ,□□□ □□□□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী-*বাংলা কাব্যগীতির ধারায় □□□ নজরুল ইসলামের স্থান,*বা□□□ □□□□□□□,□□□,□□□□□

□□.আব্দুল মান্নান সৈয়দ-*কাজী নজরুল ইসলাম কালো-কালোত্তর,*নজরুল ইনস্টিটিউট,ঢা□□□□□□□

□□.□.করুণাময় গোস্বামী-*সংগীত কোষ,*□□□□ □□□□□□,□□□,□□□□□

□□.আব্দুল আজীজ আল-□ □□, নজরুল গীতি অখণ্ড,হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা ,□□□□□,

পরিমার্জিত সংস্করণ২,□□□□

□□□